Contents

মাসিক আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
رب زدني علما
جلد:٦ عدد: ٤، شوال و ذوالقعدة ١٤٢٣هـ/يناير ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ বামন রাম নগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মেহেরপুর।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

(বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে)

পৌষ-মাঘ শাওয়াল-যুল-ক্বা'দাহ হিজরী ১৪২৩ ॥ খৃষ্টাব্দ ২০০৩ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪০৯

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	সাহরী শেষ ও ফজর শুরু	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১-০৪ জানুয়ারী	২৭-৩০ শাওয়াল	১৮-২১ পৌষ	৫ ঃ ১৬	১২ ঃ ০৫	৩ ঃ ০৩	৫ ঃ ২২-২৫	৬ ঃ ৪৬
০৫-০৯ ,,	০১-০৫ যুল-ক্বা'দাহ	২২-২৬ ,,	৫ ঃ ১৮	১২ ঃ ০৭	৩ ঃ ০৫	৫ ঃ ২৫-২৮	৬ ঃ ৪৯
১০-১৪ ,,	০৬-১০ ,,	২৭ পৌষ - ০১ মাঘ	৫ ঃ ১৯	১২ ঃ ০৮	৩ ঃ ০৭	৫ ঃ ২৯-৩২	৬ ঃ ৫২
১৫-১৯ ,,	১১-১৫ ,,	০২-০৬ মাঘ	৫ ঃ ২০	১২ ঃ ১০	৩ ঃ ০৯	৫ ঃ ৩৩-৩৫	৬ ঃ ৫৪
২০-২৪ ,,	১৬-২০ ,,	০৭-১১ ,,	৫ ঃ ২০	১২ ঃ ১১	৩ ঃ ১১	৫ ঃ ৩৬-৩৯	৬ ঃ ৫৮
২৫-৩১ ,,	২১-২৭ ,,	১২-১৮ ,,	৫ ঃ ১৯	১২ ঃ ১২	৩ ঃ ১৩	৫ ঃ ৪০-৪৪	৭ ঃ ০২

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে'। *-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫।*
সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'। *- আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ আলবানী, মিশকাত হা/৬০৭।*

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ	৪র্থ সংখ্যা
শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ	১৪২৩ হিঃ
পৌষ-মাঘ	১৪০৯ বাং
জানুয়ারী	২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার

আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার

শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় — ০২
- প্রবন্ধঃ
  - বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা — ০৩
    - হাফেয মাসঊদ আহমাদ (শেষ কিস্তি)
  - সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনঃ ইসলামী সমাজে একটি জাহেলী প্রথার অনুপ্রবেশ — ০৭
    -মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
  - হে যুবক! আল্লাহকে ভয় কর — ১০
    - শেখ মাহদী হাসান
  - ওয়াদা — ১৪
    - রফীক আহমাদ
  - দা'ওয়াতী কাজের গুরুত্ব ও না করার পরিণতি — ২০
    -হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব
  - এক নযরে হজ্জ *- আত-তাহরীক ডেস্ক* — ২৪
- ছাহাবা চরিতঃ — ২৬
  - উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)
    -ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী
- জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের হারানো সম্পদ — ৩১
  - আব্দুছ ছামাদ সালাফী
- চিকিৎসা জগৎঃ — ৩২
  - হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান
    -ডাঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- কবিতা — ৩৪
- সোনামণিদের পাতা — ৩৫
- স্বদেশ-বিদেশ — ৩৭
- মুসলিম জাহান — ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় — ৪৩
- জনমত কলাম — ৪৪
- সংগঠন সংবাদ — ৪৫
- প্রশ্নোত্তর — ৪৭

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

উৎসের সন্ধানে

সকল মানুষ আদম ও হাওয়ার সন্তান। সেখান থেকে বংশ বিস্তৃত হয়ে পৃথিবী নামক এ ক্ষুদ্র গ্রহটি এখন মনুষ্যভারে আক্রান্ত। একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাদের পরস্পরে মিল নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে পরস্পরে কিছু মিল-ভালোবাসা থাকলেও নেতৃস্থানীয় লোকদের অধিকাংশের মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। তাদের পারস্পরিক লড়াইয়ে বিশ্ব আজ অশান্ত। অথচ বিশ্বশান্তি নির্ভর করে পারস্পরিক আস্থা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপরে। মানব সমাজে পারস্পরিক বিভেদ ও অশান্তির মূল কারণ হিসাবে আমরা দু'টি বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারি। ১- আক্বীদা ও আমলের বৈপরীত্য ২- পারস্পরিক হিংসা ও অহংকার। মানব সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর সৃষ্টি মূলতঃ বিশ্বাসের বৈপরীত্যের কারণেই হয়েছে। আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত সময়কালেই আদম সন্তানদের মধ্যে বিশ্বাসের সংঘাত শুরু হয়। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর বিধানকে ভুলে মানুষ প্রবৃত্তি পূজারী হ'তে শুরু করে। ফলে সৃষ্টি হয় অসীলা পূজার শিরক। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিরক হ'ল কবরপূজা ও মূর্তিপূজার শিরক। আদমপুত্র ক্বাবিলের বংশের জনৈক ব্যক্তি সর্বপ্রথম মৃত সৎলোকের মূর্তি তৈরী করে তার অসীলায় পরকালে মুক্তি কামনার শিরক চালু করে। অতঃপর বুরদ বিন মিহলাঈলের শাসনকালে মূর্তিপূজার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। তখন ইদরীস (আঃ) নবীরূপে প্রেরিত হন। কিন্তু লোকেরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এরপর নূহ (আঃ) প্রেরিত হন। কিন্তু তাঁকেও লোকেরা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে নূহ (আঃ)-এর অভিসম্পাতে ও আল্লাহ্র গযবে দুনিয়া গারত হয়ে যায়। নূহ (আঃ)-এর কিশতীতে উঠে বেঁচে যাওয়া নেককার সাথীদের বংশধরগণের মধ্যে পুনরায় দেখা দেয় আক্বীদার সংঘাত। যদিও তারা সকলেই ছিল নূহের তিন ছেলে হাম, সাম ও ইয়াফিছ-এর বংশধর। বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে সাম-এর বংশধর সেমেটিক জাতির মানুষের বাস। কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। তারকা পূজারী ও মূর্তি পূজারীদের সঙ্গে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিশ্বাসের সংঘাত পবিত্র কুরআনে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সাথে নমরূদের বিরোধ এবং মূসা (আঃ)-এর সাথে ফেরাঊনের বিরোধ ছিল মূলতঃ বিশ্বাস জনিত। ইহুদীরা যে যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা (?) করেছিল, তার কারণ এটা ছিল না যে, তিনি তাঁর ১০/১২ জন নিরীহ হাওয়ারীকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাট তুতইয়ানূস-এর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন। বরং তাঁর মূল অপরাধ ছিল এই যে, তিনি ইহুদীদের বিকৃত আক্বীদা ও আমলের সংশোধন ও পরিমার্জন কামনা করেছিলেন। বিগত যুগে বহু দার্শনিক ও বিজ্ঞানী যে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন, তারও প্রধান কারণ ছিল বিকৃত খৃষ্টীয় বিশ্বাসের জন্য তারা ছিলেন বাধা ও উপদ্রব স্বরূপ। সবশেষে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে মক্কার পৌত্তলিক ও মদীনার ইহুদী-নাছারাদের যে সংঘাত হয়, সেটাও ছিল মূলতঃ বিশ্বাসের সংঘাত। কেননা তাদের লালিত শিরকী আক্বীদার সঙ্গে সামান্য আপোষ করতে পারলেই তিনি মক্কার নেতৃত্বে খুব সহজেই আসীন হ'তেন। কিন্তু তিনি আপোষ না করাতেই তাদের হিংসা ও যুলুমের শিকার হন। যদিও আল্লাহ ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস তাদের মধ্যে সব সময় অটুট ছিল। মানুষ হিসাবে তারা মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহকে তাদের বংশের সেরা সন্তান হিসাবে মেনে নিয়েছিল। তাঁকে 'আল-আমীন' হিসাবে বিশেষিত করেছিল। কিন্তু বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আক্বীদা-বিশ্বাসের উপরে যিদ করায় অহংকার বশে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। রাসূলের মৃত্যুর পরে ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানার শেষ দিকে মাথা চাড়া দেয় আভ্যন্তরীন আক্বীদা ও আমলের সংঘাত। ইহুদী-খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের লালিত বহু কুসংস্কার ইসলামের লেবাস পরে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। সৃষ্টি হয় খারেজী, শী'আ, ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, মু'তাযিলা, মুর্জিয়া ইত্যাদি বিভ্রান্ত মতবাদ সমূহ। আরও পরে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে সুন্নী দল ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী প্রভৃতি দল ও তন্মধ্যকার অসংখ্য উপদল। আল্লাহ, রাসূল, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসগত মিল থাকলেও আক্বীদা ও আমলের বিস্তীর্ণ ময়দানে মৌলিক ও প্রশাখাগত অসংখ্য বিষয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয় দুস্তর প্রভেদ। যা আজও রয়েছে এবং দিন দিন প্রলম্বিত হচ্ছে।

নূহ (আঃ)-এর যুগে ফেলে আসা অসীলা পূজার শিরক বর্তমানে পীরপূজা ও কবর পূজার মাধ্যমে এবং মূর্তিপূজার শিরক কথিত শহীদ মিনার, স্মৃতিস্তম্ভ, ছবি ও চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন নামে ও বেনামে মুসলিম সমাজে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে চলেছে। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে আমর বিন লুহাই নামক জনৈক ব্যক্তি প্রথম সিরিয়া থেকে 'হোবল' নামক মূর্তি মক্কায় এনে স্থাপন করে ও সকলকে তার অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য তাকে পূজা করার আহ্বান জানায়। তারপর থেকে কুরায়েশের সকল গোত্রের মধ্যে ক্রমে মূর্তিপূজা বিস্তার লাভ করে। যা রাসূলের আবির্ভাবকালে ৩৬০টিতে উপনীত হয়। রাসূলের যুগের ৩৬০টির স্থলে এখন মুসলিম বিশ্বের ঘরে ঘরে ও মাঠে-ময়দানে ও রাস্তার ধারে, শহরে-বন্দরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে লক্ষ লক্ষ শিরকী প্রতিমা ও রসম-রেওয়াজ নামে-বেনামে বিরাজ করছে। আল্লাহ্র প্রতি একক বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি অটুট ভরসা বিভিন্ন অসীলা পূজার মাধ্যমে সকল যুগে যেভাবে ভঙ্গুর হয়েছে, এমনকি যাবতীয় শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন নবী ইবরাহীমের নিজ হাতে গড়া বায়তুল্লাহ শরীফে আল্লাহতে বিশ্বাসী লোকদের দ্বারা মূর্তিপূজার মাধ্যমে যেভাবে তাওহীদকে অপদস্থ করা হয়েছিল, আজও তেমনি আল্লাহতে বিশ্বাসী মুসলমানদের হাতেই রকমারী শিরক ও বিদ'আতের মাধ্যমে আল্লাহ্র একচ্ছত্র তাওহীদ ও রাসূলের একচ্ছত্র রিসালাতকে অপদস্থ করার প্রচেষ্টা চলছে। সেদিন যেভাবে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মত কিছু মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ভিতর থেকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছিল। আজও তেমনি দুনিয়াবী স্বার্থদুষ্ট কিছু লোক ভিতর থেকে ইসলামের ক্ষতি সাধন করে চলেছে। আজকের বিশ্বে সন্ত্রাস নির্মূলের বাহানায় আমেরিকার সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের যে 'ক্রুসেড' ঘোষণার আস্ফালন, আফগানিস্তানের উপরে বেহায়া আক্রমণ ও বর্তমানে ইরাকের বিরুদ্ধে হামলার যা কিছু আয়োজন ও উন্মত্ততার বিশ্বস্ত সহযোগী কেবল খ্রীষ্টান, ইহুদী ও পৌত্তলিক অধ্যুষিত দেশগুলিই নয়, বরং মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রনেতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী বৃন্দও রয়েছেন। এমনকি 'রিস্ক' নিয়ে হক কথা বলার মত বুকের পাটা ধর্মীয় নেতাদেরও অধিকাংশের মধ্যে নেই। এদের একটি দল বাংলাদেশের রাজধানীর কিনারে বসে লক্ষ মানুষকে জমায়েত করে তথাকথিত আখেরী মুনাজাতের ভড়ং দেখিয়ে 'হুজুগ সম্মেলন' করছে এবং খুবই সুচতুরভাবে মুসলিম উম্মাহকে তার মূল শত্রুদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ফলে তারাই হ'ল এযুগের কথিত ধর্মভীরু। জীবিত বা মৃত পীরের দরগাহ ও খানক্বাহ নামীয় শিরকের আড্ডাখানাগুলি এদেশের রাজনীতিক ও রাষ্ট্র নেতাদের কাছে ধর্মীয় স্থান হিসাবে পরিগণিত। অথচ শিরক উৎখাত করার জন্যই নবীদের আগমন ঘটেছিল। ভারতজয়ী সুলতান মাহমূদকে যখন সোমনাথ মন্দিরের পুরোহিতেরা তাদের হাতে গড়া মূর্তিগুলি ভাঙ্গার বিনিময়ে অঢেল সোনা-রূপা, হীরা-জহরত দিতে চেয়েছিল, তখন সুলতান দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন 'ম্যাঁয় বুত শিকন হুঁ, বুত ফুরূশ নেহী হুঁ' 'আমি মূর্তি ধ্বংসকারী, মূর্তি বিক্রেতা নই'। তিনি তাঁর তাওহীদ বিশ্বাসকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করেননি। অথচ আজ সেই ভারত বর্ষের মুসলিম রাষ্ট্র নেতারা নিজেদের গরীব প্রজাদের অভুক্ত রেখে তাদের রাজস্বের পয়সা দিয়ে নামে-বেনামে স্থানে-অস্থানে মূর্তি ও স্তম্ভ তৈরী করছে। আর সেখানে গিয়ে পবিত্র ফুল সমূহ ছিঁড়ে এনে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছে। দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করছে। অথচ তার মনের আয়নায় একবারও ভেসে ওঠে না সেই অভুক্ত প্রজাটির কথা, যে না খেয়ে না পরে প্রচণ্ড শীতে, গ্রীষ্মে ও বর্ষায় কাতর হয়ে অনতিদূরে অধোমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধের একখানা ইটের মূল্য দিলে ঐ অভুক্ত অর্ধনগ্ন প্রজাটির বেঁচে থাকার সংস্থান হ'ত। অথচ সবকিছুই চলছে রাজনীতির নামে। চলছে ধর্মের নামে। কে বলবে সাহস করে যে, এগুলি ধর্ম নয়, এগুলি আল্লাহ প্রেরিত দ্বীন নয়। এগুলি আমাদের [illegible]নো মেকী রাজনীতি ও মেকী ইসলাম!

নীটশের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হিটলার ও মুসোলিনী লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। কার্লমার্কসের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাশিয়া ও চীনে প্রায় আড়াই কোটি মানুষের জীবন গেছে। পুঁজিবাদী মিত্রবাহিনীর হামলায় নাগাসাকি-হিরোশিমায় লাখো মানুষের রক্ত ঝরেছে। আজও যার ধ্বংসের রেশ চলছে। এইভাবে শক্তিবাদ, সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি মতবাদ ও বিশ্বাসের সংঘাতে যুগে যুগে হাযার হাযার মানুষের জীবনাহুতি ঘটেছে। অথচ মানুষ যদি মানুষের সৃষ্ট মতবাদের পিছনে না ছুটে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকত, তাহ'লে অশান্তি থেকে বিশ্ব মুক্তি পেত। নবীগণ সর্বদা সেই সত্য ও মুক্তির পথে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। যার সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে মানবজাতি প্রাপ্ত হয়েছে। যা নির্ভেজালরূপে রক্ষিত আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে। সেই নির্ভেজাল দ্বীনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবজাতির ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করার মত কেউ আছেন কি? আমরা এসেছিলাম জান্নাত থেকে। চলুন ফিরে চলি জান্নাতের দিকে। আসুন ঝাঁপিয়ে পড়ি সেই পবিত্র উৎসের সন্ধানে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!! (স.স.)।

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা

*হাফেয মাসঊদ আহমাদ**

(শেষ কিস্তি)

প্রগতি ও নারী স্বাধীনতাঃ

কোনকিছুর প্রকৃত হীন অবস্থা থেকে উন্নয়ন সাধিত হয়ে গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্যায়নই প্রগতি। উন্নয়ন সাধন প্রগতির মূল বিবেচ্য বিষয়। তবে সর্বদা পরিবর্তনশীল উন্নয়ন প্রগতি হ'লেও সকল পরিবর্তনের রূপ-রেখাই প্রগতি নয়। প্রগতির ধারণা, মর্মকথা মূলতঃ নৈতিকতার পরিচায়ক। কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে মানবীয় গুণের প্রয়াসের ইতিবাচক পরিবর্তনই প্রগতি।

নারী স্বাধীনতার সূচনা ও ক্রমবিকাশঃ

আমরা জানি আন্তর্জাতিক নারী দিবস (বর্তমানে এটা 'নারী মুক্তি আন্দোলন' 'নারী স্বাধীনতা' ইত্যাদি নামে পরিচিত) একটি ঐতিহাসিক পেক্ষাপটে সূচনা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক এই দিবসটির সূচনা হয়েছিল এভাবে, '১৯৫৭ সালের ৮ই মার্চ নিউইয়র্কের এক সেলাই কারখানায় শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় নারী শ্রমিকরা। এর তিন বছর পর ১৯৬০ সালের ৮ই মার্চ নারী শ্রমিকদের এক মিছিলে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে যে ইউনিয়ন গঠিত হয় তা নারী শ্রমিকদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে নেতৃত্ব দেয়। এর পরে ১৯৮০ সালে কোপেন হেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে জার্মানীর নারী নেত্রী ক্লারাজেটকিন প্রস্তাব করেন, ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণার। এরপর ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৪ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন হয় জাকার্তায়। এই হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পটভূমি।[১২৮]

প্রগতি ও নারী স্বাধীনতার প্রভাব মুসলিম দেশগুলিকে আলোচিত করলেও এটা মূলতঃ ইউরোপেই প্রথম উদ্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে জনৈকা লেখিকা বলেন, 'ইউরোপে অষ্টাদশ শতকে শিল্প-বিপ্লবের ফলে অর্থনৈতিক বেকারত্বের অভিশাপ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং নারীর প্রতি চরম নির্যাতন শুরু হয়। তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফলে নারীরা নতুন স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করে। আর এই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে তারা চাইল মাতৃত্বসুলভ দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের ন্যায় অফিস-আদালতের কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ এবং সমাজ সেবামূলক কাজেরও দায়িত্ব নিতে। পশ্চিমাদের এই আন্দোলনের পর থেকেই নারীজাতি অসংখ্য পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে অর্ধনগ্ন অসভ্য প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে, যা কিনা প্রদর্শনীর বস্তু। আজকের এই নারী স্বাধীনতা কেবল নারীজাতিকে ধ্বংস করছে না, সেই সঙ্গে গোটা সমাজ তথা সমগ্র জাতি ধ্বংস হচ্ছে। মাদক দ্রব্য যেমন শুধুমাত্র একটি মায়ের স্বপ্নকেই ভেঙ্গে দিচ্ছে না, সমগ্র সমাজকে ধ্বংস করছে। তদ্রূপ তথাকথিত নারী প্রগতির ফলশ্রুতিতে আমাদের সমাজে আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অনাচার, অবিচার, হত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, পৈশাচিকতা, ব্যভিচার, বেহায়াপনা, শৃংখলা বিবর্জিত কার্যানুষ্ঠান, দাম্পত্য জীবন ব্যতিরেকে নিঃশংকোচে বেগানা পুরুষকে দেহদান, ইয্যত ও সম্ভ্রমবর্জিত পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তানের জননী ইত্যাদি'।[১২৯]

প্রগতি আর স্বাধীনতার দাবীতে নারী কতদূর অগ্রসর হয়েছে এবং কতটা লোমহর্ষক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে, তা একজন কুমারী শিক্ষিকার অবাধ যৌনতার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফ্রান্সের একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনৈকা শিক্ষয়িত্রী অবিবাহিতা অবস্থায় গর্ভধারণ করলে শিক্ষা বিভাগের কিছু সংখ্যক পুরাতনপন্থী লোক হৈ চৈ শুরু করে। এতে সম্ভ্রান্ত লোকদের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষামন্ত্রীর নিকট গমন করে এবং উক্ত মহিলার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেঃ

(১) কারো ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করার অপরের কি অধিকার আছে?

(২) তার অপরাধই বা এমন কি হয়েছে?

(৩) বিবাহ ব্যতিরেকে সন্তানের মাতা হওয়া কি অধিকতর গণতান্ত্রিক নয়?

অতঃপর উক্ত শিক্ষয়িত্রীর ব্যাপারটি চাপা দেওয়া হয়।[১৩০]

এই জাতীয় অশ্লীল-অবৈধ কর্মকাণ্ডের বৈধতা দান পূর্বক অবাধ অধিকার প্রদানের পর নারী আরও দ্রুত ভিন্ন প্রকৃতিতে আদিম প্রণয় লীলার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক পল ব্যুরো (Poul Bureau) বলেন, 'বিবাহের পূর্বে বালিকা বহু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বিবাহের সময় তার বিগত জীবনের ঘটনা সমূহ ঘটকের নিকট গোপন রাখার আবশ্যকতাও সে বোধ করে না। তার আত্মীয়-স্বজনও তার অসৎ সঙ্গ লাভের জন্য কিছুই মনে করে না। খেলাধুলা ও জীবিকা অর্জনের আলোচনার ন্যায় পরপুরুষের সাথে অবৈধ মিলনের বিষয়ও তারা অকাতরে আলোচনা করে। এমতাবস্থায় বালিকার সতীত্ব/কুমারী থাকার প্রশ্নই উঠে না। বিবাহ কালে বর যে কনের কেবল বিগত জীবন সম্পর্কে অবগত হয়, তাই-ই নয়; বরং যে সকল বন্ধু-বান্ধবের সাথে তখন পর্যন্ত তার

* গ্রামঃ দমদমা, পোঃ পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

১২৮. কহিনুর খাতুন কলি, প্রবন্ধঃ মিস রূপসী বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা, মাসিক মদীনা, ৩৪ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯৮ইং, পৃঃ ২৩।

১২৯. নাহিদ সাফিনা সংকলিত, পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়? (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশঃ ১৪০৮/১৯৯৭), পৃঃ ৮৫-৮৬।

১৩০. নারী, পৃঃ ৮২-৮৩।

যৌন সম্ভোগ হয়েছে, তাও তার গোচরীভূত হয়। এ অবস্থায় পাত্র বিশেষ সচেষ্ট থাকে, যাতে কেউই এমন সন্দেহ করতে না পারে যে, পাত্রীর এরূপ কার্যকলাপের প্রতি তার কোনরূপ আপত্তি আছে'।[১৩১]

বিশিষ্ট গ্রন্থকার আব্দুল খালেক বলেন, 'এই রীতি এখন পাশ্চাত্য জগতে সর্বজন সমর্থিত সাধারণ নিয়ম হিসাবে স্বীকৃত। যুবক-যুবতী তাদের প্রেমিক-প্রেমিকা নির্বাচনের পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে অপরাপর যুবক-যুবতীর সঙ্গও লাভ করতে পারে। অপ্রত্যাশিতভাবে যুবতীরা যাতে গর্ভবতী হয়ে না পড়ে, সেজন্য তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে গর্ভনিরোধের দ্রব্যাদি দেওয়া হয় এবং এই সকল দ্রব্য ব্যবহারের বিষয়ে তাদেরকে যথোপযুক্ত শিক্ষাও প্রদান করা হয়ে থাকে। মাতাগণও কন্যাদেরকে এই সকল দ্রব্য ব্যবহারের কায়দা-কৌশল শিক্ষা দিয়ে থাকে। নবাগতদের অবগতির জন্য গর্ভনিরোধ দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রচার পত্র বের করে এবং বিশেষ শিক্ষা-কোর্সের প্রবর্তন করে। এর অর্থ হ'ল, সকলেই নিঃসংকোচে মেনে নিয়েছে যে, যুবক-যুবতীরা অবৈধ যৌন সম্ভোগ করবেই'।[১৩২]

এরূপ অবস্থার জন্য নারী প্রগতি ও নারী স্বাধীনতা অনেকাংশে দায়ী। তাই বলা হয়, আজকাল মেয়েরা যতটুকু স্বাধীন ও বেপরোয়া হয়ে পড়েছে, গত ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে বালকেরাও এতটা বেপরোয়া হ'তে পারেনি। নারী মুক্তির নামে স্বাধীনচেতা নারী সমাজ যৌন সম্ভোগের পাশাপাশি পতিতাবৃত্তিরও ব্যাপক প্রসার-প্রচারে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাই পাশ্চাত্য দেশসমূহে পতিতাবৃত্তি এখন আর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। বরং এটা একটি সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসা। আমেরিকার নিউইয়র্ক, নিউ-ডি জেনিরিও, বুয়েন্স আয়ার্স এ ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। এই সকল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সংস্থা এবং সভাপতি ও সম্পাদক যথারীতি নির্বাচিত হয়ে থাকে।

'পতিতালয় ছাড়াও সেখানে বহু Assignation Hous এবং Call House রয়েছে। কোন ভদ্র(?) পুরুষ ও নারী পরস্পর মিলিত হ'তে চাইলে তার সুব্যবস্থা করাই এগুলির উদ্দেশ্য। অনুসন্ধানে জানা গেছে, একটি শহরেই এরূপ ৭৮টি গৃহ আছে এবং অপর দু'টি শহরে যথাক্রমে ৪৩টি ও ৩৩টি অনুরূপ গৃহ আছে। নিউইয়র্কের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ চারিত্রিক ও দৈহিক দিক দিয়ে দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালন করে না। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থায়ও বিশেষ কোন পার্থক্য নেই'।[১৩৩]

আমেরিকায় নৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত Committee Fourteen -এর রিপোর্টে প্রকাশঃ সেখানকার সকল নৃত্যশালা, নৈশক্লাব, সৌন্দর্যশালা (Beauty Saloons), মালিশ কক্ষ (Massage Rooms), হস্তকমনীয় করণের দোকান (Manleare Shops) এবং কেশ বিন্যাসের দোকান (Hair Dressing Saloons) প্রায় পতিতালয়ে পরিণত হয়েছে। বরং এগুলিকে পতিতালয় থেকে নিকৃষ্ট বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ এই সকলের মধ্যে যে সমস্ত অপকর্ম করা হয়ে থাকে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।[১৩৪]

Indian council for Medical Research এর ডিরেক্টর জেনারেল অবতার সিংহ পেইন্টাল বলেন, "We used to think our women were chaste. But people would be horrified at the level of promisculty here." অর্থাৎ 'আমাদের নারীদেরকে আমরা সতী বলে মনে করতাম। কিন্তু অবৈধ যৌন কর্ম এখানে এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে লোকে এতে ভীত না হয়ে পারে না'।[১৩৫]

আমেরিকার বিদ্যালয় সমূহে অশ্লীল সাহিত্যের চাহিদাই সর্বাপেক্ষা অধিক। যুবক-যুবতীরা এসব অধ্যয়ন করে অশালীন কার্যে অবতীর্ণ হয়। আমেরিকার তরুণ-তরুণীদের অবস্থা বর্ণনা করে জর্জ বেন লিন্ডসে বলেন, 'হাইস্কুলের শতকরা ৪৫ জন ছাত্রী স্কুল ত্যাগ করার পূর্বে চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। শিক্ষার পরবর্তী সোপান সমূহে এর অনুপাত আরও অনেক বেশি। বালকরা বালিকাদের তুলনায় যৌন তৃষ্ণার দিক দিয়ে বহু পশ্চাতে। বালিকারাই সাধারণত অগ্রবর্তী হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ,. তিনি ৩১২ জন বালিকার অবস্থা পরীক্ষা করেন। এতে ১১-১৩ বৎসর বয়সেই তাদের ২৫০ সাবালিকা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে এত তীব্র যৌন তৃষ্ণা ও দৈহিক চাহিদার লক্ষণ দেখা দিয়েছে যে, ১৮ বৎসর বয়স্কা বালিকার মধ্যেও এমন হওয়া সম্ভব নয়'।[১৩৬]

ফলাফলঃ

প্রগতি ও নারী স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার পাশ্চাত্যজগত সহ পৃথিবীর অনেক দেশে শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাপন একেবারে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। নারী প্রগতির ফলে জারজ সন্তানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। 'বৃটেনে অবিবাহিতা টিনএজ মায়েদের সংখ্যা বিশ্বের সর্বোচ্চ' শিরোনামে এক জরীপে বলা হয়, বৃটেনে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সের যুবতীদের গর্ভে ৪১,৭০০ শিশু জন্মগ্রহণ করে, তার শতকরা ৮৭ ভাগই হচ্ছে বিবাহ বন্ধনের বাইরের। যুক্তরাষ্ট্রে ৬২%, জাপানে ১০%। বিশ্বের ৫৩টিদেশে এ জরিপ চালানো হয়। বৃটেনে টিনএজ তরুণীদের গর্ভধারণের হার সর্বোচ্চ। এ জরিপে ২০ বছরের নীচে যুবতীদের যৌনকর্মের হার বিশ্বের সর্বোচ্চ। ২০ থেকে ২৪ বছর বয়স্ক মহিলাদের শতকরা ৮৭ ভাগ ২০ বছরেই যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। বৃটেনে ৮৬% যুবতী বিয়ের সময় কুমারী থাকে না'।[১৩৭]

কিন্সে (Kinsey) রিপোর্টে প্রকাশঃ আমেরিকার পুরুষ অধিবাসীদের শতকরা ৯৫ জন প্রচলিত নৈতিক মান অনুসারে নৈতিক দোষে দুষ্ট! চার-পাঁচ বছরের

১৩১. Paul Bureau, Jowards Moral Bankruptcy, P-94; নারী, পৃঃ ৮১।
১৩২. নারী, পৃঃ ৮৫। *১৩৩. Dr. Lowry, Herself, P-16.*
১৩৪. নারী, পৃঃ ৯১-৯২। *১৩৫. তদেব, পৃঃ ৯৭।*
১৩৬. George Lindsey, Revolt of Modern youth, P-82-86.
১৩৭. দৈনিক ইনকিলাব, ৫ ও ৬ই জুন, ১৯৯৮ইং

শিশুদেরকেও যৌন অপরাধে লিপ্ত পাওয়া যায়। ডাক্তারগণ বলেন, কলেজ গামী পুরুষদের শতকরা ৬৭ জন বিবাহের পূর্বে যৌন সম্ভোগ করে থাকে। হাইস্কুল গামীদের মধ্যে ৮৫% এবং যে সকল বালক গ্রেড স্কুল ছেড়ে যায় না, তাদের সংখ্যা শতকরা ৯৮ জন। আমেরিকার ৯৫% পুরুষের কারারুদ্ধ হওয়া দরকার। কারণ, কোন না কোন পথে তারা দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে থাকে'।[১৩৮]

বিশ্বের বুকে সম্ভবতঃ আমেরিকাতেই যৌনরোগ, সিফিলিস সহ এইড্সের মত ভয়ংকর রোগের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অত্যন্ত বেশি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, 'আমেরিকার ৯০% অধিবাসী রতিজ দুষ্ট ব্যাধিতে আক্রান্ত। সেখানকার সরকারী হাসপাতালগুলিতে প্রতি বছর গড়ে দুই লক্ষ সিফিলিস এবং এক লক্ষ ষাট হাযার প্রমেহরোগীর চিকিৎসা করা হয়। ৬৫টি চিকিৎসালয় কেবল এই রোগসমূহের চিকিৎসার জন্যই নির্ধারিত আছে। কিন্তু সরকারী চিকিৎসালয় অপেক্ষা বেসরকারী চিকিৎসকের নিকট রোগীর ভীড় আরও অনেক বেশী হয়ে থাকে। এই সকল চিকিৎসালয়ে শতকরা ৬১ জন্য সিফিলিস ও ৮৯ জন প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ত্রিশ-চল্লিশ হাযার শিশু জন্মগতভাবে সিফিলিস রোগে মৃত্যুবরণ করে। প্রমেহ রোগে যুবকদের শতকরা ৬০ জনই আক্রান্ত হয়। এতে বিবাহিত-অবিবাহিত উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যে সমস্ত বিবাহিতা নারীর দেহে অস্ত্রপচার করা হয়, তাদের শতকরা ৭৫ জনের মধ্যেই সিফিলিসের জীবাণু পাওয়া যায়'।[১৩৯]

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, নারী প্রগতির নামে স্বাধীনচেতা নারীর উন্মুক্ত যৌন মিলনের ব্যাপক প্রচলনের ফলে এক ভয়ংকর মহামারী রোগের উদ্ভব হয়েছে। সেটা হ'ল এইড্স। বিশ্বে আজও যার সঠিক প্রতিষেধক আবিস্কার হয়নি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডারেক্টর জেনারেল ডাক্তার হিরোশী নাকাজিমা বলেনঃ "The spread of Aids among the general population could mean the extermination of some community or even the disappearance of mankind." অর্থাৎ 'জনসাধারণের মধ্যে এইড্স বিস্তার লাভ করলে জাতিবিশেষ একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এমনকি সমগ্র মানব জাতিরও বিলুপ্তি ঘটতে পারে'।[১৪০]

যৌন বিশেষজ্ঞ ডাঃ ল্যাবেড বলেন, 'ফ্রান্সে প্রতিবছর সিফিলিস সহ অন্যান্য যৌন ব্যাধিতে ত্রিশ হাযার লোক মারা যায়। উল্লেখ্য, ফ্রান্সে প্রতি বছর সাতাত্তর হাযার জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এ হিসাব প্রায় এক যুগ পূর্বের। বর্তমানে অবস্থা আরো শোচনীয়। কারণ, বর্তমানে ঘাতক ব্যাধি এইড্স প্রতিটি পশ্চিমা দেশে তার মরণকামড় বসিয়েছে। মৃত্যুবরণ করছে হাযার হাযার মানুষ। প্রতিবেশি দেশ ভারত, আর্জেন্টিনা, থাইল্যাণ্ড, ম্যাক্সিকো প্রভৃতি দেশেও আশংকাজনক হারে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে'।[১৪১]

প্রগতি, নারী স্বাধীনতার শ্লোগান, সম্মেলনের পর সম্মেলনের বন্যা প্রবাহিত দেশ সমূহের নারীদের এই হ'ল অবস্থা! এরপরও কি আমাদের সম্মানিতা মা, বোনদের ভুল ভাঙ্গবে না?

মানষিক, আত্মিক, জাগতিক, শারীরিক, বেশ-ভুষায়, চাল-চলনে, কার্যক্ষেত্রে পুরুষের সমপর্যায়ে উপনীত হ'তে গিয়ে সমতা আদায়ের সকল দাবীই নারীর অনিবার্য ধ্বংস এবং নারীত্বের মর্যাদা বিদূরীত করে চরম দুর্দশা বয়ে এনেছে। এ প্রসঙ্গে ডরিথ টমসন বলেন, "Woman put on precisely the same level as man has been dewomanised." 'পুরুষের সমপর্যায়ে অবস্থান করে নারী তার নারীত্ব হারিয়ে ফেলেছে'।[১৪২]

এন্টনী এম. লুডিভিসি বলেনঃ যে যুগেই নারী অগ্রগামী হয়েছে, সে যুগেই পরাজয় ঘটেছে। নারী জাগরণ যে পুরুষের অধঃপতন ও পরাজয়ের কারণ, ইহা অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য। প্রফেসর ডে.ডি. আনউন বলেনঃ নৈতিক উচ্ছৃংখলতার সাথে সাথে সর্বকালেই জাতীয় অধঃপতন সংঘটিত হয়েছে। নারী-আন্দোলনের এক কালের চরম সমর্থক এবং Mean's Political Union For Women's Enfranchisement-এর নেতা প্রফেসর সি.ই.এম. জোয়াড এখন তাঁর ভুল স্বীকার করে অনুতাপের সঙ্গে ঘোষণা করেন, নারীর বাস্তব স্থান সমাজের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নয়; বরং গৃহে। ... আমি বিশ্বাস করি, দুনিয়া অধিকতর সুখময় হয়ে উঠবে যদি নারীগণ তাদের গৃহপরিচালনা ও সন্তান-সন্ততি লালন-পালনে পরিতুষ্ট থাকে'।[১৪৩]

উপসংহারঃ

আরবীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, كُلُّ شَيْئٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ– অর্থাৎ 'প্রতিটি বস্তু তার মূলের দিকে ফিরে যায়'। সত্যবাণী তিক্ত হ'লেও সত্যের বিজয় সর্বকালেই অনিবার্য প্রতিফলিত। জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিকতা আর বিকৃত যৌন জীবন, ইচ্ছাধীন সঙ্গী নির্বাচন, নাইট ক্লাব, রঙ্গমঞ্চে কোন শান্তি নেই, মুক্তি নেই, জীবন নেই, শৃংখলা নেই; এই চিরন্তন বাস্তবতা উপলব্ধি করে অবশেষে নিজেরাই নিজেদের প্রতি নিরাশ হয়ে, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা মদ্যপান ও মাদকাসক্তিতে নিমজ্জিত হয়ে আনন্দ-ফুর্তিতে প্রকৃত কোন সুখ-শান্তি, আত্মতৃপ্তিবোধ নেই তা হৃদয়ঙ্গমে সচেষ্ট হয়ে আধুনিক সভ্য প্রতিটি দেশেরই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যাপক অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যালোচনা করে ইসলামের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে বিশ্ববিখ্যাত গণ্যমান্য মনীষী, রাষ্ট্রপ্রধান, ডক্টর, কবি, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার,

১৩৮. *The position of woman in Islam, P-30.*
১৩৯. *Dr. Lowry, Herself, P-204.*
১৪০. *The New Straits Jimes, KualaLumpur, Malaysia, June- 23, 1988.*

১৪১. *পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়? পৃঃ ৮২।*
১৪২. *নারী, পৃঃ ১০০।*
১৪৩. *ঐ, পৃঃ ১১৮-১২০।*

গায়ক-গায়িকা, ধনকুবের, সাংবাদিক, জমিদার, লেখক, পাদ্রী, বিজ্ঞানী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করছে।

ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত জমিদার কন্যা ব্রিটিশ তরুণী বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার ইমরান খানের বিবাহিতা স্ত্রী জেমিমা গোল্ড স্মীথ জন্মসূত্রে ইহুদী হয়েও পশ্চিমা সংস্কৃতিতে মানুষ হওয়া লণ্ডনের অভিযাত সোসাইটির চোখ ধাঁধানো জীবন-যাত্রা বিসর্জন দিয়ে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীতা হন। তিনি বলেন, 'মদ, নাইট ক্লাব ও দেহের সঙ্গে আঁটো সাঁটো হয়ে থাকা বেশভূষা- এসব কখনই সুখের চাবিকাঠি নয়। সত্যিকার সুখ আছে ইসলামে'। বৃটেনের বহুল প্রচারিত টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে ২১ বছর বয়সী জেমিমা একথা বলেছেন। পত্রিকাটির ২৮শে মে, '৯৫ ইং সংখ্যায় 'কেন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি' এই শিরোনামে মিসেস ইমরান পুরো একটি পৃষ্ঠা জুড়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, মিসেস ইমরানের নতুন নাম হাক্কাখান'। জন্মসূত্রে ইহুদী জেমিমা প্যারিসের এক মসজিদে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামে দিক্ষীতা হন'।[১৪৪]

এমনিভাবে পৃথিবীর বহু দেশে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যে ধর্মেরই হোক, যে সভ্যতার কলকাঠিতে প্রতিপালিত হোক না কেন, ইসলাম সম্বন্ধে চরম বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও এক সময় মহান মুক্তিকামী ধর্মে দিক্ষীত হচ্ছে হাযার হাযার নারী-পুরুষ।

একজন রুশ মহিলা ১৯৯৫ সালের রামাযান মাসে মস্কোস্থ ইরানী দূতাবাসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হওয়ার পর ২৫ বছর বয়স্কা এই মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়, 'একটি ধর্মহীন কমিউনিষ্ট সমাজে জন্মলাভ করে কিভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন?' এই মর্মে তিনি বলেন, 'খৃষ্ট ও অন্যান্য ধর্মের উপর অধ্যয়নসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতেও যোগদান করেছেন। কিন্তু এসব ধর্মকে তারকাছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী মনে হয়নি এবং তা জীবন দর্শনের কাছাকাছি নয়। তিনি আরো বলেন, ইসলাম ধর্মের নীতি, শিক্ষা ও আদর্শ এবং মুসলমানদের চালচলন, আচরণ ও বিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ইউক্রেনীয় বংশোদ্ভূত 'সভেনি কোভালেংকো' তাঁর পূর্ব নাম পরিবর্তন করে মহানবী (ছাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর নামানুসারে নাম নিয়েছেন 'ফাতিমা'।[১৪৫]

ইংল্যাণ্ডের জগত বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাডশ' ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন-"England in particular and the rest of the western world in general are bound to embrace Islam." অর্থাৎ 'সমগ্র পাশ্চাত্যজগত, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ইসলাম গ্রহণ না করে থাকতে পারবে না'।

বর্তমান বিশ্ব, বিশেষত খৃষ্টবাদের প্রাণকেন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে তাকালে আমরা র্জজ বার্নাডশ'-এর এই ভবিষ্যত বাণীর বাস্তবতা দেখতে পাব। সত্য আর শান্তির অন্বেষায় পাগলপারা হয়ে মানুষ আজ ছুটে আসছে ইসলামের দিকে, আশ্রয় নিচ্ছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। জার্মানী ও ফ্রান্সের মত ইসলাম বিদ্বেষী দেশে আজ মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তর জাতি। খোদ আমেরিকায় মুসলিম জনসংখ্যা আজ এক কোটির উপরে।[১৪৬]

USA Today পত্রিকার ২৭শে জানুয়ারী ১৯৯৪ইং সংখ্যার ভাষ্যঃ ইসলাম আমেরিকানদের জোয়ারের টানের মত প্রবল শক্তিতে কাছে টেনে নিচ্ছে। আমেরিকানরা এই সার্বজনীন বিশ্বধর্মের প্রতি ক্রমশঃই ঝুঁকে পড়ছে। লণ্ডন টাইম লিখেছে, পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলি যদিও মুসলমানদের ব্যাপারে বরাবরই নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে, তা সত্ত্বেও বৃটিশ অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আরও মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, এসব বৃটিশ নও মুসলিমদের বেশির ভাগই মহিলা। পত্র-পত্রিকার খবর অনুসারে মার্কিন নও মুসলিমদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা চারগুণ বেশি। পত্রিকার মতে-

"It is even more ironic that most British converts should be women, given the widespread view in the west that Islam treats women poorly." 'এটা আরও দুঃখজনক বিষয় যে, অধিকাংশ বৃটিশ নও মুসলিমই মহিলা। অথচ এ মতবাদ গোটা পাশ্চাত্যে বিস্তৃত যে, ইসলাম মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে'।[১৪৭]

পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলন (FEMINISM) প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের মাঝে বিদ্রোহেরই নামান্তর ছিল। 'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সেসব মহিলা বলেন, এর উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, "Women coping men and exercise in which womenhood has no intrinsic value." অর্থাৎ 'মহিলাদের জন্যে পুরুষদের অনুকরণ এমনই কাজ যাতে নারীত্বের নিজস্ব কোন মান মর্যাদাই অবশিষ্ট থাকে না'।[১৪৮]

পরিশেষে সম্মানীতা মুসলিম রমণীদের প্রতি আন্তরিক আহ্বান, সুখের নেশায় বিভোর হয়ে আর পাশ্চাত্যের পচাগলিতে চাকচিক্যময় জীবনের অন্বেষায় অসৎ পুঁজিবাদীদের হাতছানিতে সাড়া না দিয়ে নিজেদের অনিবার্য ধ্বংসের কারণ না ডেকে মোদের মর্যাদা ও হৃত গৌরব ফিরে পেতে মহান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর পথ অনুসরণ এবং ইসলামী ইতিহাসের মহীয়সী নারী ব্যক্তিত্ব আয়েশা, খাদীজা, সালমা, ফাতিমা (রাঃ) সহ পুণ্যবতী মহিলা ছাহাবীদের জীবন চরিত্রের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে আদর্শ নারী তৈরী করে সন্তান-সন্ততি, পরিবার-সমাজকে সেই আদর্শে গড়ার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হ'তে সচেষ্ট হৌন। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের পূণ্যময় আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করুন! আমীন!!

১৪৪. দৈনিক ইনকিলাব, ১লা জুন, ১৯৯৫ইং।
১৪৫. মাসিক দ্বীন-দুনিয়া, মে/১৯৯৫ইং।
১৪৬. কেন মুসলমান হলাম, সংকলনেঃ মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী, ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ ইশাআতে ইসলাম কুতুবখানা, মীরপুর, ১৪১৭ হিঃ/১৯৯৬ইং), পৃঃ ৪।
১৪৭. কেন মুসলমান হলাম, পৃঃ ৪। ১৪৮. ঐ, পৃঃ ২২৩-২২৪।

সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনঃ ইসলামী সমাজে একটি জাহেলী প্রথার অনুপ্রবেশ

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

(শেষ কিস্তি)

উক্ত হাদীছের অর্থগত বিভ্রাট ও নিরসনঃ

যারা সম্মানার্থে দাঁড়ানোর পক্ষে মতামত পেশ করে থাকেন তারা কিছু যঈফ-জাল হাদীছ দ্বারা ও বিশেষ করে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছটি দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে থাকেন। তারা উক্ত হাদীছের শেষ অংশ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ-এর অর্থ করেন, 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও' এবং সাথে সাথে যুক্তি প্রয়োগ করেন যে, সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) বনু কুরাইযা গোত্রের নেতা ছিলেন বলেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তাদের উক্ত বক্তব্য বেশ কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। মূলতঃ এ ব্যাপারে তাদের পক্ষে কোন দলীলই নেই। নিম্নে এ সংক্রান্ত প্রামাণ্য আলোচনা তুলে ধরা হ'ল। আশা করি নিরপেক্ষ হৃদয়ের অধিকারী হক্ব অনুসন্ধিৎসু আলেম সমাজ ও সুধী পাঠকের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথমতঃ উক্ত হাদীছটি মুসনাদে আহমাদে ছহীহ সূত্রে বর্ধিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُم فَأَنْزِلُوْهُ অর্থাৎ 'তোমরা দাঁড়িয়ে তোমাদের নেতার দিকে যাও এবং তাঁকে (গাধা হ'তে) নামিয়ে নাও'।[৪৮] উক্ত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-কে গাধা হ'তে অবতরণ করানোর জন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্যই জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) তাঁর বিশ্ব নন্দিত গ্রন্থ ছহীহ বুখারীর ভাষ্য 'ফাতহুলবারী'-তে বর্ণিত অংশটুকু উল্লেখ করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,

هذه الزيادة تخدش فى الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه-

অর্থাৎ 'এই বর্ধিত বর্ণনাটুকু সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) সংশ্লিষ্ট বিবরণ দ্বারা বিতর্কিত কিয়াম বা সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়াকে শরী'আতের দলীল সাব্যস্ত করার দাবীকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে'।[৪৯]

৪৮. *মুসনাদে আহমাদ ৬/১৪১-৪২ পৃঃ; সনদ হাসান-ছহীহ; সিলসিলা ছহীহা ১/১০৩ পৃঃ, হা/৬৭; তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/২৬ পৃঃ, হা/২৯০৩-এর ভাষ্য।*

৪৯. *ফাৎহুলবারী ১১/৬০-৬১ পৃঃ, হা/৬২৬২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

<u>দ্বিতীয়তঃ</u> রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-কে গাধার উপর থেকে অবতরণ করানোর জন্যই যে আনছারগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সে নির্দেশ যে নেতা হিসাবে সম্মানার্থে নয় তার জ্বাজল্য প্রমাণ হ'ল, তিনি সে সময় অসুস্থ ছিলেন। যেমনটি- যে যুদ্ধে তার শরীর তীরের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছিল মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে তার সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সারসংক্ষেপ হ'ল- ৫ম হিজরী সনে খন্দকের যুদ্ধের সময় ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সংগে চুক্তি ভঙ্গ করায় কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে সা'দ (রাঃ) ইবনুল আরেক্বাহ নামক এক কুরাইশ সৈন্যের তীরের আঘাতে গুরুতর আহত হন। সে কারণে তিনি বদ দো'আ করলে জিবরীল (আঃ) মুজাহিদ বেশে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ মুসলিম সৈন্যকে সাথে নিয়ে বনু কুরাইযা গোত্র অবরোধ করেন। ফলে তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং কোন উপায়ান্তর না পেয়ে সা'দ (রাঃ) যা ফায়ছালা করবেন তা-ই মেনে নেওয়ার শর্তে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মসজিদের নিকট উপস্থিত হয়।[৫০] তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান। অতঃপর তিনি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُم فَأَنْزِلُوْهُ-

'যখন সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন, 'তোমরা দাঁড়িয়ে তোমাদের নেতার দিকে এগিয়ে যাও এবং (গাধার পিঠ থেকে) তাকে নামিয়ে নাও'।[৫১]

উল্লেখ্য, ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাঁর শিরায় তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণে রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না; বরং তাঁকে মসজিদে নববীতে তাঁবুর মধ্যে রাখা হ'লে রক্তের প্রবাহিত ধারা স্রোতের ন্যায় তাঁবু হ'তে গড়িয়ে যাচ্ছিল। তাই ফায়ছালা করার পরপরই তিনি পৃথিবী হ'তে বিদায় নিয়ে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। তার এই হৃদয়বিদারক মৃত্যুতে আল্লাহ তা'আলার মহান 'আরশ' কেঁপে উ[illegible]ছিল (اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمنِ لِمَوْتِ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ) [illegible]া বাহুল্য, যারা সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার পক্ষে বুলি আওড়ায় তারা নিজেদের স্বার্থ হাছিল করতে গিয়ে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত সা'দ (রাঃ)-এর অবিস্মরণীয় যুদ্ধাতিহাস,

৫০. *ছহীহ বুখারী ৩/৬১ পৃঃ, হা/৪১২২; ছহীহ মুসলিম হা/১৭৬৯ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

৫১. *মুসনাদে আহমাদ ৬/১৪১-৪২ পৃঃ; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৬/১২৮ পৃঃ; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহা হা/৬৪; ফাৎহুলবারী ১১/৬০ পৃঃ।*

৫২. *ছহীহ বুখারী ৩/৬১ পৃঃ; হা/৪১২২, 'মাগাযী' অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/২৪৬৬ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়।*

বেদনাদায়ক অসুস্থাবস্থা ও মর্মান্তিক মৃত্যুকে নির্দ্বিধায় গোপন করেন অথবা অস্বীকার করেন। এর চেয়ে বড় আফসোস আর কি হ'তে পারে!

তৃতীয়তঃ ব্যাকরণগত দিক থেকেও তাদের বক্তব্য অগ্রহণীয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি সম্মানার্থে দাঁড়াতে বলতেন তাহ'লে বলতেন, قُوْمُوْا لِسَيِّدِكُمْ 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও'। কারণ আরবী ভাষায় ব্যাকরণভিত্তিক নিয়ম হ'ল, قيام শব্দের صله বা সম্বন্ধপদ যখন إلى আসে তখন সাহায্য-সহযোগিতা, উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়। আর যখন ل বা لام আসে তখন সম্মান-মর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর বাক্য إلى দ্বারাই প্রয়োগ করেছেন قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ 'তোমরা তোমাদের নেতার সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হও'।[৫৩] যেমন - মুহাদ্দিছগণের ভাষ্য-

আল্লামা তাওর বাশ্‌তী (রহঃ) মিশকাত শরীফের স্বীয় ভাষ্য 'শারহুল মাছাবীহ' গ্রন্থে উক্ত হাদীছটির আলোচনায় সম্মানার্থে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে চমৎকার লেখনি উপহার দিয়েছেন এবং ব্যাকরণভিত্তিক যুক্তিতে বলেছেন, لوكان يريد به التوقير والتعظيم لقال قوموا لسيدكم 'যদি তিনি (রাসূলুল্লাহ ছাঃ) সম্মান ও মর্যাদা দেখানোর জন্য বলতেন তাহ'লে তিনি ل দ্বারা বলতেন, قوموا لسيدكم 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়াও'।[৫৪]

অনুরূপভাবে আল্লামা ত্বীবীও (মৃঃ ৭৪৩) তার মিশকাত শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে একই বক্তব্য পেশ করেছেন।[৫৫] শায়খ আলবানী এদিকেই লক্ষ্য করে আফসোস করে বলেন, 'আজকের সমাজে হাদীছটি قوموا لسيدكم অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু হাদীছের গ্রন্থ সমূহে এর কোন ভিত্তিই নেই। অথচ ভিত্তিহীন এ বর্ণনা দ্বারা অনেকেই সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার পক্ষে দলীল গ্রহণ করেন। বরং হাদীছের যে সমস্ত গ্রন্থে আলোচ্য হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে সেখানেই قوموا الى سيدكم রয়েছে'।[৫৬]

চতুর্থতঃ যার সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি আছে সে অবশ্যই অতি সহজেই বুঝতে সচেষ্ট হবে যে, যিনি সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী তাঁকে মর্যাদা দানের দিক থেকে যারা সর্বাধিক হক্বদার তারা তাঁর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়াকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির জন্য সতর্ক করেছেন, তিনিই আবার অপরের সম্মানার্থে দাঁড়ানোর জন্য অন্যকে কিভাবে নির্দেশ দিবেন? নিরপেক্ষ মনে স্থান দিলে কি স্পষ্ট হয় না?

অতএব প্রতীয়মান হ'ল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-এর অসুস্থতার কারণে গাধার উপর থেকে নামিয়ে নেওয়ার জন্যই আনছারগণকে এগিয়ে যেতে বলেছিলেন; সম্মানার্থে নয়। আল্লাহ সঠিক বুঝ দান করুন।

ক্বিয়াম সম্পর্কিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহঃ

সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ যঈফ ও জাল হাদীছসমূহ সমাজে প্রচলিত রয়েছে সেগুলি পাঠকদের খেদমতে এখানে উল্লেখ করা হ'ল-

(١) عن عائشة قالت قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيْ بَيْتِيْ فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ- رواه الترمزى-

(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) মদীনায় আগমন করেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) আমার ঘরে ছিলেন। যায়েদ (রাঃ) এসে ঘরের দরজায় টোকা দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খালি শরীরে চাদর টানতে টানতে তার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! এর আগে ও পরে আমি কোনদিন এভাবে তাঁকে খালি শরীরে দেখিনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সাথে মু'আনাকাহ বা কোলাকুলি করলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন। হাদীছটি যঈফ।[৫৭]

(٢) عن عمر بن السائب أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا فَأَقْبَلَ أَبُوْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْأخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ- رواه ابوداؤد-

(২) ওমর ইবনে সায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তার কাছে এ মর্মে পৌঁছেছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসা অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁর দুধপিতা তাঁর কাছে আসেন। তখন

৫৩. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ (দিল্লিঃ কুতুবখানা ইশা'আতুল ইসলাম, তাবি), ৯/৮৩ পৃঃ; 'আদব' অধ্যায়।
৫৫. ফাৎহুলবারী ১১/৬১ পৃঃ; মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৯/৮৩ পৃঃ।
৫৬. সিলসিলা ছাহীহা ১/১০৫-৬ পৃঃ, হা/৬৭-এর আলোচনা দেখুন।
৫৭. যঈফ সুনানে তিরমিযী, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুতঃ মাকতাবাহ আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশঃ ১৪১১ হিঃ/১৯৯১ইং), হা/৫১৬, পৃঃ ৩২৬; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৮২ 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্বীয় কাপড় বা চাদরের কিছু অংশ তার জন্য বিছিয়ে দিলে তিনি তাতে বসে পড়েন। অতঃপর তাঁর দুধমাতা আসলে তাঁর চাদরের অন্য অংশ বিছিয়ে দিলে তিনিও বসে পড়েন। অতঃপর তাঁর দুধভাই আসলে তিনি তার ভাইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং তাকে তাঁর সামনে বসান। হাদীছটি জাল।[৫৮]

(٣) عن عبد الله بن الزبير قَالَ فَلَمَّا بَلَغَ عِكْرِمَةَ بْنُ أَبِيْ جَهْلٍ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا اسْتَبْشَرَ وَوَثَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلى رِجْلَيْهِ فَرْحًا بِقُدُوْمِهِ-

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, যখন ইকরামা ইবনে আবু জাহল (ইয়ামান থেকে) মুমিন এবং মুহাজির হয়ে আগমন করল, তখন তিনি তাকে সুসংবাদ প্রদান করলেন এবং আনন্দিত হয়ে দ্রুত দুই পায়ের উপর ভর করে তার জন্য দাঁড়িয়ে যান। হাদীছটি জাল।[৫৯] যদিও ইকরামা সফর হ'তে আগমনকারী। আর এরূপভাবে সংবর্ধনা জানানোর জন্য দাঁড়ানো ঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য এগিয়ে যাননি।

(٤) عن أبي هريرة قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ أَزْوَاجِهِ- رواه البيهقى-

(৪) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সাথে মসজিদে বসে কথাবার্তা বলতেন। যখন তিনি উঠে যেতেন তখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখতে পেতাম যে, তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতেন। হাদীছটি যঈফ।[৬০]

(٥) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ لِأَنَّ أُمِّ مَكْتُوْمٍ كُلَّمَا أَقْبَلَ وَيَقُوْلُ مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِيْ فِيْهِ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ-

(৫) নবী করীম (ছাঃ) ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-কে দেখে দাঁড়াতেন, যখন তিনি তাঁর কাছে আসেতেন এবং বলতেন, অভিনন্দন ঐ ব্যক্তির জন্য, যার কারণে আমার সম্মানিত প্রতিপালক আমার সঙ্গে নিন্দনীয় বাক্যে কথা বলেছিলেন'। বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই।[৬১]

(٦) عن واثلة بن الخطاب قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحْزَحَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ النبى صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا إِذَا رَآهُ أَخُوْهُ أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ- رواه البيهقى فى شعب الإيمان-

(৬) ওয়াছিলা ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি আসল। এ সময় তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। তার আগমনে নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় স্থান থেকে একটু সরে বসলেন। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! বসার জায়গা তো প্রশস্ত আছেই। (তবুও কেন সরে বসতে হবে?)। নবী করীম (ছাঃ) উত্তরে বললেন, এটা যেকোন মুসলমানের হক্ব। যখন তাকে অপর কোন মুসলমান ভাই দেখবে তখন তার জন্য কিছুটা হ'লেও সরে তাকে জায়গা করে দিবে। হাদীছটি যঈফ।[৬২] এই হাদীছ থেকেও ক্বিয়ামপন্থীরা দলীল গ্রহণের চেষ্টা করে যে, কমপক্ষে একটু নড়াচড়া করে বসে সম্মান জানানো উচিৎ।

সুধী পাঠক! উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার প্রথা ইসলাম সমর্থিত তো নয়ই; বরং এ প্রথাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেমন স্বীয় জীবনে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জাহান্নামের অবর্ণনীয় শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, তেমনি তাঁর উত্তরসূরী ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম সহ রাসূলের পরবর্তী একনিষ্ঠ অনুসারী, হক্বের অতন্দ্র প্রহরী, জাহেলী আদর্শের মূলোৎপাটনকারী উলামা মাশায়েখবৃন্দও ছিলেন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, হাযারো জনতার মাঝেও নির্ভীক বীর সেনানীর মত প্রতিকূলে সুদৃঢ় অবস্থানকারী। আল্লাহ তা'আলা তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করুন- আমীন! আজকেও সেই সালাফে ছালেহীনের উত্তরসূরী কিছু হক্বপন্থী লোক সমাজে আছেন, যারা এই জাহেলী সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। এই প্রবাহমান ধারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকার জাহেলী সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ইহুদী-খৃষ্টান ও হিন্দুয়ানী কুসংস্কারের হিংস্র ছোবল থেকে রক্ষা করতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের প্রকৃত উত্তরসূরীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন!

---

৫৮. *আলবানী, সিলসিলাহ যঈফা (বৈরুতঃ মাকতাবাহ আল-মা'আরিফ, ২য় সংস্করণঃ ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ ইং), ৩/৩৪১ পৃঃ, হা/১১২০; যঈফ আবুদাউদ হা/৫১৪৫, পৃঃ ৪২১ 'আদব' অধ্যায়।*

৫৯. *সিলসিলা যঈফা ৩/৬৩৪ পৃঃ, হা/১৪৪৩; হাকেম ৩/২৬৯ পৃঃ, হা/৫০৫৫-এর টীকা।*

৬০. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৭০৫, ৩/১৩৩৩ পৃঃ-এর টীকা নং ১। 'ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ।*

৬১. *সিলসিলা যঈফা ৩/৬৩৫ পৃঃ, হা/১৪৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ; আল-আদাব আশ-শারী'আহ ২/৩৭ পৃঃ টীকা নং ২।*

৬২. *তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৭০৬-এর টীকা দ্রঃ। 'আদব' অধ্যায় 'ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ।*

হে যুবক! আল্লাহকে ভয় করো

*শেখ মাহদী হাসান**

হে যুবক! আল্লাহকে ভয় করো। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান ১০২)*।

আল্লাহ তা'আলাকে পূর্ণরূপে ভয় করার অর্থ এই যে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, অবাধ্য হওয়া যাবে না; তাঁকে সদা স্মরণ করতে হবে, কোন সময়ই তাঁকে ভুলে যাওয়া চলবে না; তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কৃতঘ্ন হওয়া যাবে না। আর এ সমস্ত কিছু অর্জন করার পূর্বশর্ত হচ্ছে মহান আল্লাহ্র প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সাধ্যমত অবগত হওয়া, জেনে বুঝে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে দ্বীনকে পালন করা।

মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলূক রূপে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। হে যুবক! তুমি কি পারবে তোমার দু'টি অমূল্য আঁখির ঋণ শোধ করতে? তুমি কি পারবে তোমার সুন্দর কেশ, সুঠাম দেহ, ঘ্রাণশক্তি সম্পন্ন নাসিকা, শ্রবণশক্তি সম্পন্ন কর্ণ সর্বোপরি তোমার মহা মূল্যবান জীবনের ঋণ পরিশোধ করতে?

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ-

'আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে' *(ত্বীন ৪)*।

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى، ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى-

'সে কি স্খলিত শুক্র বিন্দু ছিল না? অতঃপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন' *(ক্বিয়ামাহ ৩৭-৩৮)*।

اَلَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ-

'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন' *(ইনফিত্বার ৭)*।

মহান আল্লাহ চাইলে তোমাকে কুৎসিত, বিকলাঙ্গ করে সৃষ্টি করতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে কুকুর, গাধা বা শুকরের আকৃতিতেও গঠন করতে পারতেন। মহান আল্লাহ বলেন, فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ،

'যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন' *(ইনফিত্বার ৮)*।

অথচ কালের অন্ধ স্রোতে, যৌবনের উন্মত্ততায় তোমরা সেই মহা নে'মত ভুলতে বসেছ। সর্বোত্তম উম্মতের মর্যাদা দিয়ে তোমাদেরকে কর্মক্ষেত্রে উত্থিত করা হয়েছিল সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য *(আলে ইমরান ১১০)*। ইসলামের বিধি বিধানের পূর্ণ আনুগত্য তথা আল্লাহ্র ইবাদত করাই ছিল মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ-

'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা (শুধুমাত্র) আমারই ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫৬)*।

মানুষ আল্লাহকে ভয় করবে, যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থেকে জীবনভর আল্লাহ্র আনুগত্য করে যাবে, এইতো ছিল জান্নাত প্রত্যাশী বনু আদমের সহজ-সরল জীবন পদ্ধতি। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণার অভাব বা আল্লাহ্র প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অনবহিত থাকার কারণে আল্লাহ্র ভয় আমাদের হৃদয় থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ-

'তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা নিরূপন করতে পারেনি। ক্বিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশ সমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে' *(যুমার ৬৭)*।

يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ،

'সেদিন (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন) একে অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ্য থাকবে না এবং সেদিন সমস্ত কতৃত্ব হবে আল্লাহ্র' *(ইনফিত্বার ১৯)*।

অর্থাৎ পার্থিব জগতের পাপের সঙ্গী পাপের পথে আহ্বানকারী বন্ধু-বান্ধবেরা সেই ভয়ংকর দিনে কোনই কাজে আসবে না। পাপী, অহংকারী, যালিমেরা যমীনের সাথে নিষ্পেষিত হয়ে যাবে। সেই ভয়ংকর দিনে আল্লাহই হবেন একমাত্র শাহান্‌শাহ্। সমগ্র মহাবিশ্ব তাঁরই হাতের মুঠোয় থাকবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন যমীনকে মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে নিবেন, আর আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নিবেন। অতঃপর বলবেন, 'আমিই বাদশাহ, দুনিয়ার বাদশাহগণ কোথায়?'[১]

* *কারবালা রোড, ওয়াপদা, যশোর-৭৪০০।*

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, অক্টোবর ১৯৯৮) হা/৫২৮৮।*

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আসমান সমূহকে গুঁটিয়ে নিবেন, অতঃপর ওটাকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, কোথায় দুনিয়ার অহংকারী ও স্বৈরাচারী যালিমরা? অতঃপর বাম হাতে যমীনকে পেঁচিয়ে নিবেন। অন্য বর্ণনায় আছে- যমীনসমূহ অপর হাতে নিয়ে বলবেন, 'আমিই বাদশাহ, কোথায় স্বৈরাচারী, যালিম ও অহংকারীরা'?[২]

অতএব হে যুবক! আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ্র অবাধ্যতা তোমাকে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর পরিণতিতে নিয়ে যাবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ.

'অতঃপর আমি তাকে (মানুষকে) হীনগ্রস্থদের হীনতমে পরিণত করি' *(ত্বীন ৫)*। অর্থাৎ জাহান্নামের অধিবাসী করে দেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য না করে থাকে।[৩] আল্লাহ্র শাস্তি কত ভয়ংকর, কত ব্যাপক তা একবার চিন্তা করো। তিনি কঠোর শাস্তিদাতা, প্রবল ক্ষমতাশালী, উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন শক্তিশালী এবং মানুষের বাদশাহ। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَمَا اتكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوااللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা হ'তে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর' *(হাশর ৭)*।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

'এবং কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহতো শাস্তিদানে কঠোর' *(আনফাল ১৩)*।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র বিরোধিতা করলে যেমন অনন্তকাল কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে, তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করলেও পরকালে অপেক্ষা করছে কঠোর শাস্তি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করা।[৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবলমাত্র তারা ব্যতীত যারা 'অসম্মত'। জিজ্ঞেস করা হ'ল 'অসম্মত' কারা? তিনি বললেন, যারা আমার আনুগত্য করল, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যারা আমার অবাধ্যতা করল, তারাই (জান্নাতে যেতে) 'অসম্মত'।[৫] অতএব সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা তথা ছহীহ সুন্নাহ্র একনিষ্ঠ অনুসরণ করাই আল্লাহ্র কঠোর শাস্তি থেকে বাঁচা এবং জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বশর্ত। আর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর অবাধ্য বান্দাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন অতীব ভয়ংকর, অতীব নিকৃষ্ট স্থান জাহান্নাম। যাকে অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই।

পবিত্র কুরআনের সত্যতা মুসলিম-অমুসলিম সমস্ত সুস্থ মস্তিষ্কের পণ্ডিত দ্বারাই স্বীকৃত। আর মহান আল্লাহ্র চ্যালেঞ্জ কতই না উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- 'আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এটার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও (তোমাদের দাবীতে) তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনই করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর; যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ২৩-২৪)*।

মহান আল্লাহ্র এই চ্যালেঞ্জের সত্যতা অতীত, বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যত তথা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অকাট্য। অতএব হে যুবক! মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা শ্রবণ করো-

'তারা (জাহান্নামীরা) থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণবর্ণের ধূম্রের ছায়ায়, যা শীতলও নয় আরামদায়কও নয়। ইতিপূর্বে তারাতো মগ্ন ছিল ভোগ বিলাসে এবং তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতম পাপকর্মে। আর তারা বলত, মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হ'লেও কি উত্থিত হব আমরা? এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষগণও? বল, অবশ্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। অতঃপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে 'যাক্কুম বৃক্ষ'[৬] হ'তে এবং এটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। অতঃপর তোমরা পান করবে তার উপর অত্যুষ্ণ পানি। আর পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। ক্বিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন' *(ওয়াক্বিয়া ৪২-৫৬)*।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করলেন-

اتقوالله حق تقته ولا تموتن الا وانتم مسلمون،

'তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর এবং পূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি যাক্কুম গাছের এক ফোঁটা এই দুনিয়ায় পড়ে, তবে গোটা দুনিয়াবাসীর জীবন ধারণের উপকরণ সমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত লোকদের দুর্দশা

---

২. মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৯।

৩. তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, জুলাই ১৯৯৯ইং), ১৮ খণ্ড, পৃঃ ৯৫।

৪. বুখারী, মিশকাত হা/১৩৭।

৫. বুখারী, মিশকাত হা/১৩৬।

৬. 'যাক্কুম বৃক্ষ' সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'নিশ্চয়ই 'যাক্কুম বৃক্ষ' হবে পাপীর খাদ্য, গলিত তাম্রের মত, তাদের উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত' (দুখান ৪৩-৪৬)।

কিরূপ হবে, এটা যাদের খাদ্য হবে'?[৭]

অতএব হে যুবক ভাই! আল্লাহকে ভয় করো। জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় অনুসন্ধান করো। কেননা বর্তমান শতধাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে সমগ্র মানব সমাজ এক অনাকাঙ্খিত ধ্বংসের সম্মুখীন। আর তাই মহান আল্লাহ সময়ের শপথ করে বলেন,

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ

'কালের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত' *(আছর ১-২)*।

এই ক্ষতির পরিধি নৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় তথা সর্বক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। আর ক্ষতিতে নিমজ্জিত ধ্বংসশীল অধিকাংশ মানুষই জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নির ইন্ধন হবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'অধিকাংশ জিন ও ইনসানকে আমি জাহান্নামের জন্য তৈরী করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা তারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা দেখে না, আর তাদের কর্ণ রয়েছে, তা দ্বারা শ্রবণ করে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং এর চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হ'ল গাফেল' *(আ'রাফ ১৭৯)*

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আদম! আদম (আঃ) জবাব দিয়ে বলবেন, হে আমার প্রভু! আমি হাযির, আপনার আনুগত্যই আমার সৌভাগ্য। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, (তোমার আওলাদের মধ্য হ'তে) জাহান্নামের দলকে বের কর। আদম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামের দলে কতজন? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাযারে নয়শত নিরানব্বই জন... ।[৮]

অতএব অধিকাংশ বনু আদমের মধ্য থেকে নিজেকে জাহান্নামের আগুন হ'তে বাঁচাতে হ'লে আল্লাহ্‌র ভয় অতীব যরূরী। আর জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন যা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৭০ গুণ তীব্র[৯] সেদিন কোন জাহান্নামীকেই ক্ষমা করা হবে না। হে যুবক! আল্লাহকে ভয় করো। কোন পার্থিব ভয়, বস্তুবাদী চিন্তাধারা জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। অনৈতিকতা, অসভ্যতা, অশ্লীলতা সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র ভয় ব্যতীত অন্য কোন পার্থিব ভয় (যেমনঃ নেতা-নেত্রী, পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনী প্রভৃতি) এ সমস্ত পাপ থেকে বিরত রাখতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ই সমাজের আমূল পরিবর্তন আনতে পারে, বাঁচাতে পারে অনাকাঙ্খিত ক্ষতি থেকে।

তবে দুঃখের বিষয় হ'ল কখনও কখনও পাপ-পূণ্য, নৈতিকতা, অনৈতিকতা সম্পর্কে মানুষের সঠিক উপলব্ধি থাকে না। বন্ধুবেশী বিভ্রান্ত পথভ্রষ্টকারীরা সর্বদাই তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চাইবে। দুনিয়ার তাবৎ মন্দ-অশ্লীল কার্যাবলীকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়রূপে প্রকাশ করবে। কারণ সে সমস্ত পথভ্রষ্টকারী কাফিররাতো অন্ধ হয়ে গেছে। তারা যেসব কদর্য-নোংরা কাজ করে সেসবকেই সর্বোত্তম মনে করে থাকে। অবৈধ প্রেম, নানারকম অশ্লীলতা, পাপাচার-কামাচার, বিকৃত যৌনাচার প্রভৃতিকে তারা অতি পবিত্র জ্ঞান করে। এগুলোর জন্য রীতিমত চেষ্টা-সাধনা করে, এমনকি জীবনের অধিকাংশ সময় এর পিছনে ব্যয় করে থাকে। আর সর্বদ্রষ্টা পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'এরূপ কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুন্দর ও শোভনীয় করে রাখা হয়েছে' *(আন'আম ১২২)*। এরা মহান আল্লাহ্‌র আয়াত নিয়ে হাসি-তামাশায় লিপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র কালাম, আল্লাহ প্রেরিত সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থার ছিদ্রান্বেষণ করে। এরাই পথভ্রষ্টকারী শয়তান, পার্থিব জীবনই এদের সকল চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে। তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর যালিমদের সাথে উপবেশন করবেন না' *(আন'আম ৬৮)*।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে বলেন, এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গোনাহের মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে, মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া।[১০] মানুষ যাতে সবসময় মহান আল্লাহ্‌র অনুগত থাকতে পারে, খারাপ পরিবেশ দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে যায় এজন্য আল্লাহ তা'আলা এসব মানুষরূপী শয়তানদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেন, 'তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক রূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে' *(আন'আম ৭০)*। তাদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে কারণ তারাতো পরকালের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্য মারাত্মক। তাদের সংসর্গে উঠাবসাকারীরাও পরিণামে তাদের অনুরূপ আযাবে পতিত হবে'।[১১] আর মহান আল্লাহ্‌র ভাষায় 'এরাতো পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে' *(বাক্বারাহ ৮৬)*।

উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলোর (সূরা আন'আমের ৬৮-৭০) ব্যাখ্যায় মুফতী শফী (রহঃ) বলেন, কুরআন ও হাদীছের

---

৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৩৯, হাদীছ হাসান-ছহীহ।
৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩০৭।
৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪২১।
১০. তাফসীর মাআরেফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ), অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (মদীনা মুনাওয়ারাঃ বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী), পৃঃ ৩৮৭।
১১. ঐ, পৃঃ ৩৮১।

অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুস অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, **অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্মে ও অপরাধে লিপ্ত করে।** এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমতঃ বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়, বরং মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ মনে করতে থাকে। যেমনঃ এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি প্রথমবার গোনাহ করে, তখন তার মানসপটে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে কালো দাগ যেমন প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি সেও গোনাহের কারণে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোনাহ করে চলে এবং অতীত গোনাহের জন্য তওবা না করে তখন একের পর এক কালো দাগ পড়তে থাকে, এমনকি নূরোজ্জ্বল মানসপট সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এর ফলশ্রুতিতে ভাল-মন্দের প্রার্থক্য থাকে না। কুরআন পাকে "رَانَ" (র-না) শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. অর্থাৎ 'কুকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মরচে পড়ে গেছে। ফলে ভাল-মন্দ প্রার্থক্য করার যোগ্যতাই লোপ পেয়েছে। চিন্তা করলে বুঝা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই মানুষকে এ অবস্থায় পৌঁছায়।[১২] পরিবেশ যে মানুষের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ হাদীছ হ'তে স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতএব তার পিতা-মাতা (নিজেদের সংস্রব দ্বারা) তাকে ইহুদী করে দেয় বা নাছারা করে দেয় অথবা অগ্নি উপাসক করে দেয়'।[১৩]

এছাড়া মানুষের শরীরে রক্তের ন্যায় বিচরণকারী চির অভিশপ্ত শয়তান[১৪] ও তার অনুসারীরাও সদা তৎপর। এরা সর্বদা খারাপ কার্যাবলীকে মানুষের সামনে সুশোভিতরূপে প্রকাশ করে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন- 'সে (শয়তান) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে শোভন করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাদেরকে নয়' *(হিজর ৩৯-৪০)*।

এই নির্বাচিত বান্দারাই হচ্ছেন প্রকৃত আল্লাহভীরু মুত্তাক্বী বান্দা, যাদেরকে মহান আল্লাহ দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেছেন। কারণ মানুষের অজ্ঞতাই তাকে তার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে দেয়।[১৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন'।[১৬] কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ভুলে যায় আল্লাহকে, আল্লাহ্র বিধানকে, পবিত্র কুরআনকে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছকে। সুশোভিত আরাম আয়েশের বিলাসী জীবন হয়ে যায় তার নিত্য সঙ্গী।

আর মহান আল্লাহ মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে সে নিজেকে বশে রাখতে পারে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে যখন আদম (আঃ)-এর আকৃতি দান করেন তখন তিনি তাকে তাঁর ইচ্ছামত ছেড়ে দিলেন। আর ইবলীস তার চতুর্দিকে ঘুরাফেরা করতে লাগল এবং সে বুঝল যে, (আল্লাহ) তাকে এমন এক মাখলূক রূপে সৃষ্টি করেছেন, যে নিজেকে বশে রাখতে পারে না।[১৭] তারপর সে বলল, যদি তোমার (আদমের) উপর আমাকে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহ'লে অবশ্যই আমি তোমাকে ধ্বংস করব। আর যদি আমার উপর তোমার ক্ষমতা দেয়া হয়, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমার অবাধ্যতা করব। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা আদমের মধ্যে তাঁর রূহের সঞ্চার করেন এবং তাঁকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন তখন প্রবল হিংসাবশে ইবলীস তাঁকে সিজদা করা থেকে বিরত থাকে এবং বলে, আমি তার চাইতে উত্তম। আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ। আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাঁদামাটি থেকে। এভাবে ইবলীস আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে এবং মহান প্রতিপালকের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে। সে ভুল যুক্তি প্রদর্শন করে তার প্রতিপালকের রহমত থেকে দূরে সরে যায় এবং ইবাদত করে যে মর্যাদা লাভ করেছিল তা থেকে বিচ্যুৎ হয়। উল্লেখ্য যে, ইবলীস ফেরেশতাগণের মতই ছিল বটে। তবে সে ফেরেশতা জাতিভুক্ত ছিল না। কারণ সে হ'ল আগুনের সৃষ্টি আর ফেরেশতারা হ'লেন নূরের সৃষ্টি। এভাবে তার সর্বাধিক প্রয়োজনের মুহূর্তে তার প্রকৃতি তাকে প্রতারিত করে এবং সে তার মূলের দিকে ফিরে যায়।[১৮]

উপরের উদ্ধৃতাংশে এ বাক্যটি লক্ষ্যণীয়, 'সে ভুল যুক্তি প্রদর্শন করে তার প্রতিপালকের রহমত থেকে দূরে সরে যায় এবং ইবাদত করে যে মর্যাদা লাভ করেছিল তা থেকে বিচ্যুত হয়'। অর্থাৎ ইবলীসই সর্বপ্রথম আল্লাহ্র আদেশের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিল এবং সারাজীবন সর্বাধিক আল্লাহ্র আনুগত্য করা সত্ত্বেও একটি মাত্র অবাধ্যতার কারণে স্বীয় মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। অথচ আজ লক্ষ লক্ষ বনু আদম নানাভাবে মহান আল্লাহ্র অবাধ্যতায় লিপ্ত। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ, আল্লাহ প্রেরিত বিধি-বিধান সবকিছুই উপেক্ষিত হচ্ছে সমাজ তথা রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয় মহান আল্লাহ্র এই বিধি-বিধানকে সেকেলে-পশ্চাৎপদতা ইত্যাদি প্রমাণ করতে একশ্রেণীর বুদ্ধি বিকৃত বুদ্ধিজীবী গলদঘর্ম হচ্ছে।

---

১২. ঐ, পৃঃ ৩৯১।
১৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৪।
১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২।
১৫. হযরত ইবনে উমর (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী হ'তে বর্ণিত, তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৮ খণ্ড, পৃঃ ৭৬।
১৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯০।
১৭. মুসলিম।
১৮. আবুল ফিদা হাকিম ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ই.ফা.বাঃ, জুন ২০০০), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪২, ১৪৩।

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক

অতএব হে যুবক! একটু চিন্তা করো। যেখানে আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক ইবাদত করা সত্ত্বেও একটি অবাধ্যতার কারণে ইবলীস চির অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়েছে আর সেখানে আমাদের মত পাপী বান্দারা ভুলক্রমে কোন অবাধ্যতার কাজ করে ফেললে কি পরিমাণ অনুতপ্ত হ'তে হবে, তওবা করতে হবে আর আল্লাহকে ভয় করতে হবে তা সহজেই অনুমেয়। এটাই স্বাভাবিক যে, মানুষ শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে হঠাৎ কোন পাপ করে ফেলতে পারে বা ভুল পথে ধাবিত হ'তে পারে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী এবং উত্তম ভুলকারী সে যে তওবা করে'।[১৯] অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি ভুল করে কোন পাপ করে ফেললে তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করে ফেলে। আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়, ফলে ঈমান আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।[২০]

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন- 'আর যাদের অবস্থা এই যে, কেউ কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন গোনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয় এবং তাঁর নিকট তাদের অপরাধের জন্যে ক্ষমা চায়; কেননা আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তাদের অপরাধ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মকে অব্যাহত রাখে না। এই সকল লোকের প্রতিদান তাদের রবের নিকট এই যে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন এমন উদ্যানে (জান্নাতে) তাদের প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশ থেকে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে এবং সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে। সৎ লোকদের জন্য কতই না সুন্দর এই পুরস্কার' *(আলে ইমরান ১৩৫-১৩৬)*।

[চলবে]

১৯. *তিরমিযী, মাজমূ'আয়ে ছিহাহ সিত্তাহ (আরবী-উর্দূ), উর্দূ অনুবাদঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন খাঁন (নয়াদিল্লীঃ ই'তেক্বাদ পাবলিশিং হাউস, জুন- ১৯৮৭ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩।*
২০. *আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ অনুযায়ী মুমিনের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সূরা মুদ্দাছছির-৩১, আনফাল-২ ইত্যাদি অসংখ্য আয়াত-এর সমর্থনে মওজূদ আছে। -লেখক।*

নিউ সাত্তার ব্রাদার্স
সিল্ক শাড়ী

ওয়াদা

*রফীক আহমাদ**

'ওয়া'দা' শব্দের অর্থ প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, স্বীকার, সম্মতিদান, মেনে নেওয়া ইত্যাদি একার্থবোধক শব্দসমূহ। সাধারণ অর্থে দু'পক্ষের বা পরষ্পর দু'জনের মধ্যে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন আদান-প্রদান বা চুক্তি আলোচনায় ওয়া'দা বা প্রতিশ্রুতির আশ্রয় নেয়া হয়। একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে যখন উভয়পক্ষ চূড়ান্ত ঐক্যমতে উপনীত হয়, তখনই বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য উভয়ে সমভাবে ওয়া'দাবদ্ধ বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অতঃপর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যথাসময়ে কাজটি সমাপ্ত হ'লে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা পরম সন্তুষ্ট হন। কারণ ওয়া'দা মহাপ্রজ্ঞাবান মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত একটি উচ্চমানের বিধান। মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্নেই অর্থাৎ আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা এক আড়ম্বর পূর্ণ পরিবেশে মর্যাদাপূর্ণ এক ওয়া'দা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন। এ নশ্বর জগতে মানুষই হ'ল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। কিন্তু মানুষ নশ্বর নয়, তার আত্মা অবিনশ্বর। শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান ও মর্যাদার পরিসীমায় ওয়া'দা মানবজাতির জন্যে ইহ-পরকালব্যাপী এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

দ্বীন ইসলামের পাঁচটি সুদৃঢ় স্তম্ভ কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাতকে মযবুত রাখার জন্য মূল্যবান কয়েকটি শক্তিশালী উপাদানের মধ্যে ওয়া'দা একটি অপূরণীয় ও অনন্য উপাদান। কিন্তু মানুষের চিরশত্রু শয়তান তার অপ্রত্যাশিত ও অমূলক কর্মকাণ্ড দ্বারা ওয়া'দার মহত্ত্বে কুঠারাঘাত করে। ফলে এক পর্যায়ে সাধারণ মানুষ ওয়া'দা বা স্বীকারোক্তির সম্মান, গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য নিয়ে সংশয় মাঝে নিপতিত হয়। অবশ্য জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মানবত্বের বিকাশ সাধনে ওয়া'দার যথাযর্থ মূল্যায়ণ করে থাকে। কারণ ওয়া'দার বিনিময়ে বা মাধ্যমে যে সমগ্র মানবজাতির পৃথিবীতে আগমন, এটা জ্ঞানপ্রাপ্ত সকল ঈমানদার ব্যক্তিই অবগত আছে। পবিত্র কুরআনে ওয়া'দার বর্ণনা ঘুরে ফিরে নানাভাবে নানা পর্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমেই সূরা আ'রাফে মানব জাতির সম্মিলিত প্রতিশ্রুতির বিষয়টি সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা যেভাবে প্রত্যাদেশ করেন তাহ'ল,

وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ، اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى
شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
غَافِلِيْنَ-

* *প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

'স্মরণ করুন! যখন আপনার পালনকর্তা বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?' তারা বলল, 'অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না ক্বিয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না' *(আ'রাফ ১৭২)*।

আলোচ্য আয়াতে যে প্রতিজ্ঞা বা ওয়া'দার কথা বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে এক মহাপ্রতিজ্ঞা বা মহাপ্রতিশ্রুতির কথা। যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি, মনিব ও গোলামের মাঝে প্রথমেই হয়েছিল। এ প্রতিশ্রুতি হঠাৎ নয়, ক্ষণিকের নয়, অপরিকল্পিত, অর্থহীন, অনিশ্চিত নয়, গুরুত্বহীন বা দুর্ভাবনার নয়, কৃত্রিমও নয়, সর্বোপরি অস্থায়ী ও নেতিবাচকও নয়। বরং এই ওয়া'দা বা প্রতিশ্রুতি ছিল মহাপরিকল্পিত, ইহ-পরকালব্যাপী চিরস্থায়ী, অর্থপূর্ণ অমর্ত্য, অপরিবর্তনীয়, আধ্যাত্মিক, আশাব্যঞ্জক, কল্পনাপ্রসূত, গুরুত্বপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য, ইতিবাচক, বিশেষত্বপূর্ণ, মহিমাময়, বিশ্বাসযোগ্য, মহীয়ান ও গরীয়ান এক অধ্যায়ের সূচনা।

মহান রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও পরিচালক। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মাঝে অথবা এসবের বাইরে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি ও অধিকারভুক্ত। শ্রেষ্ঠ মানব জাতির জন্যই এসব বিপুল আয়োজন। এদের জন্য একটা নিয়মপ্রণালী, একটা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। যারা উক্ত বিধি-বিধান ও নিয়মপ্রণালী অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তির ওয়া'দা। অবশ্য শান্তি ও শাস্তি উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সমভাবে অবধারিত।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ওয়া'দা বা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাকৌশল দ্বারা মানবজাতির নিকট তাঁর প্রভূত্বের অনাবিল স্বীকৃতি গ্রহণ করেন, যা ছিল শরীকমুক্ত আল্লাহ্‌র একক অস্তিত্বের বাস্তব ঘোষণা। এর বিকল্প পথ অবলম্বন করলে ক্বিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য অপরাধী হবে, অন্যথায় নয়, ইহাও ঘোষিত ছিল। উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র বিশ্বাস ও ভীতির সৃষ্টি করে অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করা। সুতরাং দৃশ্য ও অদৃশ্যের মালিক সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহা উদ্ভাবনী জ্ঞানে মানুষের চিরকল্যাণে ওয়া'দা বা প্রতিশ্রুতিকে পবিত্র অবস্থানে স্থলাভিষিক্ত করেন। কাজেই ওয়া'দা বা প্রতিজ্ঞার ধরন হবে সত্য, মহৎ, মর্যাদাবান এবং যেখানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিরাজমান।

আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হওয়ার সদৃশ মিথ্যা বিশৃংখলা সৃষ্টির কোন ওয়া'দা বা প্রতিশ্রুতিকে, 'ওয়া'দা' বলার কোনই অবকাশ ইসলামে নেই। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুমোদিত বিধিবিধানভুক্ত বিষয়গুলির পক্ষে বিপক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার নামই ওয়া'দা।

প্রাথমিক স্তরের পর ওয়া'দার বুনিয়াদকে শক্তিশালী ও চিরস্থায়ী করার জন্য মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবী ও রাসূলগণকে বিষয়টি পুনঃপৌণিকভাবে অবহিত করেন। এমনকি সমস্ত নবী-রাসূলগণের সমন্বয়েও একটা বিশেষ ওয়া'দা অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمْ إِصْرِىْ ط قَالُوْا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ–

'স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক রূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম! আল্লাহ বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম' *(আলে ইমরান ৮১)*।

এই আয়াতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের একমাত্র প্রভূ মহামহিমাময় আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের আদি হ'তে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষকে তথা সকল নবী-রাসূলকে এক ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর প্রদত্ত ও প্রদর্শিত বিধানাবলীতে এক ও অভিন্ন ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার এক ব্যাপক চিরন্তন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অতঃপর মহানবী (ছাঃ)-এর বিশেষ মর্যাদাকে শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার চির স্মরণীয় ও চিরস্থায়ী অঙ্গীকার আদান-প্রদান পূর্বক এর সাক্ষী হিসাবে নবী-রাসূলগণ ও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ওয়া'দা বা অঙ্গীকারাবদ্ধ। পবিত্র কুরআনের এই জাজ্জ্বল্যমান বাণীকে অমান্যকারীদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ–

'অতঃপর যে লোক এই ওয়া'দা থেকে ফিরে দাঁড়াবে, সে হ'ল নাফরমান' *(আলে ইমরান ৮২)*।

শেষোক্ত আয়াতের হুঁশিয়ার বাণী যেকোন দুর্বল হৃদয়কে আতঙ্কগ্রস্ত করার শামিল। কারণ ওয়া'দা বা প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ বা অবিশ্বাস করলে, সে নাফরমান বা বেঈমান হয়ে যাবে। তাই কল্যাণময় সেই মহান সত্ত্বা তাঁর পবিত্র বাণী দ্বারা বার বার স্মরণ করিয়ে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন। এগুলোতে বিপরীত ধারণার খণ্ডন ছাড়াও ইসলামের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি-পরিগ্রহণের প্রয়াস রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা আল-মায়েদায় অবতীর্ণ হয়েছে, 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে

এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন' *(মায়েদাহ ৯)*। একইভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মানব জাতি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়া'দা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে' *(ফাত্বির ৫)*।

ওয়া'দার গুরুত্বকে সার্বজনীনভাবে ও সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়া'দা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে' *(লোক্বমান ৩৩)*।

ওয়া'দার উত্তোরণে একান্ত মৌলিক ও তাৎপর্যময় বক্তব্যের মধ্যে সূরা ইউনুস-এর ৫৫ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

اَلاَ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَلاَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ-

'শুনে রেখো, যা কিছু রয়েছে আসমান সমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহ্‌র। শুনে রেখো, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তবে অনেকেই জানে না'।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিকল্পিত বিধান, রীতি-নীতি, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদির প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছেন। যারা আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় অকৃত্রিমভাবে সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণের প্রচেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের জন্যে মহা সাফল্যের ওয়া'দা রয়েছে। মানব জাতির তথা ইসলাম ধর্মের চিরশত্রু ও মিথ্যার হোতা ইবলীস (শয়তান) তার অসাধারণ প্রচেষ্টা, প্ররোচনা ও প্রবঞ্চনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হ'তে ধীরে ধীরে অতি সুকৌশলে মানুষকে মিথ্যার পানে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করছে। ফলে মহান আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত ওয়া'দার প্রতিও শয়তান ইবলীস-এর মনোযোগ বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকে। এই অবস্থার প্রতিরোধকল্পেই সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়া'দা বা অঙ্গীকারকে বিশ্বময় উচ্চমানে অধিষ্ঠিত রেখেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ওয়া'দা ইহ ও পরকালব্যাপী এক মহাব্যাপক বিষয়। সুতরাং ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ইহকালীন বাস্তব ঘটনার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্ম ইতিহাস বা কৌতূহলোদ্দীপক বাল্য ইতিহাস।

উল্লেখ্য, তদানিন্তন মিসর সম্রাট ফের'আউন ছিলেন বিশ্ববরেণ্য নেতা। কোন এক বিশেষ অজ্ঞতার কারণে তিনি সে সময় মিসরে নবজাত কন্যা সন্তান জীবিত রেখে পুত্র সন্তানগুলি হত্যা করার আদেশ জারি করেন। ইত্যবসরে মূসা (আঃ)-এর জন্ম হয় এবং তাঁর মাতা ছেলেকে হত্যার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন, যা হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা সে সময় মূসা (আঃ)-এর মাতাকে অভয়সহ ওয়া'দা প্রেরণ করে বলেন, 'আমি মূসা জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব' *(ক্বাছাছ ৭)*।

মূসা (আঃ)-এর জননী দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট সংবাদে আশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত চিত্তে শিশু মূসাকে একটা বিশেষ ব্যবস্থায় দরিয়ায় ভাসিয়ে দেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মূসা সময়মত ফের'আউনের আশ্রয় লাভ করেন এবং লালন-পালনের উদ্দেশ্যে ধাত্রী মাতা হিসাবে নিজ মাতার কোলে ফিরে যান। এই মহা রহস্যের নিয়ন্ত্রক মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী ও প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَرَدَدْنٰهُ إِلٰى أُمِّهِ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَتَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ-

'অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহ্‌র ওয়া'দা সত্য; কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না' *(ক্বাছাছ ১৩)*।

শুধু ওয়া'দার প্রতি মানব জাতির পবিত্র আস্থা জ্ঞাপন সুদৃঢ় করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম বা উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবীর বুকে সংঘটিত বহু স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে হযরত মূসা (আঃ)-এর অলৌকিক বাল্যজীবন তুলে ধরা হ'ল। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত এই মহাসত্যের অবলম্বনে ওয়া'দার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল থাকার কথা যেন আমরা কোনক্রমেই বিস্মৃত না হই।

বাস্তব জীবনের যে কোন পবিত্র লক্ষ্যে আমরা ওয়া'দাবদ্ধ হ'লে তাতে কোন অপরাধ নেই। কিন্তু প্রস্তাবিত ওয়া'দা হ'তে হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তা হ'তে হবে আন্তরিক। এরূপ ওয়া'দা পূরণের জন্যে অবশ্যই আল্লাহ হিসাব নিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ কর না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন' *(নাহল ৯১)*। কোন ভাল বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গকারী সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى

الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ-

'(বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ পাক যা অবিছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত' *(বাক্বারাহ ২৭)*।

ওয়া'দা ভঙ্গ করা আদিকাল হ'তেই একটা চিরাচরিত প্রথায় পরিণত হয়েছে বলা যায়। সাধারণ ক্ষেত্রে এর যৎসামান্য গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার বিশেষ ক্ষেত্রে এর অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করেও স্বার্থসিদ্ধির পর অনেকেই ওয়া'দা ভঙ্গ করে। হযরত মূসা (আঃ)-এর যামানায় জনগণের নাফরমানির কারণে প্রায় বিভিন্ন ধরনের অসুখ-বিসুখ, আযাব-গযব নাযিল হ'ত। এসব আযাব-গযব হ'তে রক্ষার জন্য হযরত মূসা (আঃ) কোন কোন সময় স্বেচ্ছায় আবার কোন সময় জনসাধারণের আবেদন, নিবেদন ও ওয়া'দার কারণে দো'আ করতেন। আবার বিপদাপদ দূরীভূত হয়ে গেলে তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে যেত। পবিত্র কুরআনে বিষয়টি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা হ'ল, 'লোকেরা বিপদে পতিত হ'লেই মূসা (আঃ)-কে বলত, হে যাদুকর! আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আমাদের জন্য ভাল অবস্থার দো'আ করুন, যার ওয়া'দা তিনি আপনার নিকট করেছেন। আমরা (বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেই) অবশ্যই সৎ পথ গ্রহণ করব। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগল' *(যুখরুফ ৪৯ ও ৫০)*।

এই ওয়া'দা ভঙ্গ করার ফলে তারা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'ত না বা দুঃশ্চিন্তাও করত না। এমনকি মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ন্যানাধরনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও বাড়াবাড়ি করত। শেষ পর্যন্ত তারা সীমালংঘনে প্রবৃত্ত হ'লে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিতে আক্রান্ত হয়। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ-

'অতঃপর যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে। অতঃপর আমি তাদেরকে করেছিলাম অতীত লোক ও পরবর্তীদের জন্যে দৃষ্টান্ত *(যুখরুফ ৫৫ ও ৫৬)*।

প্রাচীনকালের (আমাদের মহানবী (ছাঃ)-এর পূর্বে) ইতিহাসে বহু নবী-রাসূলগণের কওম আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস হারিয়ে তাদের চিরাচরিত শিরক, মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজায় লিপ্ত হ'ত। তাদের নবী-রাসূলগণ আপ্রাণ চেষ্টা দ্বারা তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব ও গযবের ভীতি ও সতর্কবাণী শোনাতেন। আল্লাহ্র দ্বীন ও নবী-রাসূলগণের সঙ্গে বিদ্রোহের পরিণতি ভাল হয় না, ইহা অধিকাংশরাই বিশ্বাস করত না। এভাবে আল্লাহদ্রোহী ও নবী-রাসূলগণের অমান্যকারী ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমের মধ্যে হযরত মূসা (আঃ)-এর বিপরীতে ফের'আউন গোষ্ঠী, হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম, হযরত লূত (আঃ)-এর কওম, হযরত ছালেহ (আঃ)-এর কওম, হযরত শো'আইব (আঃ)-এর কওম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ঐতিহাসিক কাহিনীও রয়েছে। যার মধ্যে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতির ঘটনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তারা প্রথমে তাদের নবীর কথা আগ্রাহ্য করলেও, গযবের আলামত দেখামাত্র সদলবলে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তওবা-এসতেগফার ও ভীষণ কান্নাকাটির দ্বারা আল্লাহ্র আশ্রয় ভিক্ষা করে। তাদের ঐ আবেদন-নিবেদন ও ওয়া'দা ছিল একান্তই করুণ, নম্র ও আন্তরিকতাপূর্ণ। তাই অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা তাদের দো'আ মঞ্জুর করে সাময়িকভাবে আযাব সরিয়ে নেন। বিশ্বাবাসীর অবগতির জন্য তথা হেদায়াত বৃদ্ধির জন্য এই ঘটনাকে পবিত্র কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করে 'অহি' অবতীর্ণ হয়েছে। এই ঘটনার সত্যায়নে মহান আল্লাহ বলেন, 'যত দেশ আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়েছে কোন দেশই এমন পরিস্থিতিতে ঈমান আনে নাই যে, তাদের ঈমান তাদেরকে রক্ষা করতে পারে। অবশ্য ইউনুসের জাতির ঘটনা এই ছিল যে, (আযাব আসার পূর্বক্ষণেই আযাবের লক্ষণ দেখে) যখন তারা ঈমান আনল, তখন অপদস্তকারী আযাব তাদের উপর থেকে আমি হটিয়ে দেই এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত' *(ইউনুস ৯৮)*।

উপরের আয়াতগুলিতে ওয়া'দা বা অঙ্গীকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষের বাণী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে ওয়া'দা কোন কৃত্রিম বিধান নয়, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সাধনে উহা একটি অকৃত্রিম ও পবিত্র বিধান। কেউ যেন তাকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে, সেজন্য সৃষ্টির প্রথমেই ওয়া'দার মাধ্যমে মহান স্রষ্টার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়েছে। পার্থিব জীবনে অনেক লোক আছে যারা ভুল-ত্রুটি, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারসহ অনেক মারাত্মক অপরাধ করে, অতঃপর ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে ওয়া'দাবদ্ধ হয় যে, ভবিষ্যতে এরূপ কাজ কোনদিন করবে না। এরূপ ক্ষেত্রে ওয়া'দা রক্ষাকারী আল্লাহ্র নিকট কৃতকার্য হবে, পক্ষান্তরে ওয়া'দা ভঙ্গকারী বিপদে পড়বে। অনুরূপভাবে ইবাদতের সকল শাখা ঈমান, ছালাত, ছওম, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত, ছাদাক্বা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ওয়া'দা রক্ষা ও ভঙ্গের পক্ষে বিপক্ষে কঠিন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হবে। ওয়া'দা ভঙ্গের এই প্রতিক্রিয়া আখেরাতের জন্য বিপজ্জনক এবং ইহকালের জন্য স্পষ্ট আতংক।

ওয়া'দাবদ্ধ ও ওয়া'দাভঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস উম্মতে মুহাম্মাদীর ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। স্বয়ং মহানবী (ছাঃ)-এর সঙ্গেও ওয়া'দা ভঙ্গের উদাহরণ রয়েছে। উক্ত ঘটনায় জনৈক ছা'লাবাহ ইবনে হাতেম আনসারী রাসূলে কারীম (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল যে, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! দো'আ করে দিন যাতে আমি ধনী হয়ে

যাই। তিনি বললেন, তাহ'লে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পসন্দ নয়? সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার পাহাড় সোনা হয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া আমার পসন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু কয়েকদিন পর আবার ফিরে আসলো এবং একই আবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি সম্পদ প্রাপ্ত হই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক পৌঁছে দেব। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করে দিলেন। ফলে তার ছাগল, ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায় তার বসবাসের জায়গাটি সংকীর্ণ হয়ে পড়লে, সে মদীনার বাইরে চলে যায়।

এ সময় যোহর ও আছরের ছালাত মদীনায় এসে মহানবী (ছাঃ)-এর সাথেই আদায় করত এবং অন্যান্য ছালাত সেখানেই পড়ে নিত। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যে তার ছাগল ভেড়া ও মালামাল আরও বৃদ্ধি পেল। ফলে জায়গার সংকুলান না হওয়ায় সে আরও দূরে চলে গেল। সেখান থেকে শুধু জুম'আর ছালাতের জন্য সে মদীনায় আসত, আর বাকী সব ছালাত সেখানেই পড়ে নিত। শেষ পর্যন্ত ছা'লাবাহ্র সমস্ত কাহিনীই নবী করীম (ছাঃ)-এর কর্ণগোচর হ'লে তিনি তিনবার বললেন, ছা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস! ছা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস! ছা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস! ঘটনাক্রমে সে সময়েই ছাদাক্বা বা যাকাতের আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ছাদাক্বা আদায়ের জন্য লোক নিয়োগ করলেন। ছাদাক্বা আদায়কারী দল পালাক্রমে ছা'লাবাহ্র নিকট ছাদাক্বা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়। ছা'লাবাহ ছাদাক্বা আদায়ের আইনগুলো দেখে ছাদাক্বা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়া'দার কথা ভুলে গেল। ঐতিহাসিক ও বিস্ময়কর এই ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনের জন্য সূরা তওবাহর ৭৫ হ'তে ৭৭ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়া'দা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সৎ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করে এবং কৃত ওয়া'দা থেকে ফিরে যায়। তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়া'দা লংঘন করেছিল এবং এজন্যে যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো' *(তওবা ৭৫-৭৭)*।

এ নশ্বর পৃথিবীতে দ্বীন ইসলামই হ'ল আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র পবিত্র ধর্ম এবং ওয়া'দা ইসলামের একটি অন্যতম সুশৃংখল বন্ধন ও আশার উজ্জ্বল প্রতীক। মানুষ যেমন তাদের পারস্পরিক ওয়া'দায় পুরোপুরি আশ্বস্ত থাকে, তেমনি আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত ওয়া'দায় তারচেয়ে অনেক অনেক বেশী আশাবাদী থাকে। কিন্তু পার্থক্য হ'ল মানুষের পারস্পরিক ওয়া'দা ভঙ্গের চেয়ে আল্লাহ্র সঙ্গে ওয়া'দা ভঙ্গের অপরাধ মারাত্মক। উপরের আয়াতে পরোক্ষভাবে ছা'লাবাহ্র ওয়া'দা ভঙ্গের ফলে তার অন্তর সমূহে মুনাফেকী ও কপটতার সৃষ্টি হয় এবং তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে, তওবার সুযোগও হারিয়ে যায়।

বর্তমান সমস্যা সঙ্কুল পৃথিবীতে ধর্মের দোহাই দিয়ে মহা সমারোহে চলছে ওয়া'দা পালন ও ওয়া'দা ভঙ্গের খেলা। এটির নিরসন কল্পে প্রয়োজনীয় তথ্যের নিখুঁত অনুসন্ধান আবশ্যক। কারণ মহাবিশ্বের সকল মানুষ ওয়া'দা ভঙ্গ করলেও মহান আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়া'দা ভঙ্গ করবেন না। আল্লাহ বলেন,

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ-

'তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহ্র ওয়া'দা সত্য। তিনি সৃষ্টি করেন প্রথমবার আবার পুনর্বার তৈরী করবেন তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্যে, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনছাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব এজন্যে যে, তারা কুফরী করছিল' *(ইউনুস ৪)*।

ঈমানদার বান্দাদের, তাদের ধারায় অপরিবর্তিত থাকার উৎসাহ ব্যাঞ্জক সুসংবাদ হিসাবে প্রত্যাদেশ হয়েছে, 'আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলিরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জেও থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। এটাই হ'ল মহান কৃতকার্যতা' *(তওবা ৭২)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন, 'বলুন! অন্য কিছু উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুত্তাক্বীদেরকে? সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে। এই প্রার্থিত ওয়া'দা পূরণ আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব' *(ফুরক্বান ১৫ ও ১৬)*।

ইসলামী জীবন যাপনের শীর্ষ প্রতিপাদ্য হ'ল, অনর্থক কথা বলা হ'তে সংযমশীল হওয়া তথা চিন্তা করে কথা বলা। চলার পথে ভাল কথা বলা অথবা চুপ থাকা উত্তম পন্থা। কারণ কোন বিষয়ে না জানা থাকলে চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই মর্মে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, (আল্লাহ্র) বান্দা (কোন কোন সময় পরিণাম চিন্তা করা ছাড়াই) এমন কোন কথা বলে

ফেলে, যার ফলে সে পিছলিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অথচ (ইতিপূর্বে) সে তা থেকে পূর্ব (পশ্চিম) পরিমাণ দূরত্বে ছিল' *(বুখারী)*।

একই মর্মার্থে অপর এক বর্ণনায় আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, বান্দা কোন কোন সময় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা বলে। অথচ এ সম্পর্কে তার কোন ধারণাই থাকে না। কিন্তু এরই ফলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা কোন কোন সময় বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(বুখারী)*।

উপরে বর্ণিত হাদীছদ্বয়ের আলোকে বিচার করলে সহজেই বলা যায় যে, ওয়া'দার মর্যাদা কত অনড়ভাবে অবস্থান করছে। আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণে বেপরোয়া কথাবার্তা হ'তেও সদাসতর্ক থাকতে হবে এবং ওয়া'দার স্বাতন্ত্রে সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততার পরিবেশ বহাল রাখতে হবে। কারণ ওয়া'দার প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ক্বিয়ামত ও পরকালীন জীবনের সর্বশেষ ভরসা হ'ল আল্লাহ্র রহমত ও ওয়া'দা। পরকালীন জীবনে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল ওয়া'দা পূরণ করবেন। এর সত্যায়নের প্রত্যাদিষ্ট বাণীতে মহান আল্লাহ বলেন, 'জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়া'দা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। অতএব তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়া'দা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে, হ্যাঁ! অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে, আল্লাহ্র অভিশম্পাত যালেমদের উপর, যারা আল্লাহ্র পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত। তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল' *(আ'রাফ ৪৪ ও ৪৫)*।

ওয়া'দার পবিত্র মূল্যায়ণকে কেন্দ্র করে শেষ আয়াতের একান্ত মৌলিক ও তাৎপর্যময় আধ্যাত্মিক বক্তব্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি ঘটেছে। মহাজ্ঞানবান মহাবিচারক আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাপবিত্র ওয়া'দার বাস্তবায়নে বিশ্বজগতের প্রতিটি মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী ফলদান করবেন- যা উপরের আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হ'ল। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে বা সন্দেহাতীত ভাবেই অবগত আছি যে, ইসলামকে সুপরিকল্পিতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যেই শয়তানের আবির্ভাব ঘটে। এই শয়তানও ক্বিয়ামতের মহাবিচারালয়ে আল্লাহ পাকের ওয়া'দার মহাসত্যতা স্বীকার করবে। বস্তুতঃ শেষ বিচার দিবসে (ক্বিয়ামতে) মহাপরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান মহান স্রষ্টার শান বা মহিমার প্রতিভায় মিথ্যা চিরতরে বিধ্বংস হয়ে সত্যের সূত্রপাত ঘটবে। এর ফলে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই সত্য সত্য কথা বলবে এবং সত্যের বন্যা প্রবাহিত হবে। মিথ্যা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এমতাবস্থায় আল্লাহ প্রদত্ত সৎ পথ প্রাপ্তরা পূর্ণ সফলকাম হয়ে মহা আনন্দে মহাসুখের চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী হবে। অপরদিকে আল্লাহ ও তাঁর বিধানের প্রতি অবিশ্বাসী শয়তানের দল চির অনুতাপ, মর্মবেদনা ও মর্মপীড়া নিয়ে যন্ত্রণাদায়ক চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিমজ্জিত হবে। বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে তাদের নেতা ইবলীস যে সত্যপূর্ণ ভাষণ দান করবে, তা পবিত্র মহাগ্রন্থে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাহ'ল, 'যখন সব কাজের ফায়ছালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়া'দা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়া'দা করেছি। অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি। অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয়ই যারা যালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(ইবরাহীম ২২)*।

মহা জ্ঞানবিশারদ আল্লাহ তা'আলা উপরের আয়াতে শয়তানের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য ভাষণটিও মহাগ্রন্থের মাধ্যমে জাগদ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচন ঘটানই এই সত্য ভাষণ প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র মহাসত্য ওয়া'দা ও নিজের সত্যপূর্ণ ওয়া'দা বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করে না, সেই শয়তানই প্রকাশ্য জনসমুদ্রে ওয়া'দার স্বপক্ষে স্বীকারোক্তি দিবে। পরম করুণাময় ও প্রেমময় আল্লাহ তা'আলার এই মহাসত্য বাণী শ্রেষ্ঠ মানব জাতির জন্য মহাসুসংবাদ হিসাবে গ্রহণযোগ্য ও বরণযোগ্য।

প্রিয় পাঠক! আসুন! আগামী সত্য দিনের সত্য মোকাবেলায় ওয়া'দার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টায় অকৃত্রিম প্রয়াস চালিয়ে যাই। আল্লাহ আমাদের সকলকে ওয়া'দার পবিত্রতা রক্ষার তাওফীক দান করুন। আমীন!

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ...নডোর্সমেন্ট

...০২

...৬।

দা'ওয়াতী কাজের গুরুত্ব ও না করার পরিণতি

*হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব**

আমাদের দায়িত্বঃ

সর্বাগ্রে এ কথা জানা ও বুঝা একান্ত যরূরী যে, আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে, আমাদের দায়িত্ব ও কাজ কি, আমরা কোন পথে চলব, কিভাবে দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি পাব। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর পাক কালামে বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ- অর্থাৎ 'আমি মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য' *(যারিয়াত ৫৬)*।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর' *(তাহরীম ৬)*।

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ- 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য' *(আলে ইমরান ১৩৩)*।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ 'তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের মঙ্গলের জন্যই তোমাদের আগমন ঘটেছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখবে' *(আলে ইমরান ১১০)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্র দাসত্ব বা ইবাদত করাই আমাদের মূল কাজ। শুধু নিজে নয় পরিবার-পরিজনকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে আমাদের অবশ্যই জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। জান্নাত সবার জন্য নয়, শুধুমাত্র পরহেযগারদের জন্য এবং শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে আমাদের মূল কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত তথা সৎ পথে আহ্বান ও অসৎ পথে বাধা প্রদান করা।

দা'ওয়াত কি?

দা'ওয়াত শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ ডাকা বা আহ্বান করা। ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। সর্বযুগের ও মানুষের পথ নির্দেশক একমাত্র আদর্শ। ইসলামে দ্বীনহারা মানুষকে দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানোকে দা'ওয়াত বলা হয়। বস্তুতঃ আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করাই ছিল নবী-রাসূলগণের প্রধানতম দায়িত্ব। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কুরআন মজীদে দা'ঈ (দা'ওয়াত দাতা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে' (আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি) *(আহযাব ৪৬)*।

বস্তুতঃ মানুষের জীবনের যেকোন দিক যেকোন ভাবে যতটুকু ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে, সে দিক সেভাবে সে পরিমাণে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে বাধ্য। এই কল্যাণকর আদর্শের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো, এই দ্বীন গ্রহণের জন্য দা'ওয়াত প্রদান এবং গ্রহণের পর এর বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য বার্তা পৌঁছে দেবার যে প্রচেষ্টা তা-ই দা'ওয়াতে দ্বীন।

আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াতের গুরুত্বঃ

আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূলগণকে যুগে যুগে বিভিন্ন জনপদে পাঠিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহ্র বাণী, হিদায়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ্র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই মূলতঃ তাঁদেরকে যমীনে পাঠানো হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، 'হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন! লোকদেরকে সাবধান করুন! আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন!' *(মুদ্দাছ্ছির ১-৩)*। أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ- 'আপন পালনকর্তার পথে আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা (কুরআন-হাদীছ) বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে' *(আন-নাহল ১২৫)*।

فَلِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَتَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، 'এমতাবস্থায় আপনি আহ্বান জানাতে থাকুন। আর দৃঢ় থাকুন যেমনটি আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। ওসব লোকের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করবেন না' *(শূরা ১৫)*।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، 'তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে (দুনিয়া ও আখেরাতে) সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا

*সভাপতি, আহলেহাদীছ লাইব্রেরী, বংশাল, ঢাকা।

اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ، । 'মুমিনরা একে অপরের ভাই, সুতরাং তোমাদের ভাইদের (ইছলাহ্) সংশোধন কর আর তোমরা সকলেই আল্লাহকে ভয় কর, এতে তোমাদেরকে রহম করা হবে' *(হুজুরাত ১০)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমার বাণী লোকদের কাছে পৌঁছে দাও, তা একটি বাক্য হ'লেও'।[১]

আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়, হ'তে পারে উপস্থিত ব্যক্তি থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তি অধিক অনুধাবনকারী'।[২]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র পথে মানুষকে আহ্বান করা প্রত্যেকের উপর ফরয। এক মুমিন আরেক মুমিনের ভাই; তাই তাদের সংশোধন করা যরূরী। দ্বীনের একটা বাণী হ'লেও অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ। আর অবশ্যই আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতে হবে দৃঢ় থেকে এবং জ্ঞানের কথা ও উপদেশ শুনিয়ে।

সমাজে দা'ওয়াতী কাজ না থাকায় যা হচ্ছেঃ

নব্বই ভাগ মুসলমানের এই দেশে শতকরা কত ভাগ ইসলামী হুকুম মেনে চলা হচ্ছে, তা রীতিমত ভাববার বিষয়। শিক্ষায়, ব্যবসায়, অনুষ্ঠানে, দিবসে, লেন-দেনে, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায়, আইনে, বিচারে, সাহায্যে, সেবায়, দয়ায়, মায়ায়, যবানে, আত্মীয়তায়, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে, নাটকে, সিনেমায়, গানে, রেডিওতে, টিভিতে, পত্র-পত্রিকায়, চাকুরীতে, বিয়েতে, ঘর-সংসারে, সন্তান পালনে, পোষাক পরিচ্ছদে, চলাফেরায়, ঈমানে, আমলে, আখলাক-চরিত্রে, আমানতে, সম্মানে, খরচে, চোখে, রোযায়, যাকাতে, হজ্জে, দানে প্রভৃতি ক্ষেত্রে কতটুকু ইসলামী বিধান মানা হচ্ছে তা ভেবে দেখা দরকার। অথচ এগুলো অবশ্যই ইসলামী বিধানানুযায়ী সম্পাদন করার জন্য অসংখ্য আয়াত ও হাদীছে জোর তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

সমাজের এ সমস্যাগুলো কি চিন্তার বিষয় নয়ঃ

এ দেশে গড়ে উঠেছে শিরকের আড্ডা খানা লক্ষ লক্ষ মাযার, আস্তানা গেড়েছে বিনষ্টকারী হাযার হাযার পীর, আবাসিক হোটেলসহ যেখানে সেখানে বেশ্যাবৃত্তি হচ্ছে, যুব সমাজ চরিত্রহীন হয়ে সমাজ বিষাক্ত করছে, নেশায় আসক্ত যুব সমাজ ধ্বংসের পথে, শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিমই বেনামাযী, শতকরা ৯৫ ভাগ মুছল্লীরই সঠিকভাবে ছালাতের মাসআলা-মাসায়েল জানা নেই, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নয় বরং চরিত্র গঠনকারী প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই ভিক্ষা করতে হয়, চোর-ডাকাত-টাউট লোকদের নেতৃত্ব সব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত, যুব সমাজকে সৎ ও ভবিষ্যতের যোগ্য মানুষ করার জন্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এমনকি পারিবারিকভাবেও সঠিক পরিকল্পনা, তৎপরতা ও কর্মসূচী নেই। ঘুষ ছাড়া অফিসিয়াল কাজ হয় না। সূদ ছাড়া বড় ব্যবসা করা যায় না। লাইসেন্স নিয়ে যেনা হয় ও মদ বিক্রি হয়। তাই বর্তমান সমাজ নানা রকম পাপের কালিমায় আচ্ছাদিত ও বিজাতীয় কর্মকাণ্ডের সয়লাবে ভাসমান। এমতাবস্থায় কি বসে থাকা যায়? কখনো নয়। তাই প্রতিটি নর-নারীর কর্তব্য ইসলামের প্রতিটি নির্দেশকে অনুসরণ করা এবং তার প্রচার কাজ জোরেশোরে অবিরাম গতিতে চালিয়ে যাওয়া। যে যতটুকু অবগত তার ততটুকুর প্রতি আমল করা এবং অন্যের নিকট তার দা'ওয়াত দেওয়া ও প্রচার করা খুবই যরূরী।

দা'ওয়াতী কাজ না করার পরিণতিঃ

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. 'হে রাসূল! আপনি পৌঁছে দিন, যা আপনার রব-এর নিকট হ'তে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। যদি আপনি পৌঁছে না দেন, তাহ'লে আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না' *(মায়েদাহ ৬৭)*।

اُدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. 'আপনি আপনার রব-এর দিকে আহ্বান করুন আর আপনি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না' *(কাছাছ ৮৭)*।

قُلْ هذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. 'আপনি বলুন! এটাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্র পথে ডাকি, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১০৮)*।

দা'ওয়াতের মূল কাজই হচ্ছে মানুষকে সৎ ও ভাল পথে আহ্বান করা, আর অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা। কিন্তু কেউ যদি এই প্রধান কাজগুলি পালন না করে তাহ'লে তাদের প্রতি আল্লাহ্র আযাব চলে আসা নিশ্চিত। আর আযাব চলে আসলে সেটাকে আর ফিরাতে পারবে না, তখন দো'আ করলেও তা কবূল হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাঊদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসা-এর মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করেছিল। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল' *(মায়েদাহ ৭৮-৭৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যদি কোন কওমের কোন ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং অন্যান্য লোকেরা তাকে বারণ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বারণ না করে, তবে

১. *বুখারী হা/৩২০৩; মিশকাত হা/১৯৮।*
২. *বুখারী হা/১৬২১, হা/৬৭।*

মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আযাবে নিপতিত করবেন'।[৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমানায় অবস্থানকারী এবং এ সীমানা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির উপমা ঐ সম্প্রদায়ের মত যারা লটারীর মাধ্যমে জাহাজে আরোহণ করেছে। এতে তাদের কেউ উপরের তলায় আর কেউ নীচের তলায় স্থান পেয়েছে। নীচের তলার লোকটির পানি আনার জন্য উপরের তলায় যেতে হয়। এতে উপরের তলার লোকদের কষ্ট হয়। এই দেখে নীচের তলার লোকটি একটি কুঠার নিয়ে জাহাজ ছিদ্র করতে আরম্ভ করল। ইত্যবসরে উপরের তলার লোকজন এসে তাকে বলল, তোমার কি হয়েছে? তুমি এ কি করছো? জবাবে সে বলল, উপর তলায় যাতায়াতের কারণে তোমাদের কষ্ট হয়। অথচ পানি আমার অতীব যরূরী। এ অবস্থায় তারা যদি তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে তবে সে বেঁচে যাবে এবং তারাও বেঁচে যাবে। আর যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয় অর্থাৎ জাহাজ ছিদ্র করতে দেয় তবে সে ধ্বংস হবে এবং তারাও ধ্বংস হবে'।[৪]

উক্ত হাদীছ থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অন্যায় অত্যাচারে লিপ্ত লোকদের বিরুদ্ধে হকপন্থীদের অবশ্যই সোচ্চার হ'তে হবে। অন্যথায় অন্যায়কারীদের মত তাদের পরিণামও করুণ হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক শহরকে তার বাসিন্দাসহ উল্টিয়ে দাও। তখন জিবরাঈল (আঃ) বললেন- হে প্রভু! তাদের মধ্যে আপনার অমুক বান্দাটি আছে যে জীবনে একটি পলকের জন্যও আপনার নাফরমানী করেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন যে, শহরটিকে ঐ ব্যক্তিসহ ঐ লোকদের উপর উল্টিয়ে দাও। কেননা মুহূর্তের জন্যও ঐ ব্যক্তির চেহারা এসব দুষ্কর্মের কারণে পরিবর্তিত হয়নি'।[৫]

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করত কিন্তু অসৎ কাজে নিষেধ করত না, যার দরুন তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আযাব নেমে আসে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হ'তে দেখে, সে যেন তা স্বীয় হাত দ্বারা প্রতিহত করে, যদি তার সে শক্তি না থাকে তাহ'লে সে যেন মুখ দ্বারা প্রতিহত করে। যদি মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয় তাহ'লে সে যেন অন্তরে উক্ত কাজকে ঘৃণা করে। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করাটা হ'ল ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ'।[৬]

নবী করীম (ছাঃ) আজ আমাদের মাঝে নেই, তাঁর এই মহান দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। আমরা যদি তা যথাযথভাবে পালন না করি তাহ'লে আমাদের ইবাদত বন্দেগী কিছুই আল্লাহ্র কাছে কবূল হবে না।

৩. *আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৪৩।*
৪. *বুখারী হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫১৩৮।*
৫. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫১৫২।*
৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭।*

এ সম্পর্কে হুযাইফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সে মহান আল্লাহ্র শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করবে আর অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর আযাব পাঠাবেন আর (সে আযাব থেকে বাঁচার জন্য) তোমরা আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবে কিন্তু তখন তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে না।[৭]

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, বর্তমানে আমাদের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দা'ওয়াত দান প্রতিটি নর-নারীর উপর ফরয। যা পালন না করলে গুনাহগার হ'তে হবে।

দা'ওয়াতী কাজ কে করবেঃ

মিথ্যা ও ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ মানব গোষ্ঠীর কাছে এ আহ্বান পৌঁছে দেওয়াকে ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের আদর্শিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। দা'ওয়াতের কাজ আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার কোন বিশেষ শ্রেণীর হাতে নির্দিষ্টভাবে ন্যস্ত করেননি। বরং গোটা উম্মতের উপরই ন্যস্ত করেছেন। ধনী-গরীব, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, যুবক ও বৃদ্ধ, নর ও নারী সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। এই দায়িত্ব থেকে কেউই মুক্ত নয়।

দা'ওয়াত দাতার কাজঃ

দা'ওয়াত দাতা রাতে দিনে যখনই সময় পাবেন তখনই তাকে সুযোগ বুঝে আল্লাহ্র দা'ওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে; প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক। কারণ এটা তার জন্য ওয়াজিব।

হযরত নূহ (আঃ) নয়শত পঞ্চাশ (৯৫০) বছর বেঁচে ছিলেন, মাত্র ৮০ জন লোক তাঁর দা'ওয়াত কবুল করেছিল। কিন্তু তিনি নিরাশ হয়ে দা'ওয়াত দেওয়া ছেড়ে দেননি। দা'ঈ বা মুবাল্লিগদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে তার কর্তব্য, আর হিদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার।

وَمَا عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ 'রাসূল-এর কাজ হচ্ছে শুধু স্পষ্ট পয়গাম বা দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়া' *(আনকাবূত ১৮)*।

কেউ যদি দা'ওয়াত কবুল নাও করে তবুও এ কাজ বন্ধ করা যাবে না, সদা সর্বদা নিষ্ঠার সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

দা'ওয়াত দাতার আমল ও সতর্কতাঃ

দাঈকে একান্তভাবে সদাচারী হ'তে হবে। শত্রু-মিত্র সকলের সাথে নম্র ও সৎ আচরণ করতে হবে। নিজের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলনের দ্বারা কেউ যেন কষ্ট না পায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। দা'ওয়াতের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি যেন অবশ্যই দাঈকে একজন কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বলে মনে করে। আল্লাহ বলেনঃ

৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯১১।*

قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِّلْعٰلَمِيْنَ،

'বলুন! এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ' *(আন'আম ৯০)*।

অর্থাৎ আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটি করার জন্য যে সব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ও শুভেচ্ছার বার্তা। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- 'সহজ কর, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, ঘৃণা করো না'।[৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তাদের জন্য তুমি ক্ষোভও করো না। তুমি মুমিনদের জন্য তোমার বাহু অবনমিত কর' *(হিজর ৮৮)*। সুতরাং দাঈকে তাক্বওয়া ভিত্তিক জীবন গড়ে তোলার সাধনায় মগ্ন থাকতে হবে। এজন্য তাকে আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতে হবে। দাঈ যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে তখন কোন অবস্থাতেই সে নিরাশ হয় না। নিন্দা, তিরস্কার, কটাক্ষ, সমালোচনা, অত্যাচার, নির্যাতন, আঘাত, ব্যর্থতা কোন কিছুই তাকে হতোদ্যম করতে পারে না। কারণ সে তো কাজ করে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুমহান এক লক্ষ্যে। আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীকে আল্লাহ বলেন,

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ، 'কি আশ্চর্য! তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ কর অথচ তোমরা নিজেরাই তা করতে ভুলে যাও' *(বাক্বারাহ ৪৪)*।

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ، 'তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা কর না?' *(ছফ ২)*।

مَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا أَنْهٰكُمْ عَنْهُ، 'আমার ইচ্ছা এটা নয় যে, আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করেছি তা নিজে করব' *(হূদ ৮৮)*।

দা'ওয়াতদাতার যে বিষয়গুলো মেনে চলা যরূরীঃ

১. আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনকেই সমগ্র তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু বানাতে হবে।

২. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্যের উপর বিন্দু পরিমাণও ভরসা রাখা যাবে না।

৩. ইসলামী জীবন দর্শনের মূর্ত প্রতীক হ'তে হবে।

৪. অবশ্যই ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হ'তে হবে।

৫. সর্বাবস্থায় উত্তেজনা পরিহার করে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে, কারো আক্রমণাত্মক উক্তিতে বা কোন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে উত্তেজিত হয়ে পড়া পরাজয়েরই নামান্তর।

৮. বুখারী ও মুসলিম হা/৬৯ 'ইলম' অধ্যায়।

দা'ওয়াত দেওয়ার ছওয়াবঃ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একজন লোককে হিদায়াত দান করেন তাহ'লে তোমার জন্য একটি (অতি মূল্যের) লাল উট লাভ করার চেয়েও উত্তম হবে'।[৯] তিনি আরো বলেন, 'কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কল্যাণকারীর ন্যায় নেকীর অধিকারী হবে'।[১০]

ঈমানদার পুরুষ ও নারী একে অপরের (দ্বীনী) সাথী ও সহযোগী। তারা যাবতীয় ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, ছালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করে, তাদের উপরই আল্লাহ তা'আলা রহমত। মুমিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার এই ওয়া'দা যে, তাদেরকে এমন জান্নাত দান করা হবে, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, আর চির সবুজ শ্যামল বাগিচায় তাদের জন্য পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের জায়গা থাকবে, আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করবে, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য *(তওবা ৭১-৭২)*।

দা'ওয়াতদাতার মর্যাদাঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. 'তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কি হ'তে পারে? যে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে, সৎ আমল করে এবং বলে যে, আমি একজন আত্মসমর্পণকারী' *(হা-মীম-সিজদা ৩৩)*।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র পথে সকাল অথবা সন্ধ্যায় কিছু সময় ব্যয় করা দুনিয়া এবং তার মধ্যেকার সবকিছুর চেয়েও উত্তম'।[১১]

আব্দুর রহমান ইবনু জুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র পথে চলতে কোন বান্দার পদযুগল ধূলায় মলিন হ'লে তাকে (দোযখের) আগুন স্পর্শ করবে না'।[১২]

রাসূলে আকরাম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবলীগে দ্বীনের জন্য বের হয় তৎপর কোন রূপ একসিডেন্ট কিংবা সর্প দংশন, রোগে অথবা অন্য কোনও কারণে মারা যায়, সে শহীদের দরজা পাবে'।[১৩]

আল্লাহপাক আমাদেরকে সঠিকভাবে দাওয়াত দানের তাওফীক দিন! -আমীন!!

৯. বুখারী।

১০. মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন অনুবাদঃ সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী ও অন্যান্য (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল ২০০২) ১/১৪৯, পৃঃ হা/১৭৩।

১১. বুখারী হা/২৫৮৫।

১২. বুখারী হা/২৬০১।

১৩. মিশকাত।

এক নযরে হজ্জ

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন (২) 'হাজারে আসওয়াদ' হ'তে ত্বাওয়াফ শুরু করে সেখানেই সাত ত্বাওয়াফ সমাপ্ত করবেন এবং 'রুকনে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ'-এর মধ্যে 'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খেরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র' পড়বেন।

(৩) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে অথবা হারামের যে কোন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন।

(৪) এরপর প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে হাত উঠিয়ে কমপক্ষে তিন বার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু.... ওয়াহদাহু' পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। এইভাবে সপ্তম বারে 'মারওয়ায়' গিয়ে 'সাঈ' শেষ হবে।

(৫) সাঈ শেষে মাথা মুণ্ডন করবেন। হজ্জ নিকটবর্তী না হ'লে এটিই উত্তম। অথবা সব চুল ছোট করবেন। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা বরাবর চুল ছাটবেন (৬) 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী প্রথমে ওমরাহ শেষে হালাল হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। কিন্তু 'হজ্জে ইফরাদ' ও 'ক্বিরান' সম্পাদনকারী ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবেন (৭) ৮ই যুলহিজ্জার দিন মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ'তে গোসল ও খোশবু লাগিয়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে হবে এবং লাব্বায়েক... বলতে বলতে মিনার দিকে অগ্রসর হবে।

(৮) মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত প্রত্যেক ওয়াক্তের নির্দিষ্ট সময় 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। জমা করা চলবে না।

(৯) ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর ধীর স্থির ভাবে 'তালবিয়া' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফার দিকে যাত্রা শুরু করবেন। সেখানে গিয়ে দো'আ ও যিকর-আযকার অধিক মাত্রায় করবেন এবং খুৎবা শ্রবণ শেষে সূর্য ঢলার পরে যোহর ও আছরের ছালাত ক্বছর ও 'জমা তাক্বদীম' করে আদায় করবেন।

সূর্যাস্তের পর মুযদালেফার দিকে রওয়ানা দিবেন এবং সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিব ও এশার ছালাত 'জমা তাখীর' করে আদায় করবেন। এ সময় মাগরিব তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ক্বছর ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর রাতে বিশ্রাম নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করে ফর্সা হ'লে মিনায় ফিরে আসবেন। মুযদালিফা হ'তে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে আসবেন।

(১০) মিনায় পৌঁছে প্রথমে 'জামরাতুল আক্বাবা'তে গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। কংকর মারা হ'লে কুরবানী থাকলে যবেহ করতে হবে এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে কাটতে হবে।

(১১) অতঃপর হালাল হয়ে ইহরাম খুলে সাধারণ কাপড় পরে আবার কা'বার দিকে রওয়ানা দিতে হবে 'ত্বাওয়াফে ইফাযা' করার জন্য।

(১২)'ত্বাওয়াফে ইফাযা' করে তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারীকে পরে ছাফা-মারওয়া সাঈ করতে হবে। আর হজ্জে ক্বিরান কিংবা ইফরাদ সম্পাদনকারী প্রথমে মক্কায় পৌঁছে 'ত্বাওয়াফে কুদূম' করে থাকলে শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযা'র পর সাঈ করবেন না (১৩) কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে যাবেন এবং সেখানে বিশ্রাম নিবেন ও ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে কেবল কংকর নিক্ষেপ করবেন (১৪) ১১ তারিখে দুপুরে সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে প্রথমে ছোট জামরাতে ৭টি, তারপর মধ্য জামরায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলবেন।

(১৫) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু যদি ১২ তারিখে সূর্য মিনায় ডুবে যায়, তাহ'লে তাকে সেখানে অবস্থান করে ১৩ তারিখে কংকর মেরে আসতে হবে।

(১৬) সবশেষে মক্কায় ফিরে 'ত্বাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েদের জন্য এটা মাফ। 'ত্বাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ'।

প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহঃ

১. ওমরাহ ও তামাত্তু হজ্জঃ বাংলাদেশী হাজীগণ সাধারণত তামাত্তু হজ্জ করে থাকেন। তামাত্তু হাজীগণ জেদ্দা অবতরণের অন্ততঃ আধা ঘন্টা পূর্বে বিমানের দেওয়া মীক্বাত বরাবর পৌঁছবার সংকেত দানের পরপরই ওযূ শেষে ওমরাহ্‌র জন্য ইহরামের কাপড় পরিধান করে নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেনঃ لَبَّيْكَ عُمْرَةً *'লাব্বায়েক 'ওমরাতান'* (আমি ওমরাহ্‌র জন্য হাযির)। অতঃপর 'তালবিয়াহ' পাঠ করতে থাকবেন (২) অথবা اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً *'আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক ওমরাতান'* (হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ্‌র জন্য হাযির)। (৩) অথবা لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা 'ওমরাতাম মুতামাত্তি'আম বিহা ইলাল হাজ্জ; ফাইয়াস্সিরহা লী ওয়া তাক্বাব্বালহা মিন্নী'* (আমি হাযির হে আল্লাহ ওমরাহ্‌র জন্য; হজ্জের উদ্দেশ্যে উপকার লাভকারী হিসাবে। অতএব তুমি আমার জন্য ওমরাহকে সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ হ'তে তা কবুল করে নাও)।

(৪) যারা একই ইহরামে ওমরাহ ও হজ্জ দু'টিই আদায় করবেন, তারা বলবেন, لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ عُمْرَةً وَّحَجًّا *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা 'ওমরাতান ওয়া হাজ্জান'*। যারা কেবলমাত্র হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবেন, তারা বলবেন, لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ حَجًّا *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা হাজ্জান'*। (৫) কিন্তু যারা অসুখের বা অন্য কোন কারণে হজ্জ আদায় করতে পারবেন না বলে আশংকা করবেন, তারা *'লাব্বায়েক'* বলার পর নিম্নোক্ত শর্তাধীন দো'আ পড়বেন-

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

'ফাইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা মাহাল্লী হায়ছু হাবাসতানী' (অর্থঃ

যদি (আমার হজ্জ বা ওমরাহ পালনে) কিছু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে যেখানে তুমি আমাকে বাধা দিবে, সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে)। (৬) যারা কারু পক্ষ হ'তে বদলী হজ্জ করবেন, তারা মূল ব্যক্তি পুরুষ হ'লে মনে মনে তার নিয়ত করে বলবেন, لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ 'লাব্বায়েক আন ফুলান' ('অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির') অথবা মহিলা হ'লে বলবেন, 'লাব্বায়েক আন ফুলা-নাহ'। (৭) সঙ্গে নাবালক ছেলে বা মেয়ে থাকলে (তাদেরকে ওযু করিয়ে ইহরাম বাঁধিয়ে) তাদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবক মনে মনে তাদের নিয়ত করে উপরোক্ত দো'আ পড়বেন।

২. তাল্বিয়াহঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ -

'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক; লা শারীকা লাকা'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দুয়ারে হাযির, আমি তোমার দুয়ারে হাযির, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই তোমার; তোমার কোন শরীক নেই'।

৩. মসজিদুল হারামে প্রবেশের দো'আঃ কা'বা চত্বরে পৌঁছে 'তালবিয়া' পাঠ বন্ধ করবেন ও মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা রেখে বলবেন-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ بِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

উচ্চারণঃ *বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াছ্‌ছালা-তু ওয়াসসালা-মু 'আলা রাসূলিল্লা-হি; আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহ্‌ লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা; আ'ঊযু বিল্লা-হিল 'আযীম, ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়াবিসুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।*

অর্থঃ 'আল্লাহ্‌র নামে প্রবেশ করছি। দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর বর্ষিত হৌক। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্তা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হ'তে'।

৪. ত্বাওয়াফঃ তাওয়াফের সময় নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -

উচ্চারণঃ *'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হুম্মা ঈমা-নাম বিকা ওয়া তাছদীক্বাম বিকিতা-বিকা ওয়া ওয়াফা-আম বি 'আহদিকা ওয়া ইত্তিবা'আন লিসুন্নাতি নাবিইয়িকা মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা'।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনার প্রতি ঈমান এনে এবং আপনার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আপনার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে আমি এই কর্তব্য পালন করছি'।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত 'রুকনে ইয়ামানী' থেকে 'হাজারে আসওয়াদ' পর্যন্ত দক্ষিণ দেওয়াল এলাকায় পৌঁছে প্রতি ত্বাওয়াফে এই দো'আ পড়তে হয়-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণঃ *'রাব্বা-না আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযা-বান্না-রি'।*

অর্থঃ 'হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হ'তে আমাদেরকে রক্ষা করুন'।

৫. সাঈঃ ছাফা পাহাড়ে ওঠার সময় নিকটে পৌঁছে বলবেন- إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ *'ইন্নাছ ছাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিল্লা-হ'*। অর্থঃ নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম' *(বাক্বারাহ ১৫৮)*। অতঃপর ছাফা পাহাড়ে উঠে কা'বা-র দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে তিনবার 'আল্লা-হু আকবার' বলে তিনবার নিম্নের দো'আ পাঠ করবেন-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ-

উচ্চারণঃ *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শায়য়িন ক্বাদীর; লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহ্‌যা-বা ওয়াহদাহু'।*

অর্থঃ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী'। 'আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন ও স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে ধ্বংস করেছেন'। এই সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ কামনা করে অন্যান্য দো'আও পড়া যাবে।

ছাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক সাঈ, মারওয়া থেকে ছাফা পর্যন্ত আরেক সাঈ। এমনি করে ছাফা থেকে সাঈ শুরু হ'য়ে মারওয়াতে গিয়ে সপ্তম সাঈ শেষ হবে ও সেখান থেকে ডান দিকে বেরিয়ে পাশেই সেলুনে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সমস্ত চুল ছেটে খাটো করবেন। মহিলাগণ তাদের চুলের বেনী হ'তে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সম সামান্য একটু চুল কেটে ফেলবেন'। ওমরাহর পরে হজ্জের সময় নিকটবর্তী হ'লে চুল খাটো করাই উত্তম। পরে হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন করবেন। এরপর হালাল হয়ে যাবেন ও ইহরাম খুলে স্বাভাবিক পোষাক পরবেন।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ করতে চাইলে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'হজ্জ ও ওমরাহ' বইটি পাঠ করুন। -সম্পাদক।

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

ছাহাবা চরিত

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

উপক্রমণিকাঃ

উসামা এক জালীলুল ক্বদর ছাহাবীর নাম। 'উসামা' শব্দের অর্থ সিংহ। তাঁর নামের স্বার্থকতা পরিস্ফুটিত হয়েছিল তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। সত্যিই তিনি ছিলেন সিংহের মত সাহসী ও আল্লাহ্র পথে নিবেদিতপ্রাণ অকুতোভয় বীর সেনানী। তাঁর পিতা যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ)ও ছিলেন সৌভাগ্যবান ছাহাবী।, ছাহাবীগণের মধ্য হ'তে মাত্র তাঁরই নাম কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত হয়েছে।[১]

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম উসামা, পিতার নাম যায়েদ।[২] মাতার নাম উম্মে আইমান।[৩] কুনিয়াত আবু মুহাম্মাদ। কারো মতে আবু যায়েদ।[৪] উপাধি 'হিব্বে রাসূলিল্লাহ' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অতি প্রিয়ভাজন।[৫]

পুরো বংশ পরিক্রমা হ'ল- উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারিছা ইবনে শুরাহীল ইবনে আব্দুল উয্যা ইবনে যায়েদ ইবনে ইমরাউল ক্বায়েস ইবনে আমীর ইবনুন নু'মান ইবনে আমীর ইবনে আবদুদ ইবনে আউফ ইবনে কিনানা ইবনে বকর ইবনে আউফ ইবনে আযরাহ ইবনে যায়েদ আল-লাত ইবনে রাফিদাহ ইবনে ছাউর ইবনে কালব ইবনে বুররাহ আল-ক্বালবী।[৬]

জন্মঃ

নবুঅতের সপ্তম বছরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ মহান ছাহাবীগণ যখন মক্কার কুরাইশদের চরম বাড়াবাড়ীর শিকার, ইসলামী দা'ওয়াতের কঠিন দায়িত্ব ও বোঝা পালন করতে গিয়ে পদে পদে তিনি নানা রকম দুঃখ-বেদনা ও মুছীবতের সম্মুখীন হচ্ছেন, এমন সময় তাঁর জীবনে একটু খুশীর আলোক আভা দেখা দিল। সুসংবাদ দানকারী খুশীর বার্তা বয়ে নিয়ে এল, 'উম্মে আইমান একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন'। এ সংবাদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই সৌভাগ্যবান নবজাতক, যার ধরাপৃষ্ঠে আগমন সংবাদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এত উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তিনি হ'লেন উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)।[৭]

মদীনায় হিজরতঃ

নবুঅতের চতুর্দশ বছরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন। সে সময় উসামা (রাঃ)-এর বয়স ছিল প্রায় সাত বছর। তিনি মাতা উম্মে আইমানের সাথে মক্কাতেই রয়ে গেলেন। অবশ্য তাঁর পিতা হযরত যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ) নবুঅতের ত্রয়োদশ বছরের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইঙ্গিতে হিজরত করে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরতের কয়েক মাস পর তিনি যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ)-কে মক্কায় প্রেরণ করেন। তিনি উম্মুল মুমেনীন সাওদা বিনতে যাম'আ (রাঃ), রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তনয়া ফাতিমা (রাঃ), উম্মে কুলছূম (রাঃ), উম্মে আইমান (রাঃ) এবং উসামা (রাঃ)-কে মদীনায় নিয়ে যান।[৮]

উসামা (রাঃ)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভালবাসাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উসামা (রাঃ)-কে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাই তাঁর উপাধী ছিল 'হিব্বে রাসূলিল্লাহ'।[৯] উসামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দৌহিত্র হাসান (রাঃ)-এর সমসাময়িক। হাসান (রাঃ) ছিলেন তাঁর নানা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মত দারুণ সুন্দর। আর উসামা (রাঃ) ছিলেন তাঁর হাবশী মায়ের মত কালো ও খাঁদা নাক বিশিষ্ট। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদের দু'জনকে স্নেহ ও ভালবাসার ক্ষেত্রে মোটেও কমবেশী করতেন না।[১০] তিনি হাসান (রাঃ)-কে বসাতেন তাঁর এক উরুর উপর এবং উসামা (রাঃ)-কে বসাতেন অপর উরুর উপর। তারপর তাঁদের দু'জনকে একসাথে বুকে চেপে ধরে বলতেন- اللهم انى احبهما فاحبهما। 'হে আল্লাহ! আমি তাদের দু'জনকে ভালবাসি। তুমিও তাঁদের উভয়কে ভালবাস'।[১১]

---

* মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।

১. সূরা আহযাব, আয়াত নং ৩৭।
২. মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ ইবনে মুনীঈ যুহরী, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত-লেবাননঃ দারু এহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৯৬ইং/১৪১৭হিঃ) ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯।
৩. ইবনে হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ (বৈরুত-লেবাননঃ দারুল ফিক্র আল-ইলমিয়াহ, ১৯৯৫ইং/১৪১৫হিঃ) ১ম খণ্ড, ২০২ পৃঃ।
৪. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারু এহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, তাবি) ১ম খণ্ড, ৬৪ পৃঃ।
৫. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ইং) ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৬২ পৃঃ।
৬. আল-ইছাবা ১/২০২ পৃঃ; আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৫/২৭৯ পৃঃ।
৭. ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ (বৈরুত-লেবাননঃ দারুন নাফাইস, ১৪শ প্রকাশ, ১৯৮৪ইং) ৩য় খণ্ড, ১৩৩-৩৩ পৃঃ; মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (ঢাকাঃ ইসলামিক সেন্টার বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৪ইং/১৪১৪হিঃ) ১ম খণ্ড, ১৭৪ পৃঃ।
৮. তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং) পৃঃ ১২৭।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৩/১৩৬ পৃঃ।
১১. ছহীহ বুখারী (দিল্লী ছাপা) ১ম খণ্ড, ৫২৯ পৃঃ; হাফেয জালালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ মিয্যী, তাহযীবুল কামাল ওয়া আসমাইর রিজাল (বৈরুতঃ দারুল ফিকর ১৯৯৪ইং/১৪১৪ হিঃ) ১ম খণ্ড, ৫১৫ পৃঃ।

উসামা (রাঃ)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্নেহ ও ভালবাসা কত গভীর ছিল নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে তা প্রতীয়মান হয়। শৈশব কালে উসামা (রাঃ) একদা দরজার চৌকাঠে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলে তাঁর কপাল কেটে রক্ত বের হ'তে লাগল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে রক্ত মুছে দিতে বললেন। কিন্তু তাতে তিনি যেন স্বস্তি পেলেন না। তিনি নিজেই উঠে গিয়ে রক্ত মুছে ক্ষত স্থানে চুমু দিতে লাগলেন এবং মিষ্টি মধুর কণ্ঠে কথা বলে তাঁকে শান্ত করতে লাগলেন।[১২]

উসামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গৃহে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো স্নেহ বশত তাঁর সাথে কৌতুকও করতেন। 'ত্বাবাকাত ইবনে সা'দে' বর্ণিত হয়েছে, একবার উসামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গৃহে বসে ছিলেন। আয়েশা (রাঃ)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উসামা (রাঃ)-এর প্রতি তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন 'হে আয়েশা! উসামা যদি মেয়ে হ'ত, তাহ'লে আমি তাকে গহনা পরিয়ে মনের মত করে সাজাতাম। তাতে তাঁর রূপ-লাবণ্য আরো বিকশিত হ'ত এবং বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন তাঁর সম্পর্কের জন্য পয়গাম পাঠাত।[১৩]

উসামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্নেহ ধন্য ও অতি আপনজন ছিলেন। ছহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা তা বুঝা যায়। একদা কুরাইশ বংশের বণী মাখযূম গোত্রের ফাতেমা বিনতে আসওয়াদ নাম্নী এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ মহিলার হাত কেটে দেওয়ার কথা ঘোষণা দিলেন। এতে বণী মাখযূম গোত্রের লোকেরা বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা ভাবল উসামা যেহেতু রাসূল (ছাঃ)-এর অত্যন্ত প্রীতিভাজন, সুতরাং সে ফাতেমার ব্যাপারে সুপারিশ করলে হয়ত তিনি ক্ষমা করে দিবেন। তাই তারা উসামা (রাঃ)-এর নিকট ফাতেমা বিনতে আসওয়াদের জন্য সুপারিশ করতে বলল। উসামা (রাঃ) একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবহিত করলে রাসূল (ছাঃ) ঘর থেকে বের হয়ে বনী মাখযূম গোত্রের লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন-

إن بنى اسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ولو كانت سرقت فاطمة لقطعت يدها-

'বণী ইসরাঈলেরা এমন ছিল যে, যখন তাদের মধ্যকার সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোন লোক চুরি করত তখন তাকে ছেড়ে দিত। আর তাদের মধ্যকার দুর্বল শ্রেণীর কোন লোক চুরি করলে তার হাত কেটে দিত। আল্লাহ্র কসম, আমার কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করত, তাহ'লে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।[১৪]

শৈশবের মত যৌবনেও উসামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করেন। একবার কুরাইশদের অন্যতম নেতা হাকিম ইবনে হিযাম খুবই দামী একটি ইয়েমেনী চাদর পঞ্চাশ দীনার দিয়ে ক্রয় করে তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উপহার দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ হাকিম ইবনে হিযাম তখনও মুশরিক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নিকট থেকে অর্থের বিনিময়ে চাদরখানি ক্রয় করেন। এক জুম'আর দিন একবার মাত্র চাদরখানি পরিধান করেন। তারপর তিনি চাদরটি উসামা (রাঃ)-এর গায়ে পরিয়ে দেন। উসামা (রাঃ) সে চাদরখানি পরে তাঁর সমবয়সী মুহাজির ও আনছার যুবকদের সাথে সকাল-সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াতেন।[১৫]

যৌবনে উসামা (রাঃ)-এর মধ্যে এমন কতগুলি অনুপম চারিত্রিক সৌন্দর্য ও গুণাবলী বিকশিত হয়েছিল যার কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরম স্নেহ ও গভীর ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তীক্ষ্ণ মেধা, অসাধারণ মননশীলতা, দুঃসাহস, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, পূতঃপবিত্র চরিত্র তাক্বওয়া ও পরহেযগারী ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।[১৬]

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ

বয়সের স্বল্পতার কারণে উসামা (রাঃ) বদর ও ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।[১৭] ওহোদের যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র এগার বছর।[১৮]

ওহোদের যুদ্ধের দিন উসামা (রাঃ) তাঁর সমসাময়িক আরো কতিপয় কিশোর ছাহাবীর সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নির্বাচন করলেন এবং একেবারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে উসামা (রাঃ) সহ কতিপয় কিশোর ছাহাবীকে ফিরিয়ে দিলেন। উসামা (রাঃ) প্রত্যাখ্যাত হয়ে ব্যথাতুর হৃদয়ে নয়নাশ্রুতে কপোল ভিজিয়ে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর ব্যথা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পতাকাতলে জিহাদের সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হ'লেন।[১৯]

খন্দকের যুদ্ধের দিনও উসামা (রাঃ) তাঁর সমবয়সী একদল কিশোর ছাহাবীর সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। ওহোদের মত এবারও তাঁকে অল্প বয়সের কারণে যেন বাদ দেয়া না হয়, এজন্য মুজাহিদ বাছাই পর্বে তিনি পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর জিহাদের অংশগ্রহণের এত আগ্রহ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

১২. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৩/১৩৭ পৃঃ; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ১/১৭৫ পৃঃ।*

১৩. *বিশ্বনবীর সাহাবী, ১২৮ পৃঃ।*

১৪. *ছহীহ বুখারী, ২/৫২৮ পৃঃ।*

১৫. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৩/১৩৭-৩৮ পৃঃ।*

১৬. *প্রাগুক্ত।*

১৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ ৬/১৬২ পৃঃ।* ১৮. *প্রাগুক্ত।*

১৯. *ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৩/১৩৮-৩৯ পৃঃ।*

তাঁকে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন। তিনি তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে জিহাদের ময়দানের দিকে চললেন।[২০]

হুনাইনের যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে মুসলিম বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে রণাঙ্গন হ'তে পশ্চাদ্ধাবন করতেছিল, ঐ দূর্যোগ মুহূর্তে তখন মাত্র দু'জন জানবাজ মর্দে মুজাহিদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চতুষ্পার্শ্বে হিমাদ্রির ন্যায় অটল ও অবিচল থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন।[২১]

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) এমনই এক সৌভাগ্য ও মর্যাদাশীল ছাহাবী, যিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সওয়ারীর পিছনে বসে বায়তুল্লাহ্র অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। সে সময় মাত্র তিনজন জলীলুল ক্বদর ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। এ সম্পর্কে ছহীহ বুখারীর ভাষ্য নিম্নরূপ-

عن عبد اللّه بن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أقبل يوم الفتح.... فدخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومعه اسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه طويلا–

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন.... রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়তুল্লাহ্র অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন উসামা বিন যায়েদ (রাঃ), বিলাল (রাঃ) ও ওছমান ইবনে ত্বালহা (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তথায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন।[২২]

উসামা (রাঃ) পঞ্চদশ বছরে উপনীত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে 'হুরকাতে জাহিনার' সেনাধিনায়ক করে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি একটি ভুল করেছিলেন। আজীবন তিনি এ ভুলের জন্য আফসোস করতেন। ছহীহ বুখারীতে স্বয়ং তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে হুরকায় প্রেরণ করেন। সকালে শত্রু বাহিনীর সাথে আমাদের মুকাবিলা হ'ল। প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে তারা পরাজিত হয়ে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যেতে লাগল। আমি ও এক আনছারী মুজাহিদ পলায়নরত সৈনিকের পিছু ধাওয়া করলাম। যখন সে আমাদের নাগালের মধ্যে এসে গেল, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে "لا إله إلا الله" বলতে লাগল। তার এ ঘোষণার ফলে আনছারী মুজাহিদ হাত গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু আমি বর্ষা ছুড়ে তাকে গেঁথে ফেললাম। এতে লোকটি মারা গেল। অভিযান থেকে ফেরার পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কর্ণগোচর হ'ল। তিনি আমাকে বললেন, উসামা তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ যে কালেমা পড়েছিল। আমি আরয করলামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! সে তো শুধু তার জীবন বাঁচানোর জন্য এমনটি করেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ওযর প্রত্যাখান করলেন এবং বার বার বলতে লাগলেন যে, তুমি এক ব্যক্তিকে কালেমা পড়া সত্ত্বেও ক্বতল করে ফেলেছ। তাতে আমি এত লজ্জিত হ'লাম যে, মনে মনে বলতে লাগলাম- إنى لم أسلمت قبل ذلك اليوم- 'হায়! আমি যদি আজকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতাম!'[২৩]

উসামা (রাঃ) তাঁর পিতা সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ)-এর সাথে 'মূতা' অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স আঠারো বছরেরও কম। এ যুদ্ধে তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন পিতার শাহাদত। এতে তিনি মুষড়ে পড়েননি। পিতার শাহাদত বরণের পর যথাক্রমে জাফর ইবনে আবু ত্বালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে বীর বাহাদুরের মত লড়াই করেন। যায়েদের মত এ দু'সেনাপতিও শাহাদত বরণ করলে তিনি সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে রোমান বাহিনীর পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করেন। মূতার প্রান্তরে পিতা যায়েদ (রাঃ)-এর মর দেহ আল্লাহ্র হাওয়ালা করে যে ঘোড়ার উপর তিনি শহীদ হয়েছিলেন, তার উপর সওয়ার হয়ে মদীনায় ফিরে এলেন।[২৪]

একাদশ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রোমান বাহিনীর সাথে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য মুজাহিদ বাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আবু উবাইদা (রাঃ) প্রমুখ প্রথম সারীর সমর বিশারদ ছাহাবী এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-কে এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করেন। তখন তাঁর বয়স কুড়িতে ছুঁই ছুঁই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফিলিস্তীনের 'গাযা' উপত্যকার নিকটবর্তী 'বলেকা' ও 'দারুম আল-কিলয়ার' আশেপাশে রোমান সীমান্তে ছাউনী ফেলার নির্দেশ দিলেন।

বাহিনী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'ল। এদিকে রাসূল (ছাঃ) পীড়িত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাহিনীসহ তিনি যাত্রা বিরতি করে মদীনার উপকণ্ঠে 'জুরুফ' নামক স্থানে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। সেখান থেকে তিনি প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখতে আসতেন। উসামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রোগ বৃদ্ধি পেলে আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। আরো অনেকে আমার সাথে ছিল। ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুপ করে আছেন। রোগের প্রচণ্ডতায় তিনি কথা বলতে পারছেন না। আমাকে দেখে তিনি প্রথমে আসমানের দিকে স্বীয় হাত উঠালেন, তারপর আমার শরীরের

---

২০. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৩/১৩৯ পৃঃ।
প্রাগুক্ত।
ছহীহ বুখারী, 'কিতাবুল মাগাযী' ২/৬১৪ পৃঃ।

২৩. ছহীহ বুখারী, 'কিতাবুল মাগাযী' ২/৬১২ পৃঃ।
২৪. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৩/১৪০-৪১ পৃঃ।

উপর হাত রাখলেন। আমি বুঝলাম, তিনি আমার জন্য দো'আ করছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকাল হ'লে সংবাদ পেয়ে তিনি মদীনায় ছুটে আসেন এবং কাফন দাফনে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবরে নামানোর সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পর আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হ'লেন। তিনি উসামা (রাঃ)-কে অভিযানে যাত্রা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আনছারদের মধ্য হ'তে কতিপয় মনে করলেন এ মুহূর্তে বাহিনীর যাত্রা একটু বিলম্ব করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরপরই কয়েকজন ভণ্ড নবীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ ব্যাপারে খলীফার সাথে আলোচনা করার জন্য তাঁরা ওমর (রাঃ)-কে অনুরোধ করলেন। তাঁরা ওমর (রাঃ)-কে এ কথাও বললেন, যদি তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তাহ'লে অন্ততঃ তাঁকে অনুরোধ করবেন, উসামার চেয়ে একজন বয়স্ক লোককে যেন আমাদের সেনাপতি নিয়োগ করেন।

খলীফাতুল মুসলিমীন আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর মুখে একথা শুনে তাঁর দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,

ثكلتك امك وعدمتك يابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن انزعه؟ والله لايكون ذلك-

'ওহে খাত্তাবের বেটা ওমর! তোমার মা নিপাত যাক, তুমি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়োগ করা ব্যক্তিকে অপসারণ করতে? আল্লাহ্র কসম, আমার দ্বারা কখনই তা হবে না'।

ওমর (রাঃ) ফিরে এলে লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সমাচার কি? তিনি উত্তরে বললেন,

امضوا ثكلتكم امهاتكم فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله-

'তোমাদের মা নিপাত যাক! তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের খলীফার নিকট থেকে অনেক কিছুই আমাকে শুনতে হ'ল'।

বীর সেনানী উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী মদীনা থেকে রোমান অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। খলীফা আবুবকর (রাঃ) চললেন কিছু দূর এগিয়ে দিতে। উসামা (রাঃ) ঘোড়ার পিঠে, খলীফা পায়ে হেঁটে। উসামা (রাঃ) বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খলীফা! আল্লাহ্র কসম, হয় আপনি ঘোড়ায় উঠুন, না হয় আমাকে নেমে পড়ার অনুমতি দেন।

খলীফা বললেন, والله لاتنزل و والله لا اركب... وما علىّ أن اغبر قدمي في الله ساعة؟!

'আল্লাহ্র কসম, তুমিও নামবে না, আমিও সওয়ারীতে উঠব না। কিছু সময় আল্লাহ্র পথে আমার পদদ্বয় ধুলি মণ্ডিত হ'তে পারে না কি'?

অতঃপর ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) মুজাহিদ বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন, হে মুজাহিদগণ! আমি তোমাদেরকে ১০টি নছীহত করছি। তা ভালভাবে স্মরণ রেখো।- (১) আমানতের খেয়ানত করবে না (২) ধোঁকা দিবে না (৩) আমীরের নাফরমানী করবে না (৪) কোন লোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করবে না (৫) শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদেরকে হত্যা করবে না (৬) কোন ফলবান বৃক্ষ কাটবে না বা জ্বালিয়ে দেবে না (৭) গরু, ছাগল বা উট খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া যবেহ করবে না (৮) তোমরা এমন মানুষ পাবে, যারা ইবাদাতখানাতে নির্জনত্ব অবলম্বন করে আছে। তাদের সাথে বাদানুবাদ করবে না (৯) তোমরা এমন মানুষও পাবে, যারা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য তোমাদের সামনে পেশ করবে। এ খাবার খেয়ে (আল্লাহকে ভুলে যেও না) আল্লাহ্র শুকর আদায় করবে (১০) তোমরা এমন এক জাতি পাবে, যাদের মাথার চুল মাঝখানে মুণ্ডন করা থাকবে। তোমরা তাদেরকে চাবুক মারবে। এখন আল্লাহ্র নামে রওয়ানা হয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদেরকে দুশমনের অস্ত্র ও প্লেগ থেকে রক্ষা করুন। তারপর উসামা (রাঃ)-এর দিকে একটু ঝুঁকে আমীরুল মুমিনীন বললেন, 'তুমি যদি ওমর (রাঃ)-এর দ্বারা আমাকে সাহায্য করা ভাল মনে কর, তবে তাঁকে আমার কাছে থেকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দাও। উসামা (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে মদীনায় খলীফার সাথে থাকার অনুমতি দিলেন। উসামা (রাঃ) এ অভিযানে ফিলিস্তীনের 'বালকা' ও কিলায়াতুত দারুম' সীমান্ত পদানত করেন। ফলে এ অঞ্চল থেকে মুসলমানদের জন্য রোমান ভীতি চিরতরে দূরীভূত হয় এবং গোটা সিরিয়া, মিসর ও উত্তর আফ্রিকা সহ কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের বিজয় দ্বার উন্মুক্ত হয়।

এ অভিযানে উসামা (রাঃ) পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন। যে ঘোড়ার উপর তাঁর পিতা শাহাদত বরণ করেছিলেন তার পিঠে বিপুল পরিমাণ গণীমতের ধন-সম্পদ বোঝাই করে তিনি বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে এলেন। আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) আনছার ও মুহাজিরদের সাথে মদীনার উপকণ্ঠে এসে বিজয়ী বাহিনীকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানালেন।[২৫]

ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তিনি ফিতনা-ফাসাদের আশংকায় রাষ্ট্রীয় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। তবে হিতাকাংখী মুসলিম হিসাবে খলীফাকে সৎ পরামর্শ দিতেন

২৫. *তাহযীবুল কামাল ১/৫১৭; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৩/১৪১-৪৫ পৃঃ; আল-ইছাবা ১/২০২-২০৩ পৃঃ; আসহাবে রাসুলের জীবন কথা ১/১৭৬-৭৮ পৃঃ; বিশ্বনবীর সাহাবী, ১৩২-৩৬ পৃঃ; ইসলামী বিশ্বকোষ ৬/১৬২-৬৩ পৃঃ।*

এবং গোপনে গণ-অসন্তোষের বিষয়ে খলীফার সাথে আলোচনা করতেন।

ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পর যখন বিশৃংখলা দেখা দিল, তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলেন। তিনি আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরোধ থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন। একদা আলী (রাঃ)-এর কাছে তিনি সংবাদ পাঠালেন যে, আপনি যদি বাঘের দু'চোয়ালের মধ্যে ঢুকতেন, আমিও সন্তুষ্টচিত্তে ঢুকে যেতাম। কিন্তু এ ব্যাপারে অংশগ্রহণের আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। মুসলমানদের রক্তপাতের ভয়ে যদিও তিনি এ দ্বন্দ্বে জড়াতে চাননি তবে তিনি আলী (রাঃ)-কে সত্যপন্থী বলে জানতেন। এ কারণে আলী (রাঃ)-কে সাহায্য না করার জন্য শেষ জীবনে অনুতপ্ত হয়েছিলেন ও তওবা করেছিলেন।[২৬]

মর্যাদাঃ

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) একজন মহা সম্মানিত ছাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত অমীয় বাণী থেকে তাঁর মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়।

عن عائشة قالت سمعت النبى صلى الله عليه وسلم من أحب الله ورسوله فليحب اسامة بن زيد-

'উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসে সে যেন উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-কে ভালবাসে'।[২৭]

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে উসামা (রাঃ)-এর ভাতা নির্ধারণ করেন সাড়ে তিন হাযার দিরহাম আর তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ভাতা নির্ধারণ করেন তিন হাযার দিরহাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি কেন উসামাকে আমার চেয়ে বেশী সম্মানিত করলেন (!) অথচ তাঁর পিতা আপনার চেয়ে বেশী সম্মানিত ছিলেন না এবং সেও আমার চেয়ে বেশী সম্মানিত নয়। তখন ওমর (রাঃ) বললেন,

إن زيدا كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابيك وكان اسامة احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك-

'নিশ্চয়ই তাঁর পিতা যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তোমার পিতার চেয়ে বেশী সম্মানিত ছিলেন এবং উসামাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তোমার চেয়ে বেশী সম্মানিত ছিল'।[২৮]

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন উসামা (রাঃ)-কে দেখতেন তখন বলতেন, 'আসসালা-মু আলাইকুম হে আমার আমীর'! তখন উসামা (রাঃ) বলতেন, হে আমীরুল মুমেনীন আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন, আপনি আমাকে এমনভাবে সম্বোধন করেন কেন? উত্তরে ওমর (রাঃ) বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তুমি ছিলে আমার আমীর।[২৯]

অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উসামা (রাঃ)-এর সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন। ইফ্ক বা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ)-এর প্রতি মুনাফিকদের বানোয়াট ও অশালীন মন্তব্য ছড়িয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ঘনিষ্ঠ যে দু'ব্যক্তির সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন তাঁরা হ'লেন আলী (রাঃ) ও উসামা (রাঃ)।[৩০]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু জারীর আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, একাদশ হিজরীর যুল কা'দাহ মাসে আবুবকর (রাঃ) মুরতাদ বিদ্রোহীগোত্রদের উৎখাতের জন্য আল-আবরার তাশরীফ নিলেন। তখন উসামা (রাঃ)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন।[৩১]

হাদীছ বর্ণনাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র বিশ বছর।[৩২] বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দীর্ঘ সাহচর্য লাভের সুযোগ তিনি পাননি। এ কারণে তিনি হাদীছ বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ বিদ্বান ছাহাবীদের মত আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেননি। তা সত্ত্বেও যা তিনি অর্জন করেছিলেন তা মোটেও অকিঞ্চিৎকর নয়। তিনি নবী (ছাঃ)-এর বহু বাণী স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন। বিশিষ্ট ছাহাবীগণও মাঝে মধ্যে শরী'আতের নির্দেশ জানার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হ'তেন। সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) 'ত্বাউন' বা প্লেগ সম্পর্কে শরীয়তের কোন নির্দেশ না পেয়ে উসামা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ত্বাউন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌র (ছাঃ) নিকট থেকে কিছু শুনেছেন কি? তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌র (ছাঃ)-এর একটি বাণী সা'দ (রাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা সর্বমোট ১২৮টি। তন্মধ্যে পনেরটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩৩]

---

২৬. *আল-ইছাবা ১/২০২-২০৩ পৃঃ; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ১/১৭৮-৭৯পৃঃ; ইসলামী বিশ্বকোষ ৬/১৬২-৬৩ পৃঃ।*
২৭. *তাহযীবুল কামাল ১/৫১৬ পৃঃ।*
২৮. *উসদুল গাবাহ ১/৬৫ পৃঃ; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৩/১৪৫-৪৬ পৃঃ; আল-ইছাবা ১/২০২ পৃঃ।*
২৯. *তাহযীবুল কামাল ১/৫১৭ পৃঃ; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৩/১৪৬ পৃঃ।*
৩০. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ১/১৭৯ পৃঃ।*
৩১. *বিশ্বনবীর সাহাবী ১৩৬ পৃঃ; ইসলামী বিশ্বকোষ ৬/১৬২ পৃঃ।*
৩২. *আল-ইছাবা ১/২০২ পৃঃ।*
৩৩. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ১/১৭৯ পৃঃ।*

তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন- আবু হুরায়রা (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবান ইবনে ওছমান ইবনে আফফান, ইবরাহীম ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, তাঁর পুত্র হাসান ইবনে উসামা ইবনে যায়েদ, মুহাম্মাদ ইবনে উসামা ইবনে যায়েদ, হাসান বছরী, উরওয়া ইবনে যুবাইর, আত্বা ইবনে ইয়াকূব, আমর ইবনে সায়িব, আমর ইবনে ওছমান ইবনে আফফান, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে হারিছ আত-তাইমী, ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হাতিব, আবু সাঈদ মাকবরী, আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, আবু ওছমান আল-হিন্দী আবু ওয়াইল প্রমুখ ছাহাবী ও তাবেঈগণ।[৩৪]

মৃত্যুঃ

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো মতে তিনি আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলের শেষ দিকে ৫৪ হিজরীতে 'ওয়াদিউল কুরা' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।[৩৫] কারো মতে তিনি ৫৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৩৬] মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।[৩৭]

উপসংহারঃ

একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলিয়াতের যুগে উসামা (রাঃ)-এর মত একজন অকুতোভয় বীর সেনানী আমাদের একান্ত কাম্য। যার নেতৃত্বে বিশ্বের মাঝে আবারও প্রতিষ্ঠিত হবে হেরার রাজতোরণ। পৃথিবীর মাঝে আবারও নেমে আসবে সত্য-ন্যায় ও শান্তির অমীয় ধারা। হে আল্লাহ! আমাদের এ প্রার্থনা কবুল করুন। আমীন!!

---

৩৪. আল-ইছাবা ১/২০৩ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ১/৫১৪।
৩৫. আল-ইছাবা ১/২০৩ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ১/৫১৫।
৩৬. আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৫/২৭৯ পৃঃ।
৩৭. আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৫/২৭৯ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ১/৫১৫।

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই শতরূপার অঙ্গীকার

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো সম্পদ

(الكلمة الحكمة ضالة الحكيم)

*আব্দুছ ছামাদ সালাফী**

(৫ম কিস্তি)

(৭১) হযরত আলী (রাঃ) স্বীয় পুত্র হাসান (রাঃ)-কে অছিয়ত করতে গিয়ে বলেন, 'হে বৎস! তুমি আমার পক্ষ থেকে ৪টি বিষয়ে (উপদেশ) গ্রহণ কর। কারণ এগুলি থাকলে কোন কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তা হ'লঃ

(ক) জ্ঞান সবচেয়ে বড় সম্পদ (খ) বোকামি সবচেয়ে বড় দারিদ্রতা (গ) অহংকার সবচেয়ে ভয়ানক এবং (ঘ) উত্তম চরিত্র সবচেয়ে বড় বংশীয় মর্যাদার প্রতীক।

(৭২) ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে পত্র মারফত জানান, মানব সমাজে কতিপয় নেতাগোছের লোক আছে, যারা সাধারণ জনগণের নানা সমস্যা ও প্রয়োজনাদি শাসক শ্রেণীর কাছে তুলে ধরে। এ জাতীয় নেতাদেরকে সম্মান করিও।

(৭৩) আমর বিন 'আছ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে, সে (প্রকৃত) জ্ঞানী নয়। বরং যে ব্যক্তি দু'টি মন্দের মধ্যে তুলনামূলক ভালটিকে আলাদা করতে পারে, সে-ই (প্রকৃত) জ্ঞানী। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, তাকে (প্রকৃত) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী বলা যায় না। বরং যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অথচ সে তা বজায় রাখে, সে-ই (প্রকৃত) সম্পর্ক রক্ষাকারী।

(৭৪) ওমর ফারূক (রাঃ) তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে সম্বোধন করে বলেন, (হে পুত্র! জেনে রেখো) যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে নেন। যে তাঁর উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যে তাঁর শুকরিয়া আদায় করে, তাকে তিনি আরো বেশী করে দেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ক্বরয (ঋণ) দেয়, আল্লাহ তাকে তার প্রতিদান দেন। (হে বৎস!) তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতিকে তোমার অন্তরের খুঁটি এবং চোখের জ্যোতি বানিয়ে নাও। (মনে রেখো), নিয়ত ছাড়া ইবাদত হয় না। যে নেকী চায় না, সে নেকী পায় না। যা পুরাতন হয় না, তা নতুনও হয় না।

(৭৫) উত্তম চরিত্রের জন্য কতিপয় ভাল দিক আছে। (তা হচ্ছে) চরিত্রবান লোকেরা তাকে (উত্তম চরিত্রের অধিকারীকে) গ্রহণ করে, তার কথাবার্তা উত্তম হয়, মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তার রূযী বৃদ্ধি করা হয়, মানসিকভাবে সে শান্তিতে থাকে। জনসাধারণ তার থেকে

---

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

নিরাপদে থাকে। তার উদ্দেশ্য অর্জন হয় এবং সে তার পসন্দনীয় বস্তু পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যার চরিত্র খারাপ হয়, তার রূযী কমে যায়, জনসাধারণ তার দ্বারা বিপদগ্রস্ত হয় এবং সে নিজে মানসিকভাবে অশান্তি ও কষ্টের মধ্যে থাকে।

حل المشيب بعارضي ومفارقي × بئس القرين اراه غير مفارقي

وحل الشباب فقلت: قف لي ساعة × حتى اودع قال: إنك لاحقي

'আমার মুখমণ্ডল ও সিঁথিতে বার্ধক্য নেমে আসল। আমার সিঁথি ব্যতীত অন্য কিছুকে আমি খারাপ সঙ্গী মনে করি। যৌবন চলে যাচ্ছে। আমি তাকে বললাম, একটু দাঁড়াও যাতে আমি বিদায় জানাতে পারি। সে বললঃ (আমি যাচ্ছি) তুমি আমার পেছনে পেছনে আসবে'।

(৭৬) পৃথিবীর সমস্ত মানুষের নিকট ৮টি বস্তু আসে এবং মানুষ ৮টি বস্তুর সাথে সাক্ষাৎ করবেই। বস্তুগুলি হচ্ছে (ক) আনন্দ (খ) চিন্তা (গ) একত্রিত হওয়া (ঘ) পৃথক হওয়া (ঙ) সহজ (চ) কঠিন (ছ) ছিয়াম এবং (জ) সুস্বাস্থ্য।

(৭৭) সুন্দর ভাষা মানুষের সৌন্দর্য।

(৭৮) যে লোককে তার পিতা-মাতা শিক্ষা দেয় না, দুনিয়া তাকে শিক্ষা দেয়।

(৭৯) তুমি আমানতদার হও, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন।

(৮০) তুমি অন্যকে যে উপদেশ/নির্দেশ দাও, তা নিজেকেও দাও।

(৮১) যে ব্যক্তি প্রয়োজনের সময় অন্যকে কিছু দেয়, তা যেন দ্বিগুণ হয়ে যায়।

(৮২) সকাল হ'লে হারিকেনের প্রয়োজন হয় না।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও '**বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে**'র পক্ষ থেকে বাৎসরিক ক্যালেণ্ডার ২০০৩ আকর্ষণীয় ডিজাইনে বের হয়েছে। প্রতি কপি ক্যালেণ্ডারের পাইকারী মূল্য ১২/= (বার) এবং খুচরা মূল্য ১৫/= (পনের) টাকা। নগদ টাকা সহ অতি সত্তর কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন। কোন অবস্থাতেই ক্যালেণ্ডার বাকীতে বিক্রয় হবে না।

কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

চিকিৎসা জগৎ

হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান

*ডাঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত সঠিক ও সত্য জ্ঞান। যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অবিনশ্বর এ পৃথিবীতে যার কোন আবর্তন, বিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না ইহাই প্রকৃত বিজ্ঞান।

হোমিওপ্যাথিও ঠিক এ ধরনের বিজ্ঞান। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে একটি বিধান। প্রাকৃতিক নীতিতে যেমন অনুমানের কোন মূল্য নেই, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও সে ধরনের অনুমানের স্থান নাই।

সুখের অভাবকেই অসুখ বলা হয়, শান্তির অভাবকেই অশান্তি বলা হয়। দেহের গতিশীল অবস্থার ব্যতিক্রমকেই গতিহীন বলা হয়। ঔষধ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেহের স্থিতিশীল অবস্থাকে গতিশীল করাটাই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধর্ম। যেমন চুম্বকের ধর্ম সম মেরুতে বিকর্ষণ এবং বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ। বস্তুবাদ জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে হাঁ ও না ধর্মী, পুরুষ ও স্ত্রী ধর্মী, ক্রিয়া ও বিক্রিয়া ধর্মী যুগলের অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। যেমন 'ডিজ অর্ডার অফদি ইউনিভার্স ইজ এ মাষ্ট টু বিং অর্ডার'।

পানির উচ্চ চাপ ছাড়া স্রোতের উৎপত্তি অসম্ভব এ বাস্তব ধর্মের নিরিখে আলোচনা করলেই হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানের সন্ধান সহজভাবে আয়ত্বে আনা সম্ভব। প্রাকৃতিক এ নীতি চুম্বকের ধর্মের সাথে তুলনা করলেই প্রমাণিত হয় যে, সদৃশ সদৃশকে বিতাড়িত করে। এই ধর্মনীতির উপর ভিত্তি করেই হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানের 'ল' অফ দি কিওরের সিমিলিয়া, সিমিলিবাস, কিউ রেন্টারের জন্ম। আর এটাই হ'ল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বিজ্ঞানী হ্যানিম্যানের আবিষ্কার। জীব বিজ্ঞান ও ঔষধ বিজ্ঞানের মূল ধারা এ বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি।

ডাঃ হ্যানিম্যানের মতে স্বাস্থ্য, রোগ এবং আরোগ্যের উপর তাঁর মন্তব্যই প্রমাণ করে দেয় যে, হোমিওপ্যাথি একটি বিশেষ বিজ্ঞান। আধুনিক পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে হ্যানিম্যানের ভাইটাল ফোর্স বা শক্তিধর শক্তিকেই আণবিক, পারমাণবিক এমনকি আয়নিক স্তরে বুঝানোর ব্যবস্থা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সম্ভবপর হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আধুনিক কালে জন্মনিয়ন্ত্রণ ট্যাবলেট সেবনে মহিলাদের এস্ট্রোজেন, প্রজেষ্ট্রেরণ হরমোন-এ যে ফিটব্যাক ইনহিবিশন-এ ফলিকুল ষ্টিমুলেটিং ও লিউটিনাইজিং হরমোনকে ক্ষরণের মাধ্যমে পিটুইটারী হ'তে বাধা দিয়ে জন্মশাসন করে সে হরমোনের মাত্রা এত সূক্ষ্মভাবে রক্তে বিদ্যমান থাকা একদিন যেমন বিস্ময়কর ছিল, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের পটেন্সিতেও সূক্ষ্মভাবে রোগ নিরাময়েও তেমনি বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

* ডি,এইচ,এম,এস (ঢাকা); অধ্যক্ষ, নাটোর হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ।

বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্য জানা থাকলে এ ধারণা কখনও আসতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নয়নের পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমেই এর উন্নয়ন সম্ভব। ইতিপূর্বের অনুমানের উপর ব্যবহৃত বহু এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ বাতিল ও রদবদল হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। পক্ষান্তরে পার্শ্বক্রিয়া মুক্ত প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ একটিও বাতিল হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হ'তে পারে না যেহেতু সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষিত বিজ্ঞান ভিত্তিক এ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান। ইহা চিরদিন একই অবস্থায় প্রতিটি জীবনের উপকার সাধনে সক্ষম। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানও চিকিৎসা জগতে তার বিশেষ স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক গ্রীসের ডাঃ জর্জ ভিতোলোকাসকে হোমিওপ্যাথিতে তাঁর অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মর্যাদাপূর্ণ নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

'কলোম্বো ওপেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ফর কম্পিমেন্টারী মেডিসিন' কর্তৃক মেডিক্যাল রিসার্চ এণ্ড টেকনোলজি সংক্রান্ত পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউটের বাইওফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের সাবেক প্রধান ও 'নিউক্লিয়ার হোমিওপ্যাথি' গ্রন্থের লেখক ডঃ রাম শর্মাকেও নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ফ্রান্সের বিজ্ঞানী জ্যাকুই বেনভিনেস্তের নেতৃত্বে কয়েকটি দেশের ১৩ জন বিজ্ঞানীর একটি দল পরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে তাদের যৌথ রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। সূক্ষ্ম মাত্রার ঔষধের চিকিৎসা পদ্ধতি হোমিওপ্যাথি নিশ্চিতভাবে কার্যকরী চিকিৎসা হিসাবে আধুনিক বিশ্বে মূল্যায়িত ও সমাদৃত হয়েছে তথা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

শীতে ত্বকের যত্ন

শীতকাল আসলেই পরিচর্যার কথা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়। অন্যান্য অঙ্গ চোখে দেখা না গেলেও ত্বককে চোখে দেখা যায়। সে কারণেই ত্বক হ'ল দেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয়।

ত্বকের কাজঃ ত্বক দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঢেকে আড়াল করে রাখে এবং তাদের দেয় নিরাপত্তা। ত্বক না থাকলে দেহের অভ্যন্তরীণ সব অঙ্গ অনাচ্ছাদিত অবস্থায় থাকত। ফলে আমরা কেউ বেঁচে থাকতে পারতাম না। ত্বকে আছে ঘর্মগ্রন্থি, আছে তৈলগ্রন্থি। সেখান থেকে ঘাম আর তেল বের হচ্ছে। এই ঘাম আর তেল মিলে দেহের উপর একটি তেল আর পানির মিশ্রণ বা আবরণী তৈরী করে, যা দেহকে শীতল করে রাখে। ফলে ত্বক শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা পায়। এই ঘামের সাথে দেহের অপ্রয়োজনীয় ও বর্জনীয় পদার্থ দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে দেহকে দিচ্ছে সুস্থতা। দেহের এই বর্জনীয় পদার্থগুলি বেরিয়ে না গেলে দেহ অসুস্থ হয়ে পড়তো।

শীতকালে ত্বক কেন শুষ্ক হয়ঃ শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায়। ফলে ত্বক থেকে বায়ু পানি শুষে নেয়। আমাদের দেহের ৫৭ শতাংশই হ'ল পানি, আর এর মধ্যে ত্বক নিজে ধারণ করে ১০ ভাগ। ত্বক থেকে পানি বেরিয়ে গেলে ত্বক দুর্বল আর অসহায় হয়ে পড়ে। ফলে ত্বকের যে সব গ্রন্থি থেকে তেল আর পানি বের হ'ত তা আর আগের মত ঘাম বা তেল কোনটাই তৈরী করতে পারে না। ত্বক আরও শুকিয়ে যায়।

কিভাবে শুষ্ক ত্বকের যত্ন নেবেনঃ ত্বকে শীতকালে তেলের প্রলেপ দিতে হবে। এক্ষেত্রে অলিভ অয়েল ব্যবহার করা যায়। তবে বর্তমান সময়ে ত্বকের জন্য মুখ্য অস্ত্র ময়েশ্চারাইজার। বাজারে এখন বিভিন্ন ধরনের ময়েশ্চারাইজার পাওয়া যায়। যা শুষ্ক ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। মুখে ভাল কোন কোল্ড ক্রিম ব্যবহার করলেও চলে।

ময়েশ্চারাইজারে কি থাকেঃ এটা আসলে তেল ও পানির একটি মিশ্রণ। এতে থাকে ত্বক কোমলকারী পদার্থ, যেমন- পেট্রোলিয়াম, ভেজিটেবল অয়েল, ল্যানোলিন, সিলিকন, লিকুয়িড প্যারাফিন, গ্লিসারিন, প্লাইকল ইত্যাদি ভাল ময়েশ্চারাইজারে দশটি বা তারও বেশী উপাদান থাকে।

গ্লিসারিন কি ময়েশ্চারাইজার হিসাবে ব্যবহার করা যায়ঃ গ্লিসারিন একটি ভাল ময়েশ্চারাইজার। এটা পানির সাথে মিশ্রণ করতে হবে ত্বকের শুষ্কতার উপর নির্ভর করে। গোসল সেরে ওঠামাত্র টাওয়াল দিয়ে চেপে পানিটুকু তুলে নিতে হবে। তারপর পানি আর গ্লিসারিনের মিশ্রণ শরীরে মেখে দিতে হবে। তবে ত্বকের ভাঁজে গ্লিসারিন বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ ঐসব এলাকা ফাঙ্গাসের উর্বর ক্ষেত্র। সে ক্ষেত্রে ময়েশ্চারাইজার বা গ্লিসারিন ব্যবহার করলে ত্বক ভেজা থাকে ও ফাঙ্গাসের জন্ম হবে। ময়েশ্চারাইজার সুগন্ধিযুক্ত না হওয়াই ভাল। কারণ তাতে ত্বকের অ্যালার্জি হ'তে পারে।

সূর্যের আলো কি ত্বকের ক্ষতি করেঃ সূর্যে আল্ট্রাভায়োলেট বা অতি বেগুনী রশ্মি থাকে, যা ত্বকের ক্ষতি করে। কাজেই ত্বককে রক্ষা করতে হ'লে বিশেষ করে গরমকালে সান ব্লক ক্রিম ব্যবহার করতে হবে অথবা রৌদ্রে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। তবে একদমই সূর্যের আলো না লাগানো উচিত নয়। কারণ সূর্যের আলো ত্বকের সংস্পর্শে এসে ভিটামিন 'ডি' তৈরী করে, যা আমাদের দেহের জন্য খুবই প্রয়োজন।

তেল কখন মাখতে হবেঃ তেল অবশ্যই গোসলের পরে মাখতে হবে। গোসলের আগে নয়, আবার তেল মাখতে হবে শীতকালে, গরমকালে নয়। কারণ গরমকালে তেল মাখলে গায়ে ঘামাচি হবে। আর শীতকালে তেল না মাখলে ত্বক শুষ্ক হয়ে ফেটে যাবে।

ঠোঁট ফাটলে কি ব্যবহার করতে হবেঃ ভেসলিন, লিপজেল বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করা উচিত। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজানো কখনই উচিত নয়। এতে করে ঠোঁট ফাটা আরও বেড়ে যেতে পারে।

পা ফাটলে কি করবেনঃ এক্রোফ্লেভিন দ্রবণে পাকে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। তারপর পা তুলে নিন। শুকিয়ে যাওয়া মাত্র ভেসলিন মেখে দিন। খালি পায়ে হাঁটা অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে।

শীতকালে কোন্ সাবান ব্যবহার করা উচিতঃ সুগন্ধিবিহীন সংরক্ষণের উপাদান বর্জিত সাবান ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া ত্বকে গ্লিসারিন আর পানি মিশিয়ে সারা শরীরেই ব্যবহার করা যায়, তাতে ত্বক ভাল থাকে। গ্লিসারিন মাখার পর শরীরের চিটচিটে ভাব দূর করার জন্য টাওয়াল দিয়ে চেপে অতিরিক্ত গ্লিসারিনটুকু তুলে নিলে আঠা ভাবটি কেটে যায়। এতে ত্বক ভাল থাকে।

॥ সংকলিত ॥ ডাঃ দিদারুল আহসান ॥

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

কবিতা

বিশ্বনবী (ছাঃ)

-মুহাম্মাদ শাহ্জাহান আলী
মহেশ্বরপাশা তহশীল ক্যাম্প
দৌলতপুর, খুলনা।

মিথ্যার যুগে পেল কে খেতাব
সত্যবাদী আল-আমীন
কাহার জ্যোতিতে উজ্জ্বল হ'ল
যা ছিল জগতে ধূলা-মলিন?
জগৎ হইতে পাপের বেশাতি
করিল কে উৎখাত,
অবসান হইল সত্যের সাথে
বাতিলের সংঘাত।
শিক্ষারে কেবা করিল ফরয
ঊর্ধ্বে উঠিল সততা,
হিংসার স্থলে এনে ইনছাফ
স্থাপিল কে ভবে মানবতা?
মূর্তি দেবতার ভিড় ঠেলে কেবা
তাওহীদ বাণী আনিল ভাই,
করিল প্রচার আল্লাহ ছাড়া
দো'জাহানে কোন মা'বূদ নাই।
বাতিল পূজারী মানব জাতিরে
করিল যে জন চির আযাদ,
শতকোটি প্রাণ অনুসারী যাঁর
বিশ্বনবী সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

স্বাধীনতা মানে

-মুহাম্মাদ মাশারেকুল আনোয়ার
বড়শরা মোড়, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

স্বাধীনতা মানে,
সাগর সাগর রক্তে লিখা নাম।
স্বাধীনতা মানে,
মাকে অকালে বিধবা হবার দাম।
স্বাধীনতা মানে,
যালিমশাহীর জিঞ্জীর ছেঁড়া পাখি।
স্বাধীনতা মানে,
ছোট বোনটির হাসি মাখা দু'টি আঁখি।
স্বাধীনতা মানে,
মুক্ত আকাশে আলো ঝলমল চাঁদ।
স্বাধীনতা মানে,
পাক হানাদার বাহিনীর মরণ ফাঁদ।
স্বাধীনতা মানে,
পরাশক্তিকে কর না দিয়ে চলা।
স্বাধীনতা মানে,
বজ্র কণ্ঠে দেশের কথা বলা।

قصيدة হ'ল কবিতা

-মুহাম্মাদ মোরতযা
ধূরইল ডি,এস, কামিল মাদরাসা
মোহনপুর, রাজশাহী।

جَدُّالصَّحِيْحِ দাদা, بَيْضَاءُ সাদা
جَدَّةُ الصَّحِيْحَةَ হ'ল দাদী,
اُمٌّ মাতা, اَخٌ ভ্রাতা
نِكَاحٌ হ'ল শাদী।
اَبٌ পিতা, حَلِيْفٌ মিতা
عَطْشَةٌ হ'ল হাঁচি,
خَالَةٌ খালা, اَخُوالزَّوْجَةِ শালা
زَوْجَةُ الْعَمِّ হ'ল চাচী।
زَوْجَةُ الْاَخِ ভাবী, مِفْتَاحٌ চাবী
زَوْجُ الْخَالَةِ হ'ল খালু,
زَوْجَةُ الْخَالِ মামী, زَوْجٌ স্বামী
بَطَاطِسٌ হ'ল আলু।
خَالٌ মামা, قَمِيْصٌ জামা
جَدَّةٌ হ'ল নানী
جَدٌّ নানা, عِلْمٌ জানা,
حَدِيْثٌ হলো বাণী।
اُخْتٌ বোন, قَلْبٌ মন
وَلَدٌ হ'ল পুত্র,
بِنْتٌ কন্যা, سَيْلٌ বন্যা
بَدَنٌ হ'ল গাত্র।
سِبْطٌ নাতি, فِيْلٌ হাতি
خَتَنٌ হ'ল জামাতা
سِبْطَةٌ নাতনী, زَوْجَةٌ পত্নী
قَصِيْدَةٌ হ'ল কবিতা।

নববর্ষ

মুহাম্মাদ আবু হাসান
জয়ন্তীবাড়ী, কামারপাড়া, বগুড়া।

নববর্ষ এলোরে ভাই
আবার মোদের মাঝে
শিরক বিদ'আত আর
বেহায়াপনার নতুন ঘন্টা বেজে।
পট্কা বাজী আর রং ছিটানো
করছি কত শত
ভুলে গিয়েছি দ্বীনের কাজ
ছালাত ছিয়াম যত।
'থার্টি ফার্স্ট নাইটে' মোরা
রাত্রী জেগে থাকি,
'লাইলাতুল ক্বদর' এলে
রাত্রী নাহি জাগি।
আসুন সকল মুসলিম ভাই
দ্বীনের কাজে ফিরি,
শিরক বিদ'আত আর
বেহায়াপনার সকল কাজ ছাড়ি।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. ঈমানদারদের উপর এবং মুত্তাক্বী হওয়ার জন্য (বাক্বারাহ ১৮৩)।
২. রামাযান। সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ১৮৫।
৩. সূরা ক্বদর, ৩নং আয়াত।
৪. অসুস্থতা ও সফর। -বাক্বারাহ ১৮৪।
৫. রামাযান মাসে। মানুষের জন্য হেদায়াত ও সত্যবাদীদের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ এবং ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য। -বাক্বারাহ ১৮৫।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান-এর সঠিক উত্তরঃ

১. হিজরীঃ ৩৫৪ দিন, বাংলা ৩৬৫ দিন এবং ইংরেজী ৩৬৫ দিন (প্রতি ৪ বছরে ১ দিন বেড়ে ৩৬৬ দিন হয়)।
২. প্রতি বছর রামাযান মাস সাধারণত (৩৬৫-৩৫৪)= ১১ দিন পিছিয়ে যায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ১২ দিন পিছিয়ে যায়।
৩. দু'টিঃ (১) ঈদুল ফিতর (২) ঈদুল আযহা।
৪. ঈদের ছালাত।
৫. ৪টি মাস হ'লঃ (১) মুহাররম (২) রজব (৩) যুল-ক্বা'দাহ (৪) যুল-হিজ্জাহ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (পুরুষ ও নারীর দৈহিক গঠন সম্পর্কীয়)

১. সাধারণতঃ পুরুষের দৈহিক ওযন এবং নারীর দৈহিক ওযন কত পাউণ্ড?
২. এক কিউবিক মিলিমিটার রক্তে পুরুষের দেহে কত লক্ষ আর নারীর দেহে কত লক্ষ রক্ত কণিকা আছে?
৩. পুরুষের মগজের গড় ওযন এবং নারীর মগজের গড় ওযন কত?
৪. পুরুষের দেহে এবং নারীর দেহে শতকরা কতভাগ চর্বি থাকে?
৫. সাধারণতঃ পুরুষের শরীরের হাড়ের ওযন এবং নারীর শরীরের হাড়ের ওযনের পার্থক্য কত?

❑ সংকলনেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলয়াস
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার একটুখানি বুদ্ধি খাটাও

১.একবার ডাকলে আমি সবচেয়ে আপন হই
দুইবার ডাকলে আমি কিছু দূরে যাই
তিনবার ডাকলে কোন সম্পর্ক নেই
সোনামণিদের নিকট এর পরিচয় জানতে চাই।
২. কোন ক্ষেত্রে ১ এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী এবং
কোন ক্ষেত্রে ১ এর গুরুত্ব সবচেয়ে কম?
৩. সংখ্যা দিয়ে ডাকে সবাই, আমি সংখ্যা নই
বাংলাদেশে নাম ঠিকানা, এদেশেতে রই।
৪. মেয়ে মানুষের নামটি আমার, থাকি বাংলাদেশে
লক্ষ লক্ষ মানুষ থাকে আমার বক্ষদেশে।
৫. কাঁচায় কাঁচাবরণ সর্বলোকে খায়
পাকিলে সোনার বরণ গড়াগড়ি যায়।

❑ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
পরিচালক, সোনামণি
গোদাগাড়ী উপযেলা, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৯৩) মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মোক্বাদ্দেছ আলী *(প্রফেসর, প্রেমতলী ডিগ্রী কলেজ)*
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আব্দুল খালেক *(সহকারী শিক্ষক, আলীগঞ্জ দাখিল মাদরাসা, রাজশাহী)*
পরিচালক ঃ হাফেয আশীকুর রহমান (আলিম পরীক্ষার্থী '০৩)
সহ-পরিচালক ঃ আরিফুল ইসলাম (এস,এস,সি পরীক্ষার্থী '০৩)
সহ-পরিচালক ঃ আখতারুযযামান (ঐ)

কর্মপরিষদঃ

১. **সাধারণ সম্পাদক** ঃ রাফীয়াদ ইসলাম (৮ম শ্রেণী)
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক** ঃ সুমন পারভেজ (৮ম শ্রেণী)
৩. **প্রচার সম্পাদক** ঃ তসলীমুল আরিফ (৭ম শ্রেণী)
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক** ঃ মুশফীকুর রহমান (৪র্থ শ্রেণী)
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক** ঃ শাকিল (৮ম শ্রেণী)

(২৯৪) মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান *(সাব-ইনসপেক্টর আর,এম,পি, রাজশাহী)*
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কাযী, দর্শনপাড়া শাখা)
পরিচালক ঃ খালিদ বিন ওয়ালীদ (৭ম শ্রেণী)
সহ-পরিচালক ঃ ইবরাহীম খলীল (৯ম শ্রেণী)
সহ-পরিচালক ঃ মুকুল (১০ শ্রেণী)

কর্মপরিষদঃ

১. **সাধারণ সম্পাদিকা** ঃ ওয়াহীদা আখতার (৯ম শ্রেণী)
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকা** ঃ শারমিন সুলতানা (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
৩. **প্রচার সম্পাদিকা** ঃ নাহিদা আখতার (৫ম শ্রেণী)
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা** ঃ তুলি (৫ম শ্রেণী)
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা** ঃ রুবি (৪র্থ শ্রেণী)।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

১. রাজশাহী মহানগরীঃ গত ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার, বায়তুল আমান জামে মসজিদ; ৯ ও ২৯ নভেম্বর হাতেম খা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১১ নভেম্বর বহরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ; ১৪ নভেম্বর শিরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ; ১৭ নভেম্বর হরিযার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ; ১৯ নভেম্বর মির্জাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ; ২৫ নভেম্বর শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে পবিত্র রামাযানের গুরুত্ব ও মর্যাদা, সোনামণি সংগঠন, তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কীয় সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে চরিত্র ও জীবন গঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যথাক্রমে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক, মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম, রাজশাহী মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা নূরুল হুদা, সহ-পরিচালক নযরুল ইসলাম ও খুরশিদ আলম, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (মির্জাপুর শাখা), মাওলানা

ইবরাহীম (শিরইল শাখা), আব্দুল ওয়ারেছ (হাতেম খা শাখা), মাওলানা মূসা, সভাপতি, হাতেম খা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মুস্তাফীযুর রহমান, হাতেম খা শাখা, আরিফুর রহমান, হাতেম খান শাখা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

২. মোহনপুর, রাজশাহী; ১৫ নভেম্বর, শুক্রবারঃ

(ক) অদ্য সকাল ৮-টা থেকে পিয়ারপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শারমীন সুলতানার কুরআন তেলাওয়াত ও হাবীবুর রহমানের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা ডাঃ সাইফুল ইসলাম ও রাজশাহী যেলার 'সোনামণি' পরিচালক শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আযহারুল ইসলাম।

(খ) সকাল ৯-টা থেকে স্থানীয় নুড়িয়াক্ষেত্র আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আব্দুল বারী ও অত্র উপযেলার 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল আযীয সরকার।

(গ) কৃষ্ণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ আছর থেকে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন অত্র উপযেলার সোনামণি পরিচালক আব্দুল আযীয সরকার। বৈঠক পরিচালনা করেন এমদাদুল হক।

৩. চারঘাট, রাজশাহী; ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে ঝাউঝোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন আব্দুল মতীন ও মাষ্টার ফারুক হোসাইন।

৪. বাঘা, রাজশাহী; ২২ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম স্থানীয় গঙ্গারামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানের পর অত্র গ্রামের ফুরকানিয়া মাদরাসায় অনুষ্ঠিত 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন। ছোট্ট সোনামণি মহিমা খাতুনের কুরআন তেলাওয়াত ও যহুরা খাতুনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং রামাযানের শিক্ষা ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে আলোচনা রাখেন।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোস্তাক আহমাদ ও মাওলানা আবুল হোসাইন ছিদ্দীকী। বৈঠক পরিচালনা করেন ফিরোজ আহমাদ।

একই তারিখে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর দুপুর ২-টা থেকে অত্র মসজিদে অনুষ্ঠিত সোনামণি প্রশিক্ষণে যোগদান করেন এবং সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন কাউছার আলী ও গিয়াছুদ্দীন। বৈঠক পরিচালনা করেন অত্র উপযেলার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম।

৫. মোল্লাপাড়া, রাজশাহী ২২ নভেম্বর, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টা হ'তে মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৪০ জন সোনামণি ও ৮ জন সুধীর উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি যাকারিয়া-এর কুরআন তেলাওয়াত এবং তন্ময়-এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন ও রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক আব্দুল মুক্বীত। জুম'আর খুৎবায় কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক সমবেত মুছল্লীদেরকে 'সোনামণি' সংগঠনের সার্বিক সহযোগিতার জন্য স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

৬. বাগমারা, রাজশাহী; ২৯ নভেম্বর '০২ শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টা হ'তে মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শরীফুল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াত ও শাহীন আলমের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও ইমামুদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র উপযেলার 'সোনামণি' পরিচালক মাওলানা সুলতান মাহমূদ, সহ-পরিচালক মাওলানা আব্দুছ ছামাদ। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা করেন আব্দুস সালাম, লুৎফর রহমান ও বাবুল হুসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র উপযেলার 'সোনামণি' পরিচালক মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম।

দায়িত্বশীল বৈঠক ও আলোচনা সভা

২৮ নভেম্বর ২০০২, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য দুপুর ১-টা হ'তে সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সোনামণি কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল সহ বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মারকায শাখার সোনামণি হাফেয হাবীবুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

উক্ত দায়িত্বশীল বৈঠকে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয় অনুমোদিত দাঈ ফাওয়ায বিন আব্দুল্লাহ আল-গামেদী। তিনি প্রধান অতিথির ভাষণে দায়িত্বশীলদের তাক্বওয়া অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। সাথে সাথে 'সোনামণি' সংগঠনের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন আলেম ২য় বর্ষের ছাত্র আব্দুল আলীম।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

৬ বিভাগীয় শহরে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠিত

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল অধ্যাদেশের আওতায় এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হ'ল। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ৯ নভেম্বর ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি অনুমোদন করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের প্রতিটিতে একজন বিচারকসহ ১১ জন করে কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকবেন। ট্রাইব্যুনাল ৬টি অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার করবে। এর মধ্যে হত্যা, ধর্ষণ, অস্ত্র, বোমা, মাদক ও মওজুদদারীর অপরাধ রয়েছে। প্রতিটি মামলা ৯০ দিনের মধ্যে শুনানি শেষ করবে। একটানা মামলার শুনানি করে বিচার কাজ সমাপ্ত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলার শুনানি শেষ করতে না পারলে নির্ধারিত কারণ উল্লেখ করে পরবর্তীতে ১৫ দিন সময় চাইতে পারবে।

বুড়িগঙ্গাকে ঘিরে আছে ৫ হাযার অবৈধ স্থাপনা

রাজধানী ঢাকার মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যাওয়ার পথে বসেছে ঐতিহ্যবাহী বুড়িগঙ্গা নদী। ভূমিদস্যু আর অবৈধ দখলদারদের আগ্রাসনের কবলে পড়ে তিলে তিলে নিঃশেষিত হয়ে আসছে নদীর জলভাগ। প্রায় ৫ হাযার ছোটবড় অবৈধ স্থাপনা ঘিরে রেখেছে এই বুড়িগঙ্গাকে। গত কয়েক দশকে নদী ভরাট হ'তে হ'তে এতটাই সংকুচিত হয়ে গেছে যে, শুষ্ক মৌসুমে এর রুগ্ন বিধ্বস্ত চেহারাটি দেখে হতাশ হ'তে হয়। এককালের ফুলে টইটম্বুর প্রশস্ত বক্ষা এই নদীর তর্জন-গর্জন বিলীন হয়ে এখন মরা খালে রূপান্তরিত হয়েছে।

মানুষরূপী স্বার্থান্বেষী হায়েনার দল ঢাকার প্রাণ হিসাবে খ্যাত এই নদীকে গলাটিপে হত্যার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র বুড়িগঙ্গাই নয়, ঢাকার কোল ঘেঁষে বহমান আরো দু'টি নদী শীতলক্ষা ও তুরাগের দশাও এর চেয়ে ভাল নয়। নদীর দুই কূল ভরাট হ'তে হ'তে নদীর নাব্যতা হুমকির মুখে পড়েছে। নদী ও এর কূলবর্তী এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষের থাকলেও এই সংস্থা তাদের কর্তব্য পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

অবশেষে দুই বিদেশী সাংবাদিক বহিষ্কার

ইউরোপীয় টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান 'চ্যানেল ফোর'-এর গ্রেফতারকৃত দুই বিদেশী সাংবাদিক ব্রিটিশ নাগরিক জাইবা নাজ মালিক ও ইতালীয় নাগরিক লিও পোলদো ব্রুনো সরেন্তিনোকে ১ লক্ষ টাকা করে মুচলেকা নিয়ে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাদের দু'জনকে নিজ নিজ দেশের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূত উপস্থিত থেকে গ্রহণ করেন। ১১ ডিসেম্বর রাত ৮-টা ৫০ মিনিটে এমিরেটস বিমানযোগে তারা যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

১১ ডিসেম্বর বুধবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রিয়ায রহমান বলেন, বাংলাদেশ সরকার নযীরবিহীন সৌজন্য দেখিয়ে তাদের চলে যেতে দিতে সম্মত হয়েছে। তিনি জানান, চ্যানেল ফোরের দুই সাংবাদিক বাংলাদেশ সরকারের কাছে বিবৃতি দিয়ে তাদের বাংলাদেশে আসার পর থেকে যে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি হয়েছে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তারা স্বীকার করেছেন, ভুয়া পেশাগত পরিচয়ে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন, যা সঙ্গত হয়নি। তারা এই প্রতারণার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী জানান, দুই বিদেশী সাংবাদিক বলেছেন, তারা বাংলাদেশে আল-ক্বায়েদা, তালেবান তৎপরতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছেন কিন্তু এ ধরনের অভিযোগের কোন প্রমাণ পাননি। এই দুই সাংবাদিক তাদের বিবৃতিতে আরো বলেছেন, বাংলাদেশে ধর্মীয় সহনশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ তারা পেয়েছেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরো জানান, দুই সাংবাদিকের নিয়োগকারী সংস্থা চ্যানেল-৪ ও 'সেনটরন প্রডাকশন কোম্পানী' (যুক্তরাজ্য) প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারা বাংলাদেশকে মিথ্যা বলে হেয় করবে না।

উল্লেখ্য, গত ২৫ নভেম্বর যশোরের বেনাপোল সীমান্ত থেকে এই দুই বিদেশী সাংবাদিককে এবং পরে তাদের সহায়তাকারী হিসাবে দোভাষী প্রিসিলা রাজ ও সাংবাদিক সালিম ছামাদকে গ্রেফতার করা হয়।

তারা চ্যানেল ফোরের জন্য 'আন-রিপোর্টেড ওয়ার্ল্ড' নামে একটি ভিডিও তথ্যচিত্র তৈরী করতে গত ৬ নভেম্বর বাংলাদেশে আসেন। তাদের বাংলাদেশ সফরের ব্যবস্থা করেছিল ইউরোপীয় পার্লামেন্ট।

আরো উল্লেখ্য যে, দুই বিদেশী সাংবাদিকের সাথে ধৃত রিপোর্তিয়ের্স সঁস ফ্রতিয়ের্সের (আরএসএফ) বাংলাদেশ প্রতিনিধি সাংবাদিক সালিম ছামাদ ও এনজিও কর্মী প্রিসিলা রাজ কারাবন্দি রয়েছেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, তাদের ব্যাপারে 'আইন নিজস্ব গতিতে চলবে'।

গাইবান্ধা ট্রাজেডি

যাকাতের কাপড় নিতে এসে নিহত অর্ধশত

যাকাতের কাপড় নিতে এসে পায়ের তলায় পিষ্ট এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গত ১লা ডিসেম্বর ভোরে গাইবান্ধা শহরে অর্ধশত নারী ও শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন শতাধিক।

জানা যায়, ধর্মীয় নির্দেশ ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে

শিল্পপতি ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক, নাহিদ কটন মিলের মালিক এম,এ ওয়াহেদ প্রতিবছর ২৫ রামাযানে দুস্থ মানুষের মধ্যে যাকাতের কাপড় বিতরণ করে থাকেন। গাইবান্ধা শহরের গোডাউন রোডে তার বাড়ী। অন্যান্য বারের মত গত ১লা ডিসেম্বরেও তিনি যাকাতের কাপড় বিতরণের উদ্যোগ নেন। ঐ দিন সকাল ১০-টায় উক্ত বাড়ী থেকে যাকাতের কাপড় বিতরণের খবর পেয়ে শহরতলী ও পল্লী অঞ্চলের কয়েক হাযার দুস্থ সহায়-সম্বলহীন নারী ও শিশু ভোররাত থেকেই ভিড় জমাতে থাকে। সাহরীর পর মালিকের ভাই আদমজী পাটকলের গাইবান্ধা পাট ক্রয় কেন্দ্রের গুদাম চত্বরের ভেতরে দুস্থ মহিলাদের নেয়ার জন্য গুদামের দারোয়ানকে গেট খুলে দিতে বলেন। গেট খুলে দেবার পর সবাই এক সঙ্গে ঐ গেট দিয়ে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করলে অন্তত ৭০ জন মহিলা ধাক্কাধাক্কি ও চাপে মাটিতে পড়ে যান। তাদের উপর দিয়ে কয়েক হাযার মানুষ হেঁটে যাওয়ায় এ মর্মান্তিক ঘটনার অবতারণা হয়।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ৩০৪/১০৯ ধারায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই মামলায় শিল্পপতি আব্দুল ওয়াহেদ, তার দুই ভাই আব্দুল খালেক রঞ্জু ও মুহাম্মাদ মাস'উদ, বোন ফিরোজা বেগম, মামা মকু তালুকদার এবং আদমজী জুট মিলস্-এর পরিত্যক্ত গুদামের দারোয়ান মেয়েযুদ্দীনসহ ৬ জনকে আমাসী করা হয়েছে।

তাছাড়া এ ঘটনা তদন্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উচ্চ পর্যায়ের ৩ সদস্যের একটি টীম গঠন করা হয়েছে। এই তদন্ত টীমে রয়েছেন তদন্ত টীমের আহ্বায়ক মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব যুলফিকার হায়দার চৌধুরী, রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার মুহাম্মাদ আজিরুদ্দীন আহমাদ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মুহাম্মাদ আবূ হাফিয।

সিনেমা হলে বোমা হামলা ॥ নিহত ২০

মুসলিম জাতির অন্যতম প্রধান উৎসব ঈদুল ফিতরের আনন্দে গোটা দেশ যখন উদ্বেলিত ঠিক তখনই ময়মনসিংহ শহরে মর্মান্তিক ট্রাজিক ঘটনা ঘটে। গত ৭ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬-টার পর হ'তে ৭-টার মধ্যে শহরের চারটি সিনেমা হলে পরপর বোমা বিস্ফোরণের অন্তত ২০ জন নিহত হয়। আহত হয় দু'শতাধিক। এদের মধ্যে অন্তত অর্ধশতের অবস্থা গুরুতর। যদিও প্রকৃতপক্ষে ৪টি সিনেমা হ'লে দর্শকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ হাযার। আকস্মিক এই নাশকতামূলক ঘটনা ঘটার পর গোটা শহর শোকের শহরে পরিণত হয়। গোটা শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। কার্যত অচল হয়ে যায় স্বাভাবিক কর্মপ্রবাহ। সেনাবাহিনী, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস কর্মী এবং সাধারণ মানুষ দ্রুত সিনেমা হলগুলিতে ছুটে গিয়ে উদ্ধার অভিযানে শরীক হয়। আক্রান্ত চারটি সিনেমা হল হচ্ছে- অলকা, অজন্তা, ছায়াবানী ও পূরবী। মাত্র আধা কিলোমিটার ব্যবধানে এই চারটি সিনেমা হল অবস্থিত।

ঘটনার পরপরই জ্বালানী ও খনিজসম্পদ মন্ত্রী এ,কে,এম মোশাররফ হোসেন, স্থানীয় এমপি, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থলগুলি পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৪টি সিনেমা হল, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও সিএমএইচ পরিদর্শন করেন এবং নিহত ও আহতদের খোঁজখবর নেন। তিনি এই মর্মন্তুদ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী আহতদের সুচিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দেন। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে মোট ২১ জনকে আটক করেছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, এমন এক সময়ে এ ঘটনা ঘটল যখন যৌথ বাহিনীর দেশব্যাপী অভিযান চলছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঘাতক-নাশকচক্র অনেকটা চ্যালেঞ্জ দিয়েই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য অত্যন্ত গভীরে। সচেতন মহলের অজানা নেই যে, যৌথ অভিযান শুরুর পর ভারত থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার শুরু হয়েছে। ভারতের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একই ভাষায় অভিযোগ করেছেন যে, বাংলাদেশে 'আল-কায়দা'-এর বড় রকমের একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে। ভারতের সঙ্গে লড়াই করছে এমন গোষ্ঠীগুলির ঘাঁটিও রয়েছে বাংলাদেশে। এই পরিকল্পিত অপপ্রচার ও মিথ্যাচারের যুৎসই জবাবও অবশ্য বাংলাদেশ দিয়েছে। বহুদিন ধরে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দেশ হিসাবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই বোমা হামলা তারই নমুনা বলে পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন। তাছাড়া বিশেষজ্ঞগণ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকৃত বোমার খণ্ডবিশেষ পরীক্ষা করছেন। তাদের অভিমত হচ্ছে বিস্ফোরিত বোমাগুলি সেনাবাহিনী ছাড়া আর কেউ কখনও ব্যবহার করে না। করার কথাও নয়। সেনাবাহিনীর কাছে ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকজন ছাড়া এর বিস্ফোরণ ঘটানোও সম্ভব নয়। তাই এই বোমাগুলি যে সীমান্তের ওপার থেকে পাচার হয়ে এসেছে এবং এর বিস্ফোরণের সাথে একটি শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ চক্র জড়িত তা অনেকটা নিশ্চিত।

ভারতকে ট্রানজিট দেওয়া হ'লে ৬ মাসে সড়ক অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে

-অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান বলেছেন, নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতকে কোনভাবেই ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট দেওয়া যাবে না। ভারতকে স্থল ট্রানজিট দেওয়া হ'লে বাংলাদেশে বিদ্যমান সড়ক অবকাঠামো ৬ মাসের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, ভারত আচরণগতভাবে বাংলাদেশের জটিল প্রতিবেশী দেশ। তবু বাস্তব কারণেই ভারতের সাথে সহাবস্থানের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। গত ১০ ডিসেম্বর 'ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা' শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন। 'বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এণ্ড স্ট্রাটেজিক ষ্টাডিজ' (বিআইআইএসএস) ও 'মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাষ্ট্রী'র (এমসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিআইআইএসএস মিলনায়তনে

অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভপতিত্ব করেন সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত মুফলেহ-আর-ওছমানী। অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের অনেকে ভারতের সাথে বাণিজ্য ও ট্রানজিটের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টিও ভাবতে হবে। ভারতকে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট দেওয়ার মত সড়ক অবকাঠামো আমাদের নেই। আমাদের রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট তৈরী করা হয়েছে ৭ টনী ট্রাক চলাচলের উপযুক্ত করে। এ রাস্তা ও ব্রিজ-কালভার্ট দিয়ে ২০/২৫ টনী ট্রাক চলাচল করলে ৬ মাসের মধ্যে পুরো পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। তিনি বলেন, ট্রানজিট পানি পথে বা রেলপথে চলতে পারে কিন্তু স্থল পথে কোনভাবেই নয়।

সেনা সদস্য সহ ৩ ভারতীয় চর আটক

ভারত যখন অব্যাহতভাবে বাংলাদেশ থেকে কথিত আইএসআই তৎপরতা নিয়ে অপপ্রচারণায় লিপ্ত, ঠিক তখনই বাংলাদেশে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক উদঘাটিত হয়েছে। গত ২৪ ও ২৫ নভেম্বর সেনা সদস্যসহ ৩ গুপ্তচর গ্রেফতারের মাধ্যমে ফাঁস হয়ে গেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয় গোয়েন্দা চক্রের তৎপরতা। ধৃত ৩ জনের একজন বগুড়া সেনানিবাসে অবস্থিত ৩৭ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ওয়ারেন্ট অফিসার (জেসিও) গোলাম মোস্তফা, দ্বিতীয় জন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ল্যান্স কর্পোরাল মুযাফ্ফর ও অন্যজন চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার কালিগঞ্জ গ্রামের মুহাম্মাদ আরীফ। এর পূর্বে গত নভেম্বর মাসে সিলেটে ধরা পড়ে আকাশুয্যামান নামের অপর এক ভারতীয় গুপ্তচর।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ধৃত ৩ ব্যক্তি প্রায় দু'বছর যাবত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট হিসাবে কাজ করে আসছে। সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এরা এ যাবত সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন অনুশীলন সংক্রান্ত গোপনীয় দলীল, ম্যাপ ও নকশা, বিভিন্ন ফরমেশন যথা ব্যাটালিয়ন, ব্রিগেড, ডিভিশনের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের চাকরি সংক্রান্ত নথিপত্র, মুভ প্ল্যান, লোড টেবিল, ইউনিটে চাকরিরত অফিসারদের স্থায়ী ঠিকানা, বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন/রেজিমেন্টের সাংগঠনিক কাঠামো, অস্ত্র ও জনবলের বিবরণী, এব্রিভিয়েশন বই, গোলাবারুদাগারের অবস্থান ও নকশা এবং গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে হস্তান্তর করেছে। ধৃতরা স্বীকার করেছে যে, দলীলপত্র ও তথ্যাদি তারা ভারতের জনৈক মতি নামক এজেন্ট হ্যান্ডলার-এর মাধ্যমে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা যার সাংকেতিক নাম 'জিটিজি' তার কাছে প্রেরণ করতো।

ধৃত মুযাফ্ফর স্বীকার করেছে যে, ভারতীয় এজেন্ট হ্যান্ডলার মতি তার আত্মীয়। তার স্বীকারোক্তি মতে, প্রায় দু'বছর পূর্বে মতি তাকে ওয়ারেন্ট অফিসার গোলাম মোস্তফাকে রিক্রুট করার কথা বলে। মতির সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ হ'ত ও তথ্য আদানে মতি তাকে প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা সরবরাহ করত। সে বলে, মতি 'পাল' নামের জনৈক ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তার কাছ থেকে চিরকুট এনে তাকে দিত এবং সে তা পৌঁছে দিত গোলাম মোস্তফার কাছে। এরপর মোস্তফা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করত ফটোকপি করে বা হাতে লিখে খামে ভরে।

এদিকে সেনাবাহিনীর মত প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক উদঘাটিত হওয়ায় সকলেই এই আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বললেও তারা এদেশের প্রতিটি স্তরেই গুপ্তচর নিয়োগে সক্ষম হয়েছে। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার এসব গুপ্তচর এখন খুবই তৎপর। বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে আরো অধিক আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করে এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই এসব অপতৎপরতা দমন সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

সীমান্তে ২ বছরে ভারতীয় দুর্বৃত্ত ও বিএসএফ ২০২ বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ২০০০ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২০০২ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়কাল অর্থাৎ গত ২ বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও সে দেশের দুর্বৃত্তদের বিভিন্ন মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় ২০২ জন বাংলাদেশী নাগরিক নিহত, ৩০২ জন আহত, ১৭০ জন গ্রেফতার, ১৮৭ জন অপহরণ ও ৩০ জন নিখোঁজ এবং ২২টি ছিনতাই/লুটের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সংবাদপত্র সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে 'অধিকার' প্রণীত এক রিপোর্টে এই পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

পাঠক নন্দিত ও বহু আকাংখিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বইটি বর্ধিত কলেবরে ৪র্থ সংস্করণ হোয়াইট প্রিন্টে বের হয়েছে। বহু তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ এই অমূল্য বইটির প্রতি কপির হাদিয়া ২০.০০ (বিশ) টাকা মাত্র। নিজে খরিদ করুন এবং অন্যকে উপহার দিন। আহলেহাদীছের প্রকৃত পরিচয় জানতে হ'লে বইটি আজই সংগ্রহ করুন। একত্রে ১০ কপি ও তার ঊর্ধ্বে নিলে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

প্রাপ্তিস্থানঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।

বিঃ দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পুনঃমুদ্রণ হয়েছে। হাদিয়া ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

বিদেশ

শ্রীলংকায় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় নিরাপত্তা কমিটি গঠিত

শ্রীলংকা সরকার বলেছে, সেদেশের তামিল নিয়ন্ত্রিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা হয়েছে। শ্রীলংকার ২য় বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমানরা অভিযোগ করে আসছেন যে, গত ১৯ বছর স্বাধীনতার জন্য লড়াইরত তামিল টাইগার বিদ্রোহীরা প্রায়-ই মুসলমানদের হয়রানি করছে, তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছে এবং তাদের উপর হামলার পর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১৯ বছরে সরকারী সৈন্য ও তামিল বিদ্রোহীদের মধ্যে লড়াইয়ে ৬৪, ৫০০ লোক নিহত হয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে নরওয়ের উদ্যোগে দুই পক্ষ এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু মুসলমানরা বলছেন, এর পরেও তামিল টাইগাররা মুসলমানদের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। গত জুন মাসে এক হামলায় ৫ জন মুসলমান নিহত এবং এক ডজনের বেশী আহত হন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রম সিং-এর নির্দেশে গঠিত এই কমিটি মুসলমানদের নিরাপত্তা ও অবাধ তৎপরতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করবে। উল্লেখ্য, শ্রীলংকায় ১ কোটি ৮৬ লাখ অধিবাসীর মধ্যে ১ কোটি ৪০ লাখ সিংহলী, ৩০ লাখ তামিল এবং ১৩ লাখ মুসলমান।

সর্বাধিক ডায়াবেটিক রোগীর দেশ ভারত

'অল কেরালা ডায়াবেটিক ক্লাবে'র বিশেষজ্ঞ ডাঃ চেম্মানম ভারঘেস বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে ভারত বিশ্বের সর্বাধিক ডায়াবেটিক রোগীর দেশে পরিণত হবে। কারণ এ রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। সোমবার দক্ষিণাঞ্চলীয় ভারতীয় শহরে তিনি রিপোর্টারদের বলেন, ১৯৯৫ সালে ভারতে ১ কোটি ৯০ লাখ ডায়াবেটিক রোগী ছিল। ২০০১ সালে তা বেড়ে ৪ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী ২০০৫ সালে দেশে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৫ কোটি ৭০ লাখে।

ভূমধ্যসাগরে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরীর পরিকল্পনা করছে ইসরাঈল

ভূমধ্যসাগরে বেশ কিছু কৃত্রিম দ্বীপ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে ইসরাঈল। বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। মাল্টিবিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পে গড়ে তোলা ৩টি দ্বীপ পর্যটন, আবাসিক ও ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হবে। সমুদ্রে গড়ে তোলা একটি বিমান বন্দর ৩টি দ্বীপে যাতায়াতের কাজে ব্যবহৃত হবে।

গত ১০ বছর ধরে এই পরিকল্পনা নিয়ে ইসরাঈলে আলোচনা চলছে। বর্তমানে পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পরিবেশবাদী গ্রুপগুলি এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করছে। তাদের মতে এই কৃত্রিম দ্বীপ দেশটির সমুদ্র সৈকত ধ্বংস করবে। ইসরাঈলী মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়, বন্দর নগরী তেল আবিব, হাইফা, হাইলিয়া ও নেতানিয়ার অদূরে অর্ধবর্গ মাইল আয়তনে দ্বীপগুলি তৈরী হবে। 'অশ্রুবিন্দু' আকৃতির দ্বীপগুলি মূল ভূখণ্ডের সাথে ব্রীজ ও পানির নীচ দিয়ে পথের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে। এখানে ২০ হাযার মানুষের বসতি ও আরো ১০ হাযার কর্মসংস্থান হবে। প্রতিটি দ্বীপ তৈরীতে খরচ হবে ১০০ কোটি ডলার। এই প্রকল্প নিয়ে গবেষণার দায়িত্বে নিয়োজিত ইসরাঈলের ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি জানায়, এসব দ্বীপ মরুভূমিতে শহর গড়ে তোলার বিকল্প হ'তে পারে।

ভারতে এইডস রোগীর সংখ্যা ৪০ থেকে ৪৫ লাখ

ভারতে বর্তমান এইডস রোগীর সংখ্যা ৪০ থেকে ৪৫ লাখ। মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টে এই আভাস দেয়া হয়েছে যে, ২০১০ সালের মধ্যে ভারতে এইডস রোগীর সংখ্যা ২ কোটি থেকে আড়াই কোটিতে দাঁড়াতে পারে। ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শলেরগন সিনহা মার্কিন রিপোর্টকে সম্পূর্ণ ভুল বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, এ দশকের শেষে এইডস রোগী নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয় না। দিল্লী সরকার এই দাবী করছে যে, তাদের এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচী গ্রহণের ফলে গত ৩ বছরে এইডস রোগী দশমিক ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মতে বর্তমানে এ সংখ্যা ৪০ লাখ।

উল্লেখ্য, মার্কিন কম্পিউটার কোম্পানী 'মাইক্রোসফটে'র প্রধান বিল গেটস এইডস রোগ প্রতিরোধে ভারতকে ১২ কোটি ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

প্রকাশ্যে ধূমপানের দায়ে টোকিওতে ১ মাসে ৭৪৯ ব্যক্তিকে জরিমানা

জাপানের রাজধানী টোকিওতে সবচেয়ে বড় বাণিজ্য কেন্দ্র চিউদায় প্রকাশ্য রাস্তায় ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়ার প্রথম মাসে এই নিষেধাজ্ঞা লংঘনের দায়ে ৭শ' ৪৯ ব্যক্তির প্রত্যেককে ১৬ ডলার করে জরিমানা করা হয়েছে। চিউদা শাখার একজন কর্মকর্তা জানান, জনমত জরিপে দেখা যায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষ এই নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করে। ফলে নিষেধাজ্ঞার আওতা বাড়ানোর কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। কেউ এই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করছে কি-না তা দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের লোকজন রাস্তায় টহল দিচ্ছে।

রাজস্থানে অনাহারে ৪০ জন উপজাতির মৃত্যুঃ অন্যরা ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে

ভারতের খরাকবলিত মরুরাজ্য রাজস্থানে অন্তত ৪০ জন ভারতীয় উপজাতি প্রধানত শিশু না খেয়ে মারা গেছে এবং অন্যরা ঘাস খেয়ে প্রাণে বেঁচে আছে। 'পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস' নামের একটি মানবাধিকার গ্রুপ ও অন্যান্য বেসরকারী সংগঠনগুলি বলেছে, মাত্র এক মাসের মধ্যে এসব

লোক মারা গেছে। এমনকি যে ঘাস খেয়ে মানুষ বেঁচে আছে তাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। অপর একটি সাহায্যদাতা গ্রুপ 'ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞান সমিতি'র বিজয় রাঘব বলেছেন, সামান্য শস্যকণা ছাড়া বাড়ীঘরে খাবার মত কিছুই আমরা দেখতে পাইনি। আমরা লোকজনকে বন্য ঘাসের বিচি 'শামা' থেকে তৈরী রুটি খেতে দেখেছি। এদিকে রাজ্য সরকার বলছে, রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় নযীর বিহীন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তবে সেখানে রোগাক্রান্ত হয়ে ২৫ জন মারা গেছে। অনাহারে কেউ মরেনি।

বিশ্বে ৩০ লাখ শিশু এইচআইভিতে আক্রান্ত

ইউনিসেফ-এর নির্বাহী পরিচালক ক্যারল বেলামি বলেছেন, এইডসের কারণে ইয়াতীম শিশুদের সংকটে আন্তর্জাতিক সহায়তা খুবই অপর্যাপ্ত। বৃহত্তর গুরুত্বের একটি উপলব্ধি এবং যৌথ ব্যবস্থা ছাড়া লাখ লাখ শিশুকে তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে বিরাট ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হবে। তিনি আরো বলেন, ব্যতিক্রম ছাড়া এইডসের কারণে ইয়াতীম হয়ে যাওয়া শিশুরা পুষ্টিহীন, নিরক্ষর ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তারা এমন সব কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত যেগুলির উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং যেগুলিতে তাদের কোন ভূমিকা নেই। তারা বিরাট হুমকির মুখোমুখি এবং তাদের কোন নিরাপত্তা নেই। এসব কারণে তারা এইচআইভিতে আক্রান্ত হ'তে পারে।

বর্তমানে প্রায় ৩০ লাখ শিশু এইডস বা এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত। ১৫ বছরের নীচে ১ কোটি ৩৪ লাখ শিশুর পিতা-মাতা নয়তো উভয়ে এ রোগে মারা গেছে। এসব শিশুর মধ্যে ১ কোটি ১০ লাখ শিশু বসবাস করছে আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে।

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।
২. রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।
৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।
৬. কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।
৭. ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।

মুসলিম জাহান

মীর জাফরুল্লাহ খান জামালী পাকিস্তানের নয়া প্রধানমন্ত্রী

প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের প্রতি অনুগত বেলুচিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মীর জাফরুল্লাহ খান জামালী (৫৮) গত ২১ নভেম্বর পার্লামেন্টে ভোটাভুটিতে ১৭২ ভোট পেয়ে পাকিস্তানের নয়া ও ১৯তম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। 'মুত্তাহিদা মজলিসে আমলে'র প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী মাওলানা ফযলুর রহমান ৮৯ এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পিপিপি প্রার্থী শাহ মাহমূদ কোরেশী পেয়েছেন ৭০ ভোট।

জাতীয় পরিষদের স্পীকার জমির হোসাইন পার্লামেন্টে ভোটাভুটির ফলাফল ঘোষণা করে বলেন, মীর জাফরুল্লাহ খান জামালী জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।

নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী গত ২৩ নভেম্বর শপথ গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে মন্ত্রী পরিষদের ১৪জন পূর্ণ মন্ত্রী ও ৬জন প্রতিমন্ত্রীও শপথ নেন। মন্ত্রী পরিষদে পাকিস্তান পিপলস পার্টির ৩ জন সদস্যের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ শপথগ্রহণের মধ্যদিয়ে দেশটিতে ৩ বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটল। যদিও আগামী ২০০৭ সাল পর্যন্ত জেনারেল মোশাররফ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতাসহ কূটনৈতিকবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ নতুন প্রধানমন্ত্রী জামালীকে শপথগ্রহণ করান। তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে মোশাররফের এ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হ'ল। ১৯৯৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনালের মোশাররফ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

সঊদী আরবে আগামী বছরের ২০ হাযার ৯শ' কোটি রিয়ালের বাজেট পাস

সঊদী আরব আগামী ২০০৩ সালের জন্য ২০ হাযার ৯শ' কোটি রিয়ালের বাজেট অনুমোদন করেছে। বাজেটে ৩ হাযার ৯শ' কোটি রিয়াল ঘাটতি ধরা হয়েছে। ২০০২ সালে প্রকৃত বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২ হাযার ১শ' কোটি রিয়াল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ২০০২ সালে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৪ হাযার ৫শ' কোটি রিয়াল। এই সময়কালে মোট ২০ হাযার ৪শ' কোটি রিয়াল রাজস্ব আদায় হয়। এবারের বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ১৭ হাযার কোটি রিয়াল।

ইসরাঈলী হামলায় দুই বছরে ৬৯৩ ফিলিস্তীনী নারী ও শিশু নিহত

ফিলিস্তীনে গত দু'বছর আগে ইন্তিফাদা আন্দোলন শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ইসরাঈলী বাহিনীর হামলায় অন্তত ১৬২ জন

নারী ও ৫৩১ জন শিশু নিহত হয়েছে। ফিলিস্তীন ন্যাশনাল অথরিটি (পিএনএ)-এর স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রী আহমাদ শিবি গত ১১ ডিসেম্বর একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, কেবলমাত্র ২০০২ সালের জানুয়ারীতেই ইসরাঈলী সৈন্যের হামলায় পশ্চিম তীর ও গাজায় ১১৬ জন ফিলিস্তীনী নারী ও ২২৬ জন শিশু প্রাণ হারায়। কোন সংঘর্ষের সময় নয়, ঘুমন্ত অবস্থায় সৈন্যরা এসব নারী ও শিশুকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে হত্যা করে।

নাইজেরিয়ায় খৃষ্টান-মুসলমান দাঙ্গা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে ধৃষ্টতামূলক নিবন্ধ প্রকাশ এবং বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা আয়োজনকে কেন্দ্র করে গত ২০ নভেম্বর নাইজেরিয়ার বাণিজ্যিক রাজধানী লাগোসের ৬শ' কিঃমিঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় মুসলিম অধ্যুষিত শহর কাদুনায় খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গা শুরু হয়।

জানা যায়, বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ইসলামপন্থী সংগঠনগুলি অনেক আগে থেকেই বিরোধিতা করে আসছিল। তারা হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল যে, পবিত্র রামাযান মাসে এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। কিন্তু আয়োজকরা মুসলমানদের দাবী ও অনুভূতিকে অবজ্ঞা করে তাদের কাজ চালিয়ে যায়। তাছাড়া কাদুনায় লাগোস ভিত্তিক 'দিসডে' পত্রিকায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কটাক্ষ করে নিবন্ধ প্রকাশ করে পরিস্থিতিকে আরো মারাত্মক করে তোলা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে মুসলমানরা এই প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করলে উগ্র খৃষ্টানরা প্রথমে তাদের উপর হামলা চালায়। মুসলমানরা পাল্টা হামলা চালালে দাঙ্গা সর্বাত্মক রূপ নেয় এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চারদিন ধরে চলা ভয়াবহ দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা ২শ' ছাড়িয়ে যায়। নাইজেরিয়ার রেডক্রসের সভাপতি ইমানুয়েল ইজিওয়ারি বলেন, রাস্তায় এবং হাসপাতালের মর্গে ২১৫টি লাশ গণনা করা হয়। তিনি বলেন, অনেক লাশ পরিবারের সদস্যরাও দাফন করে ফেলে। ফলে নিহতের সংখ্যা আরো অনেক বেশী। এই দাঙ্গায় সহস্রাধিক লোক আহত হয়। হাযার হাযার লোক প্রাণভয়ে তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। সহায়-সম্পদের অনেক ক্ষতি হয়। মসজিদ, গীর্জাসহ অনেক ঘরবাড়ী আগুনে ভস্মীভূত করা হয়।

মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে ধৃষ্টতাপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশকারী 'দিসডে' পত্রিকার সম্পাদক সাইমন কালাওল ও একজন রিপোর্টারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ওলুসেবান ওবাসানজো গোলযোগে উস্কানি দেওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের দায়িত্বহীন সাংবাদিকতাকে অবশ্যই আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। পত্রিকাটি অবশ্য পরে এই নিবন্ধের জন্য ক্ষমা চেয়েছে।

উল্লেখ থাকে যে, নাইজেরিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত কাদুন শহরে খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে প্রায়ই দাঙ্গা বাঁধে। মাত্র দুই বছর আগে এই শহরে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দুই হাযারের বেশী লোক নিহত হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পানি বিশুদ্ধ রাখতে সাজনার ব্যবহার

সাজনার ভেষজ গুণাগুণ এবং ব্যবহার আমাদের অনেকের জানা। কিন্তু সাজনার একটি বিশেষ ব্যবহার আমরা অনেকেই জানি না। আফ্রিকায় সাজনা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সুদানের উত্তরাঞ্চলে পানি বিশুদ্ধকরণে সাজনার বীজ দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহার হয়ে আসছে। নদী ও ঘোলা জলাশয়ের পানি বিশুদ্ধকরণে সুদানী মহিলারা সাজনা বীজচূর্ণ ব্যবহার করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, সাজনা বীজচূর্ণ পানিতে মিশ্রিত ও নিলম্বিত কঠিন পদার্থ ঘনীভূতকারী দ্রব্য হিসাবে ফলপ্রসূ।

এটি ফিটকারির মত প্রাথমিক ঘনীভূতকারী দ্রব্য হিসাবে কাজ করে। দ্রবীভূত ও নিলম্বিত কাদা, বালি ও অন্যান্য কঠিন পদার্থের পরিমাণের ভিত্তিতে পানি কখনো বেশী ঘোলা আবার কখনো অপেক্ষাকৃত কম ঘোলা হয়ে থাকে।

ঘোলার পরিমাণের ভিত্তিতে প্রতি লিটার পানিতে ৩০ থেকে ২০০ গ্রাম পর্যন্ত শুষ্ক সাজনা বীজচূর্ণ ব্যবহার করে এক থেকে দুই ঘন্টার মধ্যে পানি পরিষ্কার করা সম্ভব।

সাজনা বীজচূর্ণ ব্যবহারে কেবল পানিই পরিষ্কার হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকটেরিয়াও দ্রবীভূত হয়।

যাত্রীবাহী ইলেকট্রিক গাড়ী

সম্প্রতি জাপানের টোকিও ভিত্তিক খেলনা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'তাকারা কিউআই' নামে তাদের এক যাত্রীবাহী ছোট ইলেকট্রিক গাড়ী গত ৯ জুলাই প্রদর্শন করেছে। টোকিওতে প্রদর্শিত এই গাড়ীটি পয়েন্ট থ্রি কিলোওয়াট মোটরে চালিত হয় এবং ব্যাটারী একবার চার্জ নিয়ে ৮০ কিলোমিটার চলতে সক্ষম। নভেম্বর '০২-য়ে এটি বাজারে পাওয়া যাবে বলে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত আশাবাদী। এর দাম রাখা হয়েছে ১০ হাযার ৮৪০ ডলার।

ডিজেল গাছ

ব্রাজিলে বিচিত্র ধরনের এক প্রকার গাছ পাওয়া যায়। নাম তার 'ডিজেল ট্রি'। এই গাছগুলির রস অবিকল ডিজেলের মত। বৈজ্ঞানিক নাম 'কোবনই ফেরাল্যাবস ডরফি'। গাছগুলির গায়ে ছিদ্র করলে রস গড়িয়ে নামে, যা খাঁটি ডিজেল তেল। এমনকি এই তেলকে বিকল্প হিসাবেও ব্যবহার করা যায়, গাড়ী চালানো যায়। খনিজ তেল তো শোধন করার দরকার হয়। এই গাছের রস এত খাঁটি যে, তা শোধন করার দরকার হয় না। গাছগুলি লম্বা হয় প্রায় ৩০ মিটারের মত। প্রতি ছয় মাসে এ গাছ থেকে ঘন্টায় ৮১০ লিটার করে ডিজেল পাওয়া যায়।

দাঁতের রোগ থেকে হৃদরোগ

গবেষণায় দেখা গেছে, মুখ অপরিষ্কার থাকার দরুণ দাঁতের মাড়িতে তৈরী হওয়া ব্যাকটেরিয়া অচিরেই রক্তকে দূষিত করতে পারে। মাড়ির ইনফেকশন থেকেও রক্ত প্রবাহে ভাইরাসের আক্রমণ হ'তে পারে, যা পরবর্তীতে হৃদরোগের জন্য আশংকা

জাগায়। অতএব সাবধান, শুধুমাত্র দাঁতের যত্ন দাঁতের জন্য নয়, হৃদরোগ থেকে বাঁচতেও দাঁতের যত্ন নিন।

জীবন্ত রোবট মাছ

জাপানের মিতসুবিশি হেভি ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বিশ্বের সবচেয়ে জীবন্ত রোবট মাছ তৈরী করেছে। এটি দীর্ঘ চার বছর ধরে তৈরী করা হয়েছে। খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ না করলে সত্যিকার মাছ থেকে একে আলাদা করা খুবই কঠিন। ভবিষ্যতে সমুদ্র এবং নদীর পানির দূষণের উৎস শনাক্ত করার কাজে এই রোবট মাছকে ব্যবহার করা হ'তে পারে।

জরায়ুর ক্যান্সারের টিকা আবিষ্কার

জরায়ুর ক্যান্সারের জন্য মূলতঃ দায়ী একটি ভাইরাসের টিকা প্রাথমিক পরীক্ষায় সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। বৃটিশ গবেষণা সংস্থা ক্যান্সার রিসার্চ জানায়, এই টিকার প্রাথমিক প্রয়োগে দেখা যায়, এটি জরায়ুর ক্যান্সারের জন্য শতকরা ৭০ ভাগ দায়ী হিউম্যান পাপিলোনা ভাইরাস (এইচপিভি) প্রতিরোধের কার্যকর ফল দিচ্ছে। সংস্থার মুখপাত্র এ্যানি জারেস্কি বলেন, যাদের এই টিকা দেওয়া হয়েছে তাদের শরীরে এইচপিভি ভাইরাসের সংক্রমণ হয়নি। একই গ্রুপের মধ্যে যাদের এই টিকা দেওয়া হয়নি তাদের কারো কারো দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা যায়। মের্ক সার্প এবং ডোমে কোম্পানী এই ভ্যাকসিনটি তৈরী করেছে।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর বিশ্বের প্রায় ৫ লাখ মহিলা জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।

ছায়াপথে দ্রুত ধাবমান কৃষ্ণ গহ্বর আবিষ্কৃত

নভোচারীরা মহাকাশের ছায়াপথে দ্রুত ধাবমান কৃষ্ণ গহ্বর শনাক্ত করেছেন। যা একটি পুরনো নক্ষত্রকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা হাবল স্পেস টেলিস্কোপের (এইচএসটি) মাধ্যমে এটি পর্যবেক্ষণ করেন। তারা বলেন, কৃষ্ণ গহ্বরটি ৬ হাযার থেকে ৯ হাযার আলোকবর্ষ দূরে নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হচ্ছে। এটা নিরাপদ দূরত্বে রয়েছে।

নভোচারীরা বলেন, এই বস্তুর গতিবেগ ঘন্টায় ৪ হাযার কিলোমিটারের বেশী। ফরাসী আণবিক জ্বালানি কমিশন ও আর্জেন্টিনার মহাকাশ ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানী ফেলিপস মিরাবেল বলেন, ছায়াপথে দ্রুত ধাবমান কৃষ্ণ গহ্বর এই প্রথম পরিলক্ষিত হয়েছে। এই আবিষ্কার উৎসাহব্যঞ্জক। কেননা এটি সুপারনোভার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

সব ধরনের আবহাওয়ায় জন্মাতে সক্ষম ধান উদ্ভাবন

যুক্তরাষ্ট্র ও কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে এমন এক ধরনের ধান গাছ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন, যা যেকোন আবহাওয়ায় জন্মাতে পারবে। গাছের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে 'সুগার জিন' নিয়ে উদ্ভিদটিতে সংযোগ ঘটানো হয়। ফলে তীব্র ঠাণ্ডা, খরা বা নোনা ভূমিতেও জন্মানোর ক্ষমতা লাভ করেছে এই ধান গাছ। অন্যদিকে শস্য দানার রাসায়নিক উপাদানে শর্করার মাত্রায় কোন হেরফের হয়নি। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পতিত জমিতে ধান উৎপাদনে এই নতুন জাত অভাবনীয় সাফল্য পাবে। উৎপাদন বাড়বে প্রায় ২০%।

বিশ্বের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। তাই জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে শস্য উৎপাদনে এই ঘাটতি মুকাবিলার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। আর এই প্রচেষ্টার অংশ হচ্ছে অনুর্বর ভূমি ও বিরূপ পরিবেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন। খরা ও ভূমির লবণাক্ততা গাছের বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু উৎপাদন ক্ষমতাকে মারাত্মক প্রভাবিত করে। কিন্তু নিউইয়র্কের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রেউ এবং তার সহকর্মীরা নতুন প্রযুক্তির শস্য উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। এ ব্যাপারে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হন, তা হ'ল চাল হচ্ছে এক ধরনের শর্করা। ফার্ন, ব্যাকটেরিয়াসহ কিছু নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ রূপ প্রাণীতেও এই শর্করা বিদ্যমান। খরা মুকাবিলায় উপযোগী উদ্ভিদ দেহেও এই শর্করা রয়েছে। বিরূপ পরিবেশে বৃক্ষ দেহকে রক্ষার জন্য ট্রিহ্যালোজ নামে জিনের একটি উপাদান দায়ী। এতদিন বিজ্ঞানীরা কোষের অন্যান্য গুণ ঠিক রেখে ট্রিহ্যালোজের জেনেটিক কোষটি প্রতিস্থাপন করতে পারছিলেন না। ভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে জিনটি নিয়ে ইতিপূর্বে বিজ্ঞানীর সাফল্য পেতে ব্যর্থ হন। বিজ্ঞানীরা এই গবেষণার জন্য বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত চাল 'বাসমতি' বেছে নেন। তারা-ই কোলি নামক ব্যাক্টেরিয়া থেকে দু'টি জিন চালের জিনের সাথে সংযোগ ঘটান। এবার সাফল্য তাদের হাতের মুঠোয় এসে যায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই 'জিন রূপান্তরিত' (জেনেটিকালী মডিফাইড) খাদ্য পরিবেশের কোন ক্ষতি করবে না। বিজ্ঞানীরা এখন অন্যান্য শস্যেও এই প্রযুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করছেন।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

জনমত কলাম

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন]

ভেটো পাওয়ার

ভেটোপাওয়াঁর সম্বন্ধে বলতে গেলে সর্বাগ্রে যে কথাটি মনে আসে তা হচ্ছে, জগতে অকল্যাণকর কাজের কর্মসূচীর মধ্যে এটি অন্যতম। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী আসনের অধিকারী হ'ল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। এরা বৃহৎ পঞ্চশক্তি নামে পরিচিত। এদের হাতে রয়েছে ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র। এই মারণাস্ত্রের মধ্যে এ্যাটম বোমা উল্লেখযোগ্য। যে সময় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জন্ম হয়, তখন কেবল ঐ পাঁচটি দেশের হাতেই এ্যাটম বোমা ছিল। এখন কিন্তু এই এ্যাটমিক শক্তির অধিকারী হয়েছে ভারত, পাকিস্তান সম্ভবতঃ ইসরাঈলও। ইসরাঈল মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে ফিলিস্তীনের উপর যে অমানবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, সম্ভবতঃ এর মূলে রয়েছে এ্যাটমিক শক্তি। তাই সে কাউকে পরোয়া করছে না।

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি আসনের অধিকারী দেশগুলিরই কেবল 'ভেটো পাওয়ার' রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের আসন সংখ্যা ১৫টি। স্থায়ী আসনের অধিকারী দেশগুলির সদস্য নির্বাচনে ভোটের প্রয়োজন নেই। এটা চরম অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা। তার চেয়েও চরম অগণতান্ত্রিকতা হ'ল 'ভেটো পাওয়ার'। কারণ বিশ্বে কোন অশান্তির অবসানে নিরাপত্তা পরিষদের ৫ জন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে ৪ জন যে মত পোষণ করেন, ভেটো পাওয়ারের একজন সদস্য বিপরীত মত পোষণ করলে সেটাই কার্যকরী হয়।

জাতিসংঘ যে মহান উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা সফল না হওয়ার একমাত্র অন্তরায় হ'ল এই 'ভেটো পাওয়ার'। যারা ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করে মহৎ উদ্দেশ্যগুলি নস্যাৎ করে দিচ্ছে, তাদের মত নির্লজ্জ আর কে হ'তে পারে?

ফিলিস্তীনীদের প্রতি ইসরাঈলের অমানবিক কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য জাতিসংঘ যখন কোন ব্যবস্থা নিতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করছে, তখন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিয়ে সেটা বানচাল করে দিচ্ছে। অথচ সেই যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তীন ও ইসরাঈলের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মাতব্বর সেজে এগিয়ে আসছে বার বার। এটা তার আরেকটা নির্লজ্জতার পরিচয়। আমার মনে হয়, ইসরাঈলকে সে গোপন পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যেই বিরোধ নিষ্পত্তির অজুহাতে ছুটে আসছে। না হ'লে স্থায়ী শান্তি হচ্ছে না কেন?

বিশ্বে নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রগুলি গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চীৎকার ছাড়ছে, আর 'ভেটো পাওয়ার' বলবৎ রাখছে। অন্ততঃ তাদের মুখে গণতন্ত্রের চীৎকার শোভা পায় না।

কোন দেশ যখন সে দেশের অশুভ গণতন্ত্রের অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে, তখনই গণতন্ত্রকারী নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রগুলি তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নানা রকম হুমকি দিতে শুরু করেছে। ফলে তাদের সামরিক অভ্যুত্থান টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশ্বে অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে যদি 'ভেটো পাওয়ার' উঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলি কখনও করতে চাইবে না। কারণ তাতে তাদের স্বার্থের হানি হবে। নিজের ক্ষতি নিজে কেউ কখনও করতে চায় না। এই নীতিবোধের কারণে তারা 'ভেটো পাওয়ারে'র নিয়ম-নীতি বিধিবদ্ধ করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় সেই মাতব্বরীর অবসান আসন্ন হয়ে এসেছে। বিশ্ব অবশ্যই এখন এটা স্পষ্টতর উপলব্ধি করতে পেরেছে, এই ভেটো পাওয়ার একেবারে অযৌক্তিক, অমানবিক এবং অগণতান্ত্রিক। আমি মনে করি যে, বিশ্বে সত্যিকার গণতন্ত্র চালু রাখতে চাইলে ভেটো পাওয়ারের অবসান অপরিহার্য। যত শীঘ্র তা সম্ভব তত শীঘ্র মঙ্গল নিশ্চিত। নইলে জাতিসংঘ নামে এ সংস্থার কোনই প্রয়োজন নেই।

জাতীয়তাবোধ ও আধুনিক শিক্ষার কবলে বাংলার মুসলমান

এক মা তার বিয়ে ইচ্ছুক ছেলে সহ মেয়ে দেখতে এসেছে। ছেলে একজন ডাক্তার, নাম রাজীব। মেয়ের নাম জয়া। ছেলে ও মেয়ের নাম শুনে আমি মনে করলাম, এরা হিন্দু। সংশয় সৃষ্টি হ'ল, ছেলের মা মেয়ের মাকে আপা বলে সম্বোধন করায়। কিন্তু আমার সংশয়টি অতি সত্বর নিরসন হ'ল, একটি সত্যি কথা মনে আসায়। সেটি হ'ল, আমরা এখন জাতিতে বাঙ্গালী বা বাংলাদেশী এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। বাংলা ভাষাকে সকল ক্ষেত্রেই মর্যাদা দানে এখন আমরা ভীষণ তৎপর। তাই নামের ব্যাপারেও বাংলা ভাষা সম্মত নাম হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমরা এখন মনে করছি। ছেলে-মেয়েদের নাম রাখতে ধর্মের প্রভাব ভাষার প্রভাব হ'তে নগন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও অর্থবোধক ধর্মীয় নাম রাখার নির্দেশ রয়েছে। দেশ ও ভাষাকে বিশ্বের বুকে সমুন্নত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। তাই নামের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলে চলবে কেন? এজন্য ছেলেদের নাম রাখছি জয়, শুভ, সজল, সজীব, সুমন, অরুণ, তরুণ, কমল, কাজল ইত্যাদি। আর মেয়েদের নাম রাখছি জয়া, শোভা, লাবণী, শ্রাবণী, পূর্ণিমা, মহিমা, শশি, নিশি, লিপি, ইতি, দিতি, দীপ্তি ইত্যাদি।

আগে আমাদের আসল পরিচয়টা বড় করে দেখা একান্ত আবশ্যক বলে আমি মনে করি। সময়ের পরিবর্তনে আসল পরিচয়টাও যেন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। যে পরিচয়ের দাবীতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র লাভ করেছিলাম, সময়ের বিবর্তনে আমরা সেই পরিচয়ে পরিচিত হ'তে কিছুটা সংকোচ ও জড়তা বোধ করি। আগের পরিচয়ের বিষয় ছিল ধর্ম আর এখন পরিচয়ের বিষয় হ'ল জাতীয়তা। আমাদের জাতীয়তা এখন বাঙ্গালীত্ব। ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার এখন আর প্রয়োজন নেই। আন্তরিকতাও নেই। কারণ ধর্ম সেটা তো সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ব্যাপার। ধর্মের প্রয়োজন এখন কোন কোন ক্ষেত্রে একটু হ'লেও চলে, না হ'লেও চলে। যেমন বিয়ের ব্যাপারে কালেমা পড়িয়ে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া, আবার উচ্চ শিক্ষার কারণে সেটা না হ'লেও চলে। বর-কনের সম্মতিতে বিয়ে সম্পাাদিত হচ্ছে, অভিভাবকের মতামত আবশ্যক নয়। মৃত ব্যক্তিকে জানাযার ছালাত পড়িয়ে দাফন করা হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে সেটি না হ'লেও চলে।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এখন আমাদের আসল পরিচয়ের আর দরকার নেই। কার্যোদ্ধারের জন্যই তখন সেটা ছিল একমাত্র হাতিয়ার।

আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আমাদের সেই পরিচয়ে পরিচিত হ'তে কোন দোষ নেই এবং কোন অসুবিধাও নেই। বরং আমাদের অস্তিত্ব সঠিকভাবে টিকিয়ে রাখতে সেই পরিচয়কে মযবূত করে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে। আসুন! আমরা সবাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে সেই মূল পরিচয়ে পরিচিত হ'তে বদ্ধ পরিকর হই। মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সেই মন-মানসিকতা দান করুন। আমীন!

❑ *মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং সন্ন্যাস বাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

কদমশহর, রাজশাহী ॥ ২০ নভেম্বর, বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কদমশহর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় কদমশহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি জনাব আব্দুস সালাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ।

অনুষ্ঠান শেষে জনাব আব্দুস সালামকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট 'আন্দোলন'-এর শাখা আহ্বায়ক কমিটি এবং মাওলানা ইসহাককে আহ্বায়ক করে 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

বাজারপাড়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ॥ ২৯ নভেম্বর, শুক্রবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় বাজারপাড়া, দৌলতখালী-তে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া -এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম মাষ্টার-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-র আল-কুরআন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম। প্রধান অতিথি দা'ওয়াতে দ্বীন' ও 'ছিয়াম'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ ॥ ১৫ই রামাযান ২১শে নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি জনাব মাষ্টার আনীসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলা কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ আইয়ূব হোসাইন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পঞ্চগড় ॥ ২১শে রামাযান ২৭শে নভেম্বর, বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পঞ্চগড় সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ-এর সভাপতিত্বে ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল গফূর। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুন নূর, তাবলীগ সম্পাদক আউনুল মা'বুদ প্রমুখ।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

ফুলতলা, পঞ্চগড় ॥ ২৮শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ৮ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পঞ্চগড় সাংগঠনিক যেলা কর্মপরিষদ ও এলাকা দায়িত্বশীলদের নিয়ে স্থানীয় ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ বলেন, দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ হচ্ছেন সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি। কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যত সচেতন হবেন সংগঠনের অগ্রগতি ততই বৃদ্ধি পাবে। অতএব আমাদেরকে কালক্ষেপন না করে মাহে রামাযানের এই মর্যাদাপূর্ণ সময়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দা'ওয়াত ও জিহাদ-এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে জান ও মাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এ সময়ে তিনি বিগত দিনের কর্মসূচী পর্যালোচনা করেন এবং আগামী দিনগুলিতে সুশৃংখলভাবে কাজ করার লক্ষ্যে একটি উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা প্রদান করেন এবং সম্মিলিতভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল গফূর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুন নূর, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আউনুল মা'বুদ, 'যুবসংঘ'-এর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁ, ২৮শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য রাত ৮ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঠাকুরগাঁ

সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় রাণীশংকৈল আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা মুয্যাম্মেল হক্ব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুল গফূর।

পাবনা॥ ৯ই ডিসেম্বর ২০০২ সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার খয়েরসূতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার কর্মপরিষদ সদস্যদের নিয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত দায়িত্বশীল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

তিনি উভয় সংগঠনের বিগত দিনের কাজের পর্যালোচনা করেন এবং আগামী তিন মাসের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক পরিকল্পনা প্রদান করেন।

দিনাজপুরে সাংগঠনিক সফর

দিনাজপুর পশ্চিম॥ ২৯ ও ৩০ নভেম্বর, শুক্র ও শনিবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার চিড়িরবন্দর এলাকার সুখদেবপুর দক্ষিণপাড়া, সুখদেবপুর উত্তরপাড়া, সুখদেবপুর মণ্ডলপাড়া, নখৈর, ঘুঘরাতলা ও আন্দারকোটা শাখায় সাংগঠনিক সফর অনুষ্ঠিত হয়।

দু'দিন ব্যাপী উক্ত সাংগঠনিক সফরে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম আব্দুল লতীফ। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল গফূর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি জনাব যমীরুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আইয়ূব হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ইদরীস আলী, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ইতর আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মতবিনিময় ও আলোচনাসভা

শ্যামনগর, সাতক্ষীরা॥ ২৫ রামাযান ১লা ডিসেম্বর, রবিবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলা কর্মপরিষদ-এর নেতৃত্বে ১০০ জনের একটি কর্মী বাহিনী যেলার শ্যামনগর উপযেলার আটুলিয়া গ্রামের নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের সাথে মতবিনিময় এবং তাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উক্ত গ্রামে গমন করেন। এ সময়ে সেখানে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান-এর নেতৃত্বে উক্ত গ্রামের ৪৫০ জন অধিবাসী ইতিপূর্বে নতুন আহলেহাদীছ হন।

সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আহসান হাবীব-এর সভাপতিত্বে এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মাওলানা আলতাফ হোসাইন-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা শেখ রফীকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মহীদুল ইসলাম, পলাশপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে নতুন আহলেহাদীছ ভাইগণকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষ থেকে প্রেরিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ও কিছু দো'আর বই হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানের শুরুতে হানাফীদের সাথে প্রচণ্ড মতবিরোধ ও ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে তারা আহলেহাদীছদের কাছ থেকে কুতুবে সিত্তাহ্র গ্রন্থগুলি নিয়ে যায়। পরে গ্রাম্য পুলিশের সহায়তায় সেগুলি উদ্ধার করা হয় এবং থানা পুলিশ কিতাব অপহরণকারীদের গ্রেফতারের পর সুষ্ঠু পরিবেশে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহিলা সমাবেশ

কুলিয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা॥ ৬ নভেম্বর, বুধবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার কুলিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দোতলায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও বাঁশদহা এলাকার সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব আব্দুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথি নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নারী সমাজের ভূমিকার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি সমবেত মহিলাদেরকে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র পাতাকা মূলে জমায়েত হয়ে বলিষ্ঠভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

আলোচনা শেষে মনজুয়ারা খাতুনকে সভানেত্রী করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট মহিলা শাখা গঠন করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১০৬)ঃ মনে মনে অন্যায় কাজের সংকল্প করে সেটি বাস্তবায়িত না করলে কি পাপী হ'তে হবে? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুনাউওয়ার হোসাইন
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ মানুষের অন্তরে খারাপ কিছু উদিত হ'লে বা খারাপ কাজের সংকল্প করলে সেটি বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত কোন পাপ হবে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের অন্তরে যা উদিত হয় সেটি বাস্তবে পরিণত না করা পর্যন্ত অথবা না বলা পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করবেন না' *(বুখারী, মুসলিম, ইরওয়া হা/২০১, ২০২ ৭/১৩৯)।*

প্রশ্নঃ (২/১০৭)ঃ আমাদের চাঁপাই নবাবগঞ্জ এলাকায় কেউ কারো বাড়ী গেলে বলে যে, 'বাড়ীতে আছ জি? এ কথা বলেই বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। এভাবে কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা যাবে কি?

-মুজাহিদ আলী
গোমস্তাপুর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পরগৃহে প্রবেশের ইসলামী রীতি হ'লঃ বাড়ীওয়ালাকে লক্ষ্য করে প্রথমে সালাম দিয়ে পরে অনুমতি নিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত না অনুমতি নিবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দিবে...। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে গৃহে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও। তবে ফিরে যাবে' *(নূর ২৭-২৮)।*

ছাহাবীগণ তিনবার সালাম দিয়ে অনুমতি না পেলে পরগৃহে প্রবেশ করতেন না; বরং ফিরে আসতেন' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, আলবানী হা/৪৬৬৭ 'সালাম' অধ্যায়, 'অনুমতি চাওয়া' অনুচ্ছেদ)।*

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, সালাম ও অনুমতির মাধ্যমে পরগৃহে প্রবেশ করতে হবে। 'বাড়ীতে আছ জি' একথা বলে প্রবেশ করা অন্যায় এবং এই নিয়ম অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত।

প্রশ্নঃ (৩/১০৮)ঃ আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তিকে দেখে মানুষ ভয় করে। ফলে তার অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। এজন্য কি আমরা আল্লাহ্র নিকট শাস্তি পাব। ইচ্ছে করলে আমরা যৌথভাবে প্রতিকার করতে পারি।

-মাহমূদ আলম
সাং ভগবান গোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা মানুষকে ভয় কর না, আমাকে ভয় কর' *(মায়েদাহ ৪৪)।* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন অন্যায় হ'তে দেখে। অথচ তার প্রতিকার করে না, তখন আল্লাহ তাদের সকলের উপর গযব নাযিল করেন' *(ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২ 'আদব অধ্যায় 'সৎ কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে কোন অন্যায় হ'তে দেখে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। না পারলে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করে। না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। তবে সেটি হ'ল দুর্বলতম ঈমান'। *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭ 'আদাব' অধ্যায়, 'সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ' অনুচ্ছেদ)।*

উল্লেখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতিকার না করলে কেউ আল্লাহ্র শাস্তি হ'তে রেহাই পাবে না।

প্রশ্নঃ (৪/১০৯)ঃ শুনেছি মানুষের মাল হ'তে তিনটি উপকার হয়। আমি জানতে চাই সেই তিনটি জিনিষ কি?

-মাহফূয
জুমারবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, বান্দা বলে আমর মাল, আমার মাল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তার মাল হ'ল মাত্র তিনটি (যা তার উপকারে আসে)। ১- যা সে খেয়ে শেষ করেছে। ২- যা পরিধান করে সে ছিঁড়ে ফেলেছে। ৩- যা দান করে সে (পরকালের জন্য) সঞ্চয় করেছে। এতদ্ভিন্ন যা আছে, সেগুলি সে লোকদের (ওয়ারিছদের) জন্য ছেড়ে চলে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৫/১১০)ঃ মেযবানের জন্য দো'আ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ***ব্যতীত অন্য কোন দো'আ থাকলে আমার প্রিয় আত-তাহরীকে প্রকাশ করলে বাধিত হব।***

-ফুয়াদ
মাষ্টারপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত দো'আ ছাড়াও নিম্নের দু'টি দো'আ পাঠ করতে পারেন-

(١) اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ-

অর্থঃ 'ছায়েমগণ আপনাদের নিকট ইফতার করুন, নেককার লোকেরা আপনাদের খাদ্য হ'তে আহার করুন

এবং ফেরেশতাগণ আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৩৮৫৪ 'মেযবানের জন্য দো'আ' অধ্যায়; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৭)*।

(২) اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ-

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করালো তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করালো তুমি তাকে পান করাও' *(মুসলিম ৩/১২৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৬/১১১)ঃ ঈসা (আঃ) জীবিত, না মৃত? এখন তিনি কোথায় আছেন? তিনি কি আবার দুনিয়াতে আসবেন?

-আবদুল্লাহ
কিষানগঞ্জ, বিহার, ভারত।

উত্তরঃ ঈসা (আঃ) এখন জীবিত আছেন। ইহুদীরা তাঁকে হত্যাও করেনি শূলেও চড়ায়নি। তবে তাদের একজনকে তাঁর সাদৃশ্য করা হয়েছিল, যাকে তারা শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন' *(নিসা ১৫৭-১৫৮)*। মি'রাজের রাত্রিতে ঈসা (আঃ)-এর সাথে ২য় আসমানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাত হয়েছিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২)*।

ঈসা (আঃ) ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে দুনিয়াতে আসবেন এবং পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন, আপোষে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং 'জিযিয়া' আদায় করবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৫-০৭)*। দাজ্জালকে হত্যা করবেন ও পৃথিবীতে ৭ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর একটি ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত হবে ও সকল ঈমানদার লোকের মৃত্যু হবে। ফলে দুষ্ট লোকে দুনিয়া ভরপুর হবে। অতঃপর ক্বিয়ামত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৯)*।

প্রশ্নঃ (৭/১১২)ঃ ৩০/৪০ হাত দূরত্বের দু'টি পৃথক মসজিদে একই ইমামের ইমামতীতে সাউণ্ড বক্স-এর মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলা পৃথকভাবে ছালাত আদায় করতে পারে কি? আমাদের এলাকায় উপরোক্ত ভাবে ছালাত আদায় করলে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে মাঝখানের মাঠে গরু-ছাগল বিচরণ করে এবং অনেক নাপাক প্রাণীও চলাচল করে। কাজেই এভাবে ছালাত হবে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিতভাবে ইক্বতেদা করা জায়েয। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় হুজরার মধ্যে ছালাত আদায় করতেন ও মুছল্লীগণ ঘরের বাহির হ'তে তাঁর ইক্বতেদা করত' *(আবূদাঊদ, হাদীছ ছহীহ)*। একই মর্মে বুখারীতেও হাদীছ এসেছে *(আলবানী তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১১৪, টীকা-১; 'ছালাত' অধ্যায় 'দাঁড়ানোর স্থান' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৯৩-৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৮/১১৩)ঃ পঞ্চগ্রাম যৌথ ঈদগাহ মাঠের পশ্চিম দিকে ওয়াকফ করা জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। লোক সংখ্যা বেশী হওয়ায় উক্ত মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণের পার্টিশন উঠিয়ে দিয়ে গ্রীল ব্যবস্থা করে মসজিদের খুৎবার স্থান থেকে ইমাম ঈদের খুৎবা দেন। এভাবে ছালাত জায়েয হবে কি?

-আবুবকর
বেতগাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদ হ'তে ভিন্ন স্থানে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব পার্শ্বের ময়দানে ঈদের ছালাত আদায় করতেন *(যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫)*। মসজিদে ঈদের ছালাত আদায়ের প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। বৃষ্টির কারণে একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত মসজিদে পড়েছিলেন মর্মের হাদীছটি যঈফ' *(মিশকাত হা/১৪৪৮, যঈফ আবুদাঊদ হা/২১৩; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২৭০)*। বাধ্যগত কারণে মসজিদে পড়া যেতে পারে। তবে সর্বদা ময়দানে পড়াই সুন্নাত সম্মত *(মির'আত ৫/৬১ 'ঈদায়নের ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৯/১১৪)ঃ বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত জায়েয হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল আহাদ
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত জায়েয হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অনেকেই তোমাদেরকে ছালাত আদায় করাবে। তারা যদি (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক) সঠিক ভাবে ছালাত আদায় করায়, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর যদি ভুল করে, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী এবং তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ' *(বুখারী ১/৯৬ পৃঃ; মিশকাত হা/১১৩৩ 'ছালাত' অধ্যায়)*। মারওয়ানের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বিদ'আত প্রকাশ পাওয়ার পরেও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তার পিছনে ছালাত আদায় করেছিলেন' *(মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১১৭৭ পৃঃ)*। হাসান (রাঃ) বলেন, বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায় কর। বিদ'আতের পরিণাম বিদ'আতীর উপরে বর্তাবে তোমাদের উপরে নয় *(বুখারী ১/৯৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/১১৫)ঃ 'বড় পীর' ছাহেব তার মুরীদদের মকছূদ পূরণের জন্য দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে বলেন। যার প্রত্যেক রাক'আতে একবার সূরা ফাতিহা, ১১ বার সূরা এখলাছ, ১১ বার দরূদ পড়তে বলেন। তারপর ১১ বার দরূদ পড়ে বাগদাদ মুখী হয়ে মকছূদ পূরণের জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করতে বলেন। তাহ'লে তার মকছূদ পূর্ণ হবে। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল হামীদ
তারাবুনিয়ার ছড়া, কক্সবাজার।

উত্তরঃ 'বড় পীর' আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) এমন ধরনের কথা কখনো বলেছেন বলে জানা যায় না। তবে

যদি তিনি অনুরূপ কথা সত্যিই বলে থাকেন, তবে তা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কেননা ছহীহ হাদীছে কোথাও এভাবে ছালাত আদায়ের কথা নেই। প্রার্থনা করার সময় পীর ছাহেব ইরাকমুখী হ'তে বলেছেন, অথচ ছহীহ হাদীছে প্রার্থনা করার সময় ক্বিবলা মুখী হ'তে বলা হয়েছে। অবশ্য ক্বিবলামুখী না হ'য়েও প্রার্থনা করা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর খুৎবারত অবস্থায় মিম্বরে দাঁড়িয়েই বৃষ্টি বন্ধের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন *(বুখারী, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় ২/৯৩৯; ফাৎহুলবারী ২/৬৩৪২ ও ৪৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (১১/১১৬)ঃ 'তানবীর' গ্রন্থের ৬০৩ পৃঃ বলা হয়েছে দু'টি হাদীছের মধ্যে দ্বন্দ্ব হ'লে ক্বিয়াসের আশ্রয় নিতে হবে। এ বক্তব্য কি সঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছিবগাতুল্লাহ
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ 'তানবীর' গ্রন্থের এ বক্তব্য সঠিক নয়। দু'টি হাদীছের মধ্যে দ্বন্দ্ব হ'লে নিম্ন পদ্ধতিতে সমাধান দিতে হবে। (১) সহজ সরল ভাবে দু'টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। (২) শেষের হাদীছটির হুকুম বলবৎ হবে এবং পূর্বের হাদীছটির হুকুম রহিত হবে। (৩) উল্লেখিত দু'টি পদ্ধতিতে সমাধান সম্ভব না হ'লে সনদ ও মতনের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে দু'টি হাদীছের মাঝে সমাধান করতে হবে *(দ্রঃ মিন আত্বইয়াবিল মিনাহ ফী ইলমিল মুছত্বালাহ, প্রকাশকঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সঊদী আরব)*।

প্রশ্নঃ (১২/১১৭)ঃ জনৈক মুফতী ছাহেব বলেন, আমরা মহিষের গোশত খাই। অথচ মহিষের কথা কুরআন হাদীছে নেই। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সাত্তার
চক পারইল, নওগাঁ।

উত্তরঃ সূরা হজ্জের ৩৪ ও ৩৬ নং আয়াতে اَلْبُدْنَ ও اَلْاَنْعَامُ। শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, যা উট, গরু বা গরু জাতীয় পশু বুঝায়। আর মহিষ ও গরু যে একই জাতবিশিষ্ট এতে সকল বিদ্বান একমত। কাজেই মহিষের গোশত খাওয়াতে ও তা কুরবানী দেওয়াতে কোন দোষ নেই। হাসান (রাঃ) বলেন, মহিষ গরুর স্থলাভিষিক্ত *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, মির'আত ৫/৮১ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১১৮)ঃ 'খোলা' তালাক্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর ঋতু আসলে অন্যত্র আমার বিবাহ হয়। তিন ঋতু অতিবাহিত না হ'লে পুনরায় বিবাহ জায়েয নয় বলে গ্রামবাসী আমাদেরকে এক ঘরে করে রেখেছে। বিষয়টির শরী'আত সম্মত সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শামীমা
ওয়ালীপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'খোলা' তালাক্ব প্রাপ্তা মহিলা তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর এক ঋতু আতিক্রান্ত হ'লেই অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। হযরত ওছমান (রাঃ) রুবাইয়া নামক মহিলাকে খোলা তালাক্ব প্রাপ্তা হওয়ার পর এক ঋতু অতিবাহিত হ'লেই অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন *(তিরমিযী দিল্লী ছাপা ২/২২৪ পৃঃ; ছহীহ ইবনু মাজাহ ২/১৮২ পৃঃ, হা/১৬৮৭)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১১৯)ঃ ক্ষুধার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেটে পাথর বেঁধে ছিলেন- একথা কি সত্য?

-আযীযুর রহমান
নামোশংকরবাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হ্যাঁ, ক্ষুধার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা খন্দকের দিন গর্ত খনন করছিলাম। তখন একটি বড় পাথর দেখা দিল। ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বড় পাথর বের হওয়ার কথা বললে তিনি বললেন, আমি গর্তে নামব। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এমতাবস্থায় তার পেটে পাথর বাঁধা ছিল' *(বুখারী ২/৫৮৮ পৃঃ; ফৎহুল বারী হা/৪০১২-এর ব্যাখ্যা 'যুদ্ধ বিগ্রহ' অধ্যায় 'খন্দকের যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১২০)ঃ শুয়ে ছালাত আদায় করতে হ'লে কোন পার্শ্বে শুতে হবে? ডান পার্শ্বে, বাম পার্শ্বে, না চিৎ হয়ে?

-ফাতিমা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ কোন অসুস্থ ব্যক্তি শুয়ে ছালাত আদায় করতে চাইলে সে তার সুবিধা অনুযায়ী শুয়ে ছালাত আদায় করবে। এমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর, সম্ভব না হ'লে বসে ছালাত আদায় কর, সম্ভব না হ'লে শুয়ে পার্শ্বদেশে ভর করে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৮ 'ছালাত' অধ্যায় 'কর্মে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে পার্শ্বদেশে শুয়ে সম্ভব না হ'লে চিৎ হয়ে শুয়ে ছালাত আদায় করবে *(নাসাঈ, নায়ল ৩/২১০ পৃঃ 'অসুস্থ ব্যক্তির ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১২১)ঃ ইমাম মুক্তাদী উভয়েই কি আয়াতের জবাব দিবে?

-আমীন হাসান
হাজীটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ তেলাওয়াতকারীর জন্য আয়াতের উত্তর দেওয়া সুন্নাত। তবে শ্রোতা বা মুক্তাদীর উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে তিরমিযী-র ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'তেলাওয়াতকারীর জন্য আয়াতের উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এ বিষয়ে আমি কোন হাদীছ অবগত নই' *(তুহফাতুল আহওয়াযী ১/১৯৪)*। মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'শ্রোতা বা মুক্তাদীর জন্য আয়াতের জবাব দেওয়ার প্রমাণে স্পষ্ট কোন মরফূ হাদীছ আমি

অবগত নই। তবে যে আয়াতগুলিতে প্রশ্ন রয়েছে, সেগুলি জওয়াবের মুখাপেক্ষী। কাজেই পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের জন্য উত্তর দেওয়ার বাঞ্ছনীয়' *(মির'আত ৩/১৭৫)*। মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য জওয়াবদান পসন্দনীয় বলেন' *(শরহ মুসলিম ১/২৬৪)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, উহা ছালাত ও ছালাতের বাইরে এবং ফরয ও নফল সকল ছালাত অবস্থায় জবাবদানকে শামিল করে *(ছিফাতু ছালাতিন নবী ৮৬ পৃঃ হাশিয়া দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১২২)ঃ ছালাতে আয়াতের জওয়াব সরবে দিতে হবে না নীরবে?

-আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আয়াতের জওয়াব নীরবে দিতে হবে। কারণ ছালাতের শুরু হ'তে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র 'আমীন' সরবে বলার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারাকুতনী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৮৪৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুছল্লী তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১০)*।

প্রকাশ থাকে যে, একজন ছাহাবী রুকূ থেকে উঠে সরবে ক্বওমার দো'আ পড়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৮৭৭)*। ঐ দো'আটি ছাহাবীগণ সেই দিনের পূর্বে ও পরে সরবে পড়েছেন বলে জানা যায় না। তাছাড়া তিরমিযীর বর্ণনায় এটি হাঁচির জবাবে এসেছে *(মির'আত ৩/১৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১২৩)ঃ সূরা গাশিয়ার শেষে কোন উত্তর আছে কি?

-শরীফা
গোলাবাড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ সূরা গাশিয়ার শেষে নির্দিষ্টভাবে কোন উত্তর নেই। اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا দো'আটি গাশিয়ার শেষে নির্দিষ্টভাবে পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

তবে কুরআন মজীদ পড়ার সময় অনির্দিষ্টভাবে যে কোন দো'আর স্থানে এটি পড়া যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তার কোন এক ছালাতে অত্র দো'আটি পড়তে শুনেছি *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৫৬২ সনদ 'জাইয়িদ' বা উত্তম 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'হিসাব ও মীযান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১২৪)ঃ জনৈক বক্তা তার বক্তব্যে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ফাতিমা (রাঃ)-কে 'মা' বলে ডেকেছেন। আর ফাতিমা (রাঃ) মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিতা। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-শহীদুল
জাহানাবাদ, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা ফাতিমা (রাঃ)-কে 'মা' বলে ডেকেছেন এ বক্তব্য আদৌ ঠিক নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতিমাকে 'জান্নাতবাসী মহিলা নেত্রী বলেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১২৯)* সে হিসাবে তিনি নিঃসন্দেহে মহা সম্মানিতা।

প্রশ্নঃ (২০/১২৫)ঃ জমি ইজারা দেওয়ার পরে ঐ জমি ইজারা গ্রহীতা অন্যত্র বন্ধক দিয়ে নগদ টাকা নিয়েছে এবং জমির মালিককে ইজারার টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে আসছে। উক্ত লেনদেন কি শরী'আত সম্মত হবে?

-আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অর্থের বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া জায়েয *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৭৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। ইজারা গ্রহীতা ঐ জমি অন্যত্র ইজারা দিতে পারেন বা তার লভ্যাংশ নিতে পারেন। কিন্তু বন্ধক দিলে তার লভ্যাংশ নিতে পারবেন না। কেননা বন্ধকী বস্তু ভোগ করা শারী'আতে জায়েয নয় দু'টি ক্ষেত্র ব্যতিরেকে (১) বন্ধক রাখা জন্তুর প্রতি খরচার বিনিময়ে তাতে আরোহণ করা (২) খরচার পরিমাণে তার দুধ পান করা।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বন্ধক রাখা জন্তুর প্রতি খরচের বিনিময়ে আরোহণ করা এবং উহার দুধ পান করা যায়' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৮৪৭; মিশকাত হা/২৮৮৬ 'বন্ধক' অধ্যায়)*। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ব প্রমুখ বিদ্বান বলেন, বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী পশু হ'তে তার খরচ পরিমাণে আরোহণ ও দুধ পান দ্বারা উপকৃত হ'তে পারবে। এ দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে উপকৃত হ'তে পারবে না' *(বুখারী, বুলুগুল মারাম হা/৮৪৭-এর ব্যাখ্যা 'ঋণ ও বন্ধক' অনুচ্ছেদ, তাহক্বীক্ব ছফিউর রহমান মুবারকপুরী; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৯৬)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিটি আরও মারাত্মক। সুতরাং এ ধরনের লেনদেন শরী'আতে হারাম *(দ্রষ্টব্য জুন ২০০২ প্রশ্নোত্তর নং ৯/২৬৪)*।

প্রশ্নঃ (২১/১২৬)ঃ যেসব সম্পদ বা পশু মানত করা হয় সেগুলির হকদার কারা?

-আব্দুর রশীদ
নজিপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানতের হক্বদার নির্ধারণ করেননি যেমনভাবে যাকাত ও ছাদাক্বার হক্বদার নির্ধারণ করেছেন। ইমাম শাওকানী বলেন, মানতকারী ব্যক্তি গুনাহের কাজ ব্যতীত সবধরনের বৈধ মানত বাস্তবায়নে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী *(নায়লুল আওত্বার ১০/২৩১ 'নযর' অধ্যায়)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, এটি মানতকারীর নিয়তের উপরে নির্ভর করে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সকল কাজ তার নিয়তের উপরে নির্ভরশীল' (হাইআতু কিবারিল উলামা ২য় খণ্ড 'নযরত' অধ্যায়)। অবশ্য যদি কেউ মানত বাস্তবায়ন না করে, তবে তার কাফফারা আদায় করতে হয়। সেক্ষেত্রে তার হকদার হবে ফক্বীর-মিসকীন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯ 'নযর' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/১২৭)ঃ মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে যে গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন সে গাছটি কি গাছ ছিল? বর্তমান পৃথিবীতে সে গাছ আছে কি?

-ফিরোজ
সোনারপাড়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ আদম (আঃ)-কে যে গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন সে গাছটি কি গাছ ছিল তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই এ সম্পর্কে মানুষের নিকট কোন সঠিক জ্ঞান নেই। নিঃসন্দেহে তা জান্নাতের কোন গাছ ছিল। অনেকে আংগুর, খেজুর, আঞ্জির, ডুমুর, যায়তূন, গম ইত্যাদি গাছের কথা বলেছেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর)*। তবে যেহেতু নির্ধারিতভাবে কোন গাছের কথা হাদীছে বলা হয়নি, সেহেতু ঐ গাছের নাম বলা সম্ভব নয়। কাজেই ঐ গাছ এখন পৃথিবীতে আছে কি-না তাও বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্নঃ (২৩/১২৮)ঃ ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর স্থানে তিনজন সাক্ষ্য দিলে তাদের পাল্টা অপবাদের শাস্তি হবে কি?

-ফেরদাউস
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর স্থলে তিনজন সাক্ষী দিলে তাদের পাল্টা অপবাদের শাস্তি হবে না। বরং তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হবে এবং যিনি উক্ত অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য পেশ করেছেন, তাকে অপবাদের শাস্তি প্রদান করতে হবে *(নূর ৫)*। অবশ্য এই শাস্তি প্রদানের হক্বদার হ'ল দেশের সরকার।

প্রশ্নঃ (২৪/১২৯)ঃ 'তানবীর' গ্রন্থের ৪২৯ পৃষ্ঠায় নিম্নের হাদীছ তিনটিকে যঈফ বলা হয়েছে। (১) সকল নিশাকারক বস্তু মদ (২) অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ নয় (৩) লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ করতে হবে। হাদীছগুলি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল কাফী
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'তানবীর' গ্রন্থের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং হাদীছ তিনটি ছহীহ।

প্রথমটির সূত্রঃ *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায় 'অলি' অনুচ্ছেদ।*

দ্বিতীয়টির সূত্রঃ *আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৩০, হাদীছ ছহীহ 'বিবাহ' অধ্যায় 'বিবাহে অলি এবং কণের অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ।*

তৃতীয়টির সূত্রঃ *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৯ হাদীছ ছহীহ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।*

প্রকাশ থাকে যে, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হয় অর্থ যৌন উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হয় *(মিশকাত ১/১০৪ পৃঃ ৪নং টীকা আলবানী)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৩০)ঃ জিন জাতির বিবাহ-শাদী ও বংশ বিস্তার হয় কি? তাদের হায়াত কি ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা কি জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে? আমরা শুনেছি যে, জিনের পাশাপাশি পরীও আছে। আসলে পরী কি স্ত্রী জিন বা পরী নামে কোন কিছু আছে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোবারক হোসাইন
আইলচারা বাজার, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া
ও
আযহার আলী
ফলিত গণিত বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মানব জাতির ন্যায় জিন জাতির মধ্যেও পুরুষ এবং নারী বিদ্যমান। তারা পরস্পরে বিবাহ-শাদী করে। তাদের সন্তান-সন্ততিও জন্ম লাভ করে এবং তাদের বংশ বিস্তার ঘটে *(ফাৎহুল বারী ৬/৪২৫ পৃঃ 'জিনদের ছওয়াব ও শাস্তি' অনুচ্ছেদ)*।

আল্লাহ বলেন, 'যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালন কর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরদেরকে (وَذُرِّيَّتَهُ) বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু' *(কাহফ ৫০)*। হাসান ও ক্বাতাদাহ বলেন,

ইবলীস জিন জাতির পিতা। যেরূপ হযরত আদম (আঃ) মানব জাতির পিতা *(তাফসীরে কুরতুবী ১/২৯৪ পৃঃ, বাক্বারাহ ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। ইবলীসের হায়াত ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত *(আ'রাফ ১৪, ১৫)*।

বিভিন্ন হাদীছ ও ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য জিনরাও দীর্ঘ হায়াতের অধিকারী। তাদের হায়াতের সময়সীমা সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। ইনসানের ন্যায় জিনদের মধ্যেও মুমিন এবং কাফির রয়েছে *(জিন ১১)*। আল্লাহ তা'আলা (কাফির) জিন ও ইনসান দ্বারা জাহান্নাম ভর্তি করবেন *(সাজদাহ ১৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জিন জাতি তিন প্রকার। (১) ডানা বিশিষ্ট। তারা বাতাসে উড়ে বেড়ায় (২) সাপ ও কুকুরের আকার বিশিষ্ট এবং (৩) যারা কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। আবার চলে যায় *(শারহুস সুন্নাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪১৪৮ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়)*।

স্ত্রী জাতীয় জিনকে 'পরী' বলা হয় কি-না, সে সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বিষয়টি সম্ভবতঃ রূপক মাত্র।

প্রশ্নঃ (২৬/১৩১)ঃ আমার পিতা অতি বৃদ্ধ ও চির রোগী। তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। এমতাবস্থায় বদলী হজ্জ করানোর ইচ্ছা পোষণ করেছেন। যিনি বদলী হজ্জে যাবেন তার জন্য কি আগে হজ্জ করা শর্ত?

-আব্দুস সালাম
বিরামপুর বাজার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ওনার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা শরী'আত সম্মত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১১ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। তবে যাকে হজ্জে পাঠানো হবে তাকে অবশ্যই ইতিপূর্বে নিজের হজ্জ সম্পন্ন করতে হবে *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৩২)ঃ আমার আব্বা হজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। কিন্তু তিনি হজ্জ থেকে কিছু জায়নামায ব্যবসার জন্য আনতে ইচ্ছুক। এটা কি ঠিক হবে?

-আব্দুল হালীম
গ্রাম ও পোঃ ঝাওয়াইল, টাংগাইল।

উত্তরঃ হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে বৈধ পন্থায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মালামাল নিয়ে আসাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ হজ্জ পালন কালেও মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে' *(বাক্বারাহ ১৯৮)*। অনুগ্রহ বলতে এখানে ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। তবে হজ্জের সময় ব্যবসা যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়। *(দ্রষ্টব্য জুন '৯৯ প্রশ্নোত্তর নং ১/১২৬)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৩৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি জুয়া খেলার জন্য একটি ঘর তৈরী করেছিল। তার মৃত্যুর পরও সেই ঘরে জুয়া খেলা অব্যাহত আছে। এর পাপ কি তার উপর বর্তাবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আমজাদ আলী
হাট নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যার কারণে পাপ জারি হয়, তার অনুসারীদের গোনাহ সমূহের সমপরিমাণ গোনাহ তার উপরে আপতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপ ভার এবং পাপ ভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতা হেতু বিপথগামী করে। হুঁশিয়ার! খুবই নিকৃষ্ট বোঝা তারা বহন করে থাকে' *(নাহল ২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানালো, তার উপরে ঐ পরিমাণ গোনাহ চাপানো হবে, যে পরিমাণ গোনাহ তার অনুসারীদের উপরে চাপবে। তাদেরকে তাদের গোনাহ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৫, 'ঈমান' অধ্যায়; হা/২১০ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

অতএব জুয়া খেলার জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে, ঐ ঘরে যতদিন উক্ত পাপ কাজ অব্যাহত থাকবে ততদিন মৃত ব্যক্তির উপর উক্ত ঘরের জুয়াড়ীদের পাপ সমূহের সম পরিমাণ পাপ বর্তাবে।

প্রশ্নঃ (২৯/১৩৪)ঃ বিভিন্ন কাপড়ের দোকানে মহিলা ও পুরুষের মূর্তি দাঁড় করিয়ে শাড়ী-পাঞ্জাবী, থ্রি-পিস ইত্যাদি বিক্রির জন্য রাখা হয়, এটা কি শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-এহসানুল্লাহ বিশ্বাস
আর,ডি,এ, মার্কেট
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ এটা অভ্যাসগত শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আবক্ষ হৌক বা পূর্ণ হৌক কোন প্রাণীর মূর্তি বা ভাষ্কর্য তৈরী করা ও তা বাড়ীতে ও দোকানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোন মূর্তি পেলে তা ধ্বংস না করে ছাড়বে না এবং কোন উঁচু কবর পেলে তা সমান না করে ছাড়বে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯৬ 'জানাযাহ' অধ্যায় 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ 'ছবি ও মূর্তি' দরসে হাদীছ সেপ্টেম্বর ২০০২)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৩৫)ঃ অনেকে কবর যিয়ারতকে উৎসবে পরিণত করে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-ফেরদাউস
সুজানগর, পাবনা।

উত্তরঃ শুধু সাধারণ কবর নয় বরং নবী-রাসূল, অলি-আওলিয়ার কবরকেও উৎসবে পরিণত করা যাবে না।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, 'তোমরা আমার কবরকে ঈদ বা উৎসব স্থলে পরিণত কর না...' *(নাসাঈ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৭৯৬; মিশকাত হা/৯২৬ 'ছালাত' অধ্যায় 'রাসূলের প্রতি দরূদ' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, তোমরা আমার কবর যিয়ারতকে উৎসবে পরিণত কর না' *(মিরক্বাত ২/৩৪২)*। আল্লামা ত্বীবী বলেন, এর অর্থ- ঈদ উৎসব পালনের মত তোমরা নির্দিষ্ট দিনে কবরে ভিড় জমাবে না। কেননা ইহুদী-নাছারা ও মূর্তি পূজারীগণ তাদের মৃতদের সম্মানে সর্বদা এসব করে থাকে *(ঐ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৩৬)ঃ অনেক খতীব ছাহেব খুৎবার মাধ্যমে নিকটতম আত্মীয়দের দান করার কথা বলেন, কিন্তু দলীল পেশ করেন না। আমি 'আত-তাহরীক'-এর মাধ্যমে দলীল ভিত্তিক জওয়াব চাই।

-শফীকুল ইসলাম
কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা নিকটাত্মীয়কে দান ও অনুগ্রহ করতে বলেছেন *(বাক্বারাহ ৮৩, ১৭৭)*। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী আবু ত্বালহাকে তার মূল্যবান খেজুর বাগনটিকে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে দান করে দেওয়ার নির্দেশ দেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৫ 'যাকাত' অধ্যায় 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*। এমনকি নিকটতম আত্মীয়কে দান করার মাধ্যমে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবার কথা হাদীছে এসেছে। তার একটি হ'লঃ আত্মীয়তার হক আদায়ের নেকী। অন্যটি হ'ল ছাদাক্বা দেওয়ার নেকী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪ 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৩৭)ঃ জনৈক সঊদী মেহমানকে ছালাতুত

Contents

তারাবীহ পড়াতে দেখলাম যে, দু'দু'রাক'আত করে দশ রাক'আত ও পরে এক রাক'আত বিতর মোট এগার রাক'আত পড়ালেন। কিন্তু আহলেহাদীছগণ দু'দু'রাক'আত করে আট রাক'আত ও এক সালামে তিন রাক'আত বিতর মোট ১১ রাক'আত পড়েন। কোন্টি সঠিক?

-মুবাশশের হোসাইন
নওদাপাড়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ উভয় পদ্ধতি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাত হ'তে অবসর নেওয়ার পর ফজর পর্যন্ত ১১ রাক'আত আদায় করতেন। দুই দুই রাক'আত করে সালাম ফিরাতেন ও পরে এক রাক'আত পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৮৮ 'রাত্রিকালীন ছালাত' অধ্যায়)*।

অন্য হাদীছে আছে রামাযান মাসে আট রাক'আতে সূরা বাক্বারাহ পড়তেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০৩ সনদ ছহীহ)*। আট রাক'আতের সাথে তিন রাক'আত এক সালামে পড়তেন *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৬৫ সনদ ছহীহ 'বিতর' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, ইমাম নাসাঈ বিভিন্ন সূত্রে ১২টি ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করেন, যার প্রতিটি এক টানা তিন রাক'আত বিতর পড়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করে *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬০৩-১৬)*। *দ্রষ্টব্য ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ৪/৭৪; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৯৯-১০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৩৮)ঃ হাদীছে আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কালো কুকুর, গাধা ও নারী সুতরা বিহীন ছালাত আদায় কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে তার ছালাত নষ্ট হয়ে যায়' (ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ)। হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?

-রাবেয়া বেগম
ফি আমানিল্লাহ ভিলা
স্টেডিয়াম রোড, মেহেরপুর।

উত্তরঃ জমহূর বিদ্বানগণ এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা ছালাত নষ্ট হয় না। বরং ছালাত আদায়কারীর একাগ্রতা নষ্ট হয়। ফলে ছালাতের ক্ষতি হয় *(মুসলিম, শরহ নববী, ৩-৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৫০; তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৫৯, 'সুতরা' অনুচ্ছেদ)*।

ভাষ্যকার ছফিউর রহমান মোবারকপুরী উল্লেখিত হাদীছে সুতরার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, বান্দা যখন ছালাতে রত হয়, তখন আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তার প্রতি রহমত বর্ষিত হয়। এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি সুতরার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলে তার বিনয় নম্রতার ঘাটতি হয়। ফলে আল্লাহ্র রহমত ও ছওয়াব বর্ষণ কমে যায়' *(ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, শরহ বুলূগুল মারাম পৃঃ ৬১ 'মুছল্লীর সুতরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৩৯)ঃ পুরুষের জন্য কি পর্দার বিধান নেই? থাকলে তাদের পর্দা কিরূপ হবে?

-অপরূপা সাগর
দিনাজপুর সরকারী মহিলা কলেজ
দিনাজপুর।

উত্তরঃ মহিলাদের যেরূপ পর পুরুষ হ'তে পর্দা করা অপরিহার্য, তদ্রূপ পুরুষদেরও বেগানা মহিলা হ'তে পর্দা করা অপরিহার্য।

আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর এটাই তাদের জন্য উত্তম। বস্তুতপক্ষে তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(নূর ৩০)*।

তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যখন তাদের (মহিলাদের) নিকট কোন জিনিষ চাইবে তখন পর্দার বাইরে থেকে চাইবে। কেননা ইহা তোমাদের ও তাদের অন্তর সমূহের জন্য পবিত্রতর' *(আহযাব ৫৩)*।

হযরত বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেন, হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমা। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১১০ 'পাত্রী দেখা, আবরণীয় অঙ্গ ও পর্দা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাঊদ ১ম খণ্ড হা/২১৪৯; হাদীছ হাসান)*। পুরুষের জন্য দৃষ্টিকে সংযত করতে হবে। তবে মহিলাদের ন্যায় সর্বাঙ্গ ঢেকে পর্দা করতে হবে না।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৪০)ঃ কেউ দো'আ চাইলে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ বলা যাবে কি? যদি না বলা যায় তবে এক্ষত্রে দো'আ করার পদ্ধতি কি?

-ইসহাক আলী
সড়গাছী, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন ব্যক্তির জন্য রহমত ও বরকতের দো'আ স্বরূপ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ বলা জায়েয আছে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে আরয করলেন, صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي অর্থঃ 'হে রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমার ও আমার স্বামীর জন্য দো'আ করুন'! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন *(আহমাদ, ইবনু হিব্বান হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন, ফৎহুল বারী ১১/২০৪ পৃঃ)*। ক্বায়েস ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দু'হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আপনার দয়া ও রহমত সা'দ ইবনে ওবাদার পরিবারের উপর অবতীর্ণ হৌক *(আবূদাঊদ, সনদ জাইয়িদ, ফাৎহুল বারী ১১/২০৪ পৃঃ)*। আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনু আবী আওফা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যখন কোন সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ছাদাক্বাহ নিয়ে আসতো তখন তিনি বলতেন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ 'হে আল্লাহ!

তুমি অমুকের বংশধরগণের উপরে রহমত বর্ষণ কর! অতঃপর তাঁর নিকটে যখন আমার পিতা আসলেন তখন তিনি বলেন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى 'হে আল্লাহ! তুমি আবু আওফার বংশধরগণের উপর রহমত বর্ষণ কর' *(বুখারী, ফৎহুল বারী ৩/৪৬০-৬১, হা/১৪৯৭)*। তবে স্থান-কাল-পাত্র ও প্রশ্নভেদে বিভিন্নভাবে দো'আ করা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৪১)ঃ সূরা নূরের ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই। তৎসঙ্গে তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে উক্ত আয়াতে مَثَلُ نُوْرِهٖ -এর পরিবর্তে উবাই ইবনে কা'ব مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ পড়তেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুমিনের ও নবী করীম (ছাঃ)-এর নূর নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এতদ্বিষয়ে জানালে কৃতার্থ হব।

-এ,বি,এম, বায়েজীদ
সহকারী অধ্যাপক
তাহেরপুর কামিল মাদরাসা
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি রয়েছে একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে। কাঁচের ঐ চিমনীটি প্রদীপ্ত নক্ষত্র সদৃশ। যা পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়। যা পূর্ব মুখীও নয় পশ্চিম মুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত করছে। জ্যোতির উপরে জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন স্বীয় জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত' *(নূর ৩৫)*।

نور السموات والارض -এর ব্যাখ্যাঃ 'নূর' অর্থ জ্যোতি। তবে আল্লাহ্র ক্ষেত্রে অর্থ হবে জ্যোতি দানকারী। কেননা জ্যোতি স্বয়ং একটি পদার্থ বা পদার্থজাত বস্তু। অথচ আল্লাহ এসবের উর্ধ্বে। 'তিনি কোন কিছুর জন্মদাতা নন বা কোন কিছু থেকে জন্মিত নন এবং তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই' *(ইখলাছ ৩-৪)*। সে কারণ 'নূর'-এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, هادى اهل السموات والارض। 'আসমান ও যমীনবাসীর পথ প্রদর্শক'। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন যে, 'আল্লাহ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি দ্বারা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সব কিছুকে পরিচালনা করেন'।

অতঃপর مثل نوره -এর "ه" সর্বনামটি কোন দিকে ফিরেছে, এটা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে দু'টি মত রয়েছে। (১) আল্লাহ্র দিকে। তখন অর্থ হবে মুমিনের হৃদয়ে রক্ষিত আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের নূর। এটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন। (২) মুমিনের দিকে। তখন অর্থ হবে মুমিনের হৃদয়ে রক্ষিত ঈমানের উজ্জ্বল কাঁচপাত্র সদৃশ দীপাধার, যাতে রয়েছে স্বচ্ছ যয়তূন তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত নির্মল দীপশিখা, যা পূর্বে বা পশ্চিমে হেলে না। বরং সর্বাবস্থায় সমভাবে আলো প্রদান করে। এখানে 'যয়তূন' তৈল বলতে কুরআন ও শরী'আতকে বুঝানো হয়েছে। যার সাহায্যে মুমিনের হৃদয়ে ঈমানের দীপশিখা সদা সমুজ্জ্বল থাকে। উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, উক্ত দীপাধারকে মুমিনের হৃদয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সেকারণ তিনি পড়েছেন مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ।

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ 'নূরের উপরে নূর' অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, বান্দার ঈমান ও তার আমল' *(দ্রষ্টব্যঃ তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৩০০-৩০১)*। অর্থাৎ সুন্দর ঈমানের সাথে সুন্দর আমল। উল্লেখ্য যে, আল্লাহকে চেনার মত 'নূর' সকল মানুষ এমনকি সকল সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। যার মাধ্যমে তারা সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, 'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছুই আল্লাহ্র গুণগান করে থাকে...' *(ছফ ১)*।

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে 'নূরে মুহাম্মাদী'-র শিরকী আক্বীদা প্রমাণের কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৪২)ঃ যবেহ করার সময় মুরগীর মাথা আলাদা হয়ে গেলে তার গোশত খাওয়া হালাল হবে কি?

-মুহাম্মাদ সুমন হোসাইন
নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ হাঁস, মুরগী কিংবা যেকোন পশু যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করতে গিয়ে যদি মাথা আলাদা হয়ে যায়, তাহ'লে তার গোশত খাওয়া হালাল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর যে জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ কর যদি তোমরা তাঁর বিধান সমূহে বিশ্বাসী হও *(আন'আম ১১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৪৩)ঃ আল্লাহ তা'আলার আকার আছে কি? বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই জানেন আল্লাহ নিরাকার। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যসহ সঠিক সমাধান দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন
১২৯ ফিল্ড ওয়ার্কশপ কোম্পানী ই,এম,ই
বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র আকার আছে। তবে তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। আল্লাহ্র আকৃতি তাঁর জন্য যেমনটি

হওয়া উচিৎ তেমনটিই রয়েছে। কোন সৃষ্টির মত নয় এবং তাঁর আকৃতির বর্ণনা দেওয়াও কারু পক্ষে সম্ভবপর নয়। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ। 'তাঁর তুলনীয় কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*।

যে সকল আলেম আল্লাহ্‌র আকারকে অস্বীকার করেন, তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র স্পষ্ট বর্ণনাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম রয়েছেন এবং সালাফে ছালেহীনের আক্বীদার বিরোধিতা করেন।

মূলতঃ আল্লাহ্‌র আকারকে অস্বীকার করার পিছনে মু'আত্তিলা, মু'তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত ফেরকা সমূহের লোকদের কতিপয় মনগড়া যুক্তি ব্যতীত কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র আকারের প্রমাণে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

১. আল্লাহ বলেন, 'আর ইহুদীরা বলে আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ হয়ে গেছে।... বরং তাঁর উভয় হাত উন্মুক্ত' *(মায়েদা ৬৪)* (২) আল্লাহ বলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছি, তাঁর সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল'? *(ছোয়াদ ৭৫)* (৩) 'তোমরা ভয় কর না আমি তোমাদের সাথে আছি, শুনি ও দেখি' *(ত্বা-হা ৪৬)* (৪) 'সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন গোছা পর্যন্ত (আল্লাহ্‌র) পা খোলা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান করা হবে...' *(ক্বলম ৪২)* (৫) 'হে মূসা! 'আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে যাতে তুমি আমার চক্ষুর (দৃষ্টির) সামনে প্রতিপালিত হও' *(ত্বা-হা ৩৯)* (৬) 'ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর (আল্লাহ্‌র) হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর হাতে' *(যুমার ৬৭)*।

উল্লেখিত আয়াত সহ অন্যান্য বহু আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা আকৃতি প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যখন তাঁর পা জাহান্নামের উপরে রাখবেন, তখন জাহান্নাম বলবে, قَطْ قَطْ যথেষ্ট, যথেষ্ট' *(বুখারী পৃঃ ৭১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আসমান সমূহকে ভাঁজ করে তাঁর ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ। আজ অহংকারী ও অত্যাচারীরা কোথায়? অনুরূপভাবে যমীন সমূহকে ভাঁজ করে বাম হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, আজ যালিম ও অহংকারীগণ কোথায়? *(মুসলিম, মিশকাত পৃ ৪৮২)*। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

এ বিষয়ে সকল সালাফে ছালেহীন একমত যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে আল্লাহ্‌র আকৃতি ও গুণাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে কোনরূপ ব্যাখ্যা বতীত সেভাবেই তা বিশ্বাস করতে হবে। যেমন- ওয়ালীদ বিন মুসলিম বলেন, আমি আল্লাহ্‌র ছিফাত ও দর্শন সম্পর্কিত হাদীছগুলি সম্পর্কে ইমাম আওযাঈ, সুফিয়ান ছওরী, মালেক বিন আনাস (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই যেভাবে হাদীছে এসেছে সেভাবেই মেনে নাও। যারা আল্লাহ্‌র নাম, ছিফাত, কালাম, আমল ও কুদরত সমূহকে সরাসরি মেনে না নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদেরকে ইমাম মালেক বিদ'আতী বলেছেন *(শারহুস সুন্নাহ; আক্বীদাতুস সালাফিছ ছালেহ ৫৬-৫৭ পৃঃ)*।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র সত্তার ব্যাপারে কারও কোনরূপ কথা বলা ঠিক নয়। বরং আল্লাহ যেভাবে স্বীয় সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেভাবেই যেন বর্ণনা করা হয়। এ সম্পর্কে নিজের পক্ষ থেকে কোনরূপ যুক্তি পেশ করে যেন কিছু বলা না হয় *(শারহ আক্বীদা ত্বাহাভিয়াহ; আক্বীদাতুস সালাফিছ ছালেহ পৃঃ ৫৭)*। নাঈম বিন হাম্মাদ বলেন, যে ব্যক্তি কোন সৃষ্টির সাথে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য করল, সে কুফরী করল এবং আল্লাহ যেভাবে তাঁর সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা যে অস্বীকার করল সেও কুফরী করল। আল্লাহ ও রাসূল যেভাবে তাঁর ছিফাত বর্ণনা করেছেন, তার কোন সাদৃশ্য নেই *(প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৮)*।

মোট কথা ছহীহ আক্বীদা হ'ল এই যে, আল্লাহ্‌র অবশ্যই আকার আছে। তবে তা কারো সদৃশ নয়। আর আকার থাকলেই যে আহার-নিদ্রার প্রয়োজন হবে, এমনটিও ঠিক নয়। বহু সৃষ্টি রয়েছে, যাদের আকার আছে, কিন্তু আহার-নিদ্রা নেই। যেমন- ফেরেশতা, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, পানি ইত্যাদি। আল্লাহ তো নিজেই বলে দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন... তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' *(ইখলাছ ২, ৪)*।

দেখুনঃ 'আত-তাহরীক' আগষ্ট '৯৮ সংখ্যা: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' (থিসিস) 'আক্বীদা' অধ্যায় পৃঃ ১১৫-১১৭, টীকা নং ২৯।

প্রশ্নঃ (৩১/১৪৪)ঃ আমাদের এক হিরোইনখোর বন্ধু হঠাৎ ভাল হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় শুরু করেছে এবং মসজিদে বসে সবাইকে ভাল ভাল উপদেশ দেয়। ওদিকে শুনতে পাই সে গোপনে হিরোইন খায়। এসব লোকের পরিণতি কি হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
শরীফপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ এই ধরনের উপদেশ দানকারী সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা কেন ঐসব কথা বল, যা তোমরা করো না?' *(ছফ ২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন জনৈক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়ী-ভূড়ি বেরিয়ে যাবে। তখন সে ঐ নাড়ী-ভূড়ির চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে। যেমনভাবে গাধা ঘানির চারদিকে ঘুরে থাকে। এ অবস্থা দেখে জাহান্নামবাসীরা তার চার পাশে জড়ো হবে ও তাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে অমুক! তোমার এ কি অবস্থা? তুমি না সর্বদা আমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে? তখন লোকটি জবাবে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের

Contents

আদেশ দিতাম; কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম; কিন্তু আমি নিজেই সে কাজ করতাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৩৯ 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ)*। তবে যেকোন লোক সদুপদেশ দিলে তা গ্রহণযোগ্য। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) ইবলীসের নিকট থেকে আয়াতুল কুরসীর ফযীলত শিখেছিলেন এবং পরে তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সত্যায়ন করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়)*। অতএব উক্ত হিরোইন সেবীকে তার মৃত্যুর পূর্বেই দ্রুত তওবা করা যরূরী *(আলে-ইমরান ১০২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১৪৫)ঃ মুছাফাহার সঠিক পদ্ধতি কি? দু'হাতে মুছাফাহা করার পক্ষে কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে?

-মাওলানা শামসুল হুদা
নজিপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ মুছাফাহা (المصافحة) শব্দটি বাবে مفاعلة -এর ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থঃ الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد অর্থাৎ এক হাতের তালুর সাথে অন্য হাতের তালুকে আঁকড়িয়ে ধরা *(মিশকাত, পৃঃ ৪০১, হাশিয়া ৬)*। আরবী ভাষার কোন অভিধানে চার হাতের সংযোগকে মুছাফাহা বলে অভিহিত করা হয়নি।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী বলেন, দুই দুই করে চার হাতের তালু মিলিয়ে মুছাফাহার প্রমাণে কোন মরফূ হাদীছ নেই *(তানকীহুর রুওয়াত শরহ মিশকাত 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ ৩/২৮৭ পৃঃ, টীকা ৬)*।

(১) হাসান ইবনে নূহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে বুসরকে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার এই হাতের তালুটি দেখেছ? তোমরা সাক্ষী থাক, আমি এই তালুটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তালু মোবারকে রেখেছি। অর্থাৎ মুছাফাহা করেছি *(মুসনাদে আহমাদ, সনদ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৩০ পৃঃ 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ)*।

(২) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল যে, আমি কি আমার বন্ধুর আগমনে মাথা নত করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তবে কি আলিঙ্গন করব? তিনি বললেন, না। আমি কি তাকে চুম্বন করব? তিনি বললেন, না। সে বলল যে, তবে কি তার এক হাতে মুছাফাহা করব? (فيأخذه بيده ويصافحه) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(হাদীছ হাসান, আলবানী মিশকাত হা/৪৬৮০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ)*।

তবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে তাশাহহুদ শিক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর হাতের তালুটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুই হাতের তালুর মধ্যে ছিল *(বুখারী, মুসলিম)*। উক্ত হাদীছটির ব্যাখ্যায় আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী স্বীয় ফাৎওয়া গ্রন্থে বলেছেন, হাদীছটি মুছাফাহার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছিলেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৮৭৫-এর ভাষ্য, ৭/৫২২)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ)-এর উক্ত হাদীছ থেকেও চার হাতের তালু মিলানো প্রমাণিত হয় না; বরং তিন হাতের তালু প্রমাণিত হয়। সুতরাং উভয়ের ডান হাতের তালু দ্বারা মুছাফাহা করাই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

উল্লেখ্য যে, প্রথম সাক্ষাতে মুছাফাহা করা সুন্নাত এবং বিদায়কালে মুছাফাহা করা মুস্তাহাব। উহা কোনক্রমেই বিদ'আত নয়। যেমনটি অনেকে বলে থাকেন। অনুরূপভাবে উভয়ের দু'হাতে মোট চার হাতে মুছাফাহা করা সুন্নাতের খেলাফ' *(আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬-এর ভাষ্য, ১/২৩ পৃঃ)*। এর চাইতে আরো বড় বিদ'আত হ'ল মুছাফাহা শেষে বুকে হাত দেওয়া, মাথা ঝুঁকানো ইত্যাদি পন্থায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

রাজশাহী মেন্টাল হেলথ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ
- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া
রাজশাহী-৬০০০। *ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।*